দেবত্র

১

বণের শেষভাগে পৌঁছিয়া আসন্ন-আয়ু বর্ষা গ্রাম-
মাথার উপরে জাঁকিয়া বসিয়াছে। কএকদিন
ন্ত ভাবে বৃষ্টি হইয়া গেলেও যখন ধোঁয়াটে মেঘের
আকাশ হইতে নামিল না এবং কখনো রিমি-ঝিমি,
ইলসে-গুঁড়ুনি ভাবে ধারাপাতের সঙ্গে এলো-
পূর্ব্ব-উত্তরে বাতাস সমানেই বহিতে লাগিল তখন
সীরা হতাশ হইয়া পচাবর্ষার জন্য প্রস্তুত হইল।
গাঁয়ের পক্ষে বিষম যন্ত্রণাদায়ক কাল এখন তাহাদের
ম্মুখে। দরিদ্রের বিপদের ত কথাই নাই, দেশের গতিকে
সম্পন্ন গৃহস্থেরও অসুবিধা কম নয়।

বেলা অনেকটা হইয়া গিয়াছে।

ভট্টাচার্য্যদের বড় বউ মাথায় একখানা চট চাপাইয়া এতক্ষণ ধানের গোলার চালের ফুটাদিয়া জল পড়িতেছে কি না, বর্ষার জন্ত সঞ্চিত শুষ্ক কাষ্ঠ, খড়, ঘুঁটা প্রভৃতি কোথায় কি ভাবে রহিয়াছে এবং ঝি রান্নাঘরে শুক্না কাঠ দিয়াছে কি না, কুষাণ শশা, লাউগাছ ও পুঁয়ের মাচাগুলা কেমন মজবুত করিয়া দিয়াছে, বর্ষার ডাঁটার চারাগুলা তুলিয়া পোঁতা হইয়াছে কিনা ইত্যাদির তদারকে ব্যস্ত ছিলেন। এখন সম্প্রতি তিনি গোয়ালঘরে ঢুকিয়া রাখাল ছোঁড়াকে বকিতে বকিতে গরু বাছুরগুলার খাওয়ার, তদারকের সঙ্গে তাহাদের ঘরে যেখানে যেখানে কাদা জমিয়াছিল স্বহস্তে সে-স্থানটুকু পরিষ্কার করিয়া দিতে ছিলেন। তাঁহার প্রবল অভিযোগের বিরুদ্ধে রাখাল ছেলেটির ক্ষীণ প্রতিবাদ দাঁড়াইতেই পাইতেছিল না।

গোয়ালঘরের দ্বারের নিকটে একটি এগার-বারো বছরের ছেলে আসিয়া উঁকি দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখিয়া লইল। তাহার পরে একটু যেন রাগের সহিত বলিল—

"মা, আজকে ইস্কুল যেতে পাব না ?"

"এই যে বাবা যাই, এই আট-দশ দিনের 'উপর-ঝরণ'-তে গরু-বাছুরগুলো একেবারে মারা যেতে বসেছে। বাঁধা য় ওদের কি পেট ভরে ? গ্যাখ না পেটে পেটে সেঁধিয়ে ছ যেন। তার উপর এই কাদায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ক খুরের ভেতর যদি ঘা ধরে—"

"তাই বলে' আমার ইস্কুল কামাই করাবে মা! তুমি ওসব দেখবে তাহলে হারুদা আর এই নিমে কি জন্যে ছে ?"

"ওদের কি কসুর আছে বাছা ? এই দিন-রাত্রি ঝরায় যেই শুক্‌নো জায়গা পাচ্ছে না তা এই অবুঝ জন্তুরা পাবে, া সর্ব্বদা জায়গা নোংরা কর্ত্তেই আছে ? আর কাঁচা ঘাস না খেতে পেলে—"

"বেলা কত হয়েছে তাকি দেখছ না, ভাত কখন চড়াবে তবে ?"

পুত্রের প্রায় সরোদন কণ্ঠস্বরে জননী ব্যস্তভাবে হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন—

"এই যে গোপাল, আমি চট্ করে' পুকুর থেকে একটা

ডুব দিয়ে আসি, ততক্ষণ তোর কাকিমাকে বল্‌গে ভাতের হাঁড়িটা চড়িয়ে দেবে। আমি এই এলাম বলে'।"

"তা বুঝি আমি কাকিমাকে বলিনি? কাকিমা উত্তরই দিলেন না।"

"কেন রে, তোর কাকিমা কি কর্‌ছে?"

"তাঁর বাবার সঙ্গে কি সব গল্প করছেন আর কেবলই কাঁদছেন।"

জননী একটু যেন স্তব্ধভাবে থাকিয়া আবার ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"তা হলে দাশুর মাকে বল গিয়ে উনুনটায় আগুন দিতে। আজ শুকনো কাঠ ঘুঁটে দেখে দিয়েছি, ধরাতে কষ্ট পাবে না,—আমি এখনই আসছি।" কিন্তু তখনই চিন্তিত মুখে বলিলেন—

"কিন্তু আমায় তেল দেবে কে সন্তু? যা, মীরা কোথায় আছে ডেকে দে।"

"বোনটিও কাকিমার কোলের কাছে বসে' আছে। কাকিমার বাবা মোড়ায় বসে' কি সব ফিস্‌ফিস্ করে' বলছেন, কাকিমা মাঝে মাঝে মুখ কি রকম করছেন, কেঁদে ফেলছেন, আর বোনটি হাঁ করে' তাই দেখছে। আমি

কাকিমার বাবাকে আর দাদামশায় বলব না মা। উনি কি রকম যে লোক, আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না ওঁকে।"

"ছি সনৎ!"—মায়ের এই স্বল্প ভাষার ধিক্কারে মুহূর্ত্তে অপ্রস্তুত হইয়া সনৎ বলিল, "উনি কেবলই কাকিমাকে কাঁদাচ্ছেন কেন, তাইত আমার এত খারাপ লাগছে মা।"

"তা হোক্‌, কাকিমা ওঁর মেয়ে, ওঁরা নিজের দুঃখের কথাতেই কাঁদছেন—তুই দাশুর মাকে ডাক সনৎ।"

"ডাকি, হ্যাঁ মা, ওঁদের কিসের দুঃখ?"

"কেন সন্তু, আমাদেরও যে দুঃখ ওঁদেরও সেই দুঃখ। তোমার ঠাকুরদাদা আর তোমার বাবা তোমার কাকার জন্য কত কাঁদেন দেখতে পাওনা? তোমার কাকার কথা বলেই ওঁরা কাঁদছেন।"

বালক লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইয়া একেবারে নীরব হইয়া গেল। স্কুলের ভাতের তাগিদ করিতেও আর তাহার উৎসাহ রহিল না। কিন্তু জননী একতিলও দেরী না করিয়া দাওয়া হইতে একখানা গামছা টানিয়া লইয়া পুষ্করিণীর দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। তাহার তাগিদে মার যে চুল খোলা তেল মাখা কিছুই হইল না ইহা

অনুভব করিয়া সনৎ আর এক দফা বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। একবার ভাবিল ছুটিয়া ঘাটের ধারে গিয়া মাকে বলে যে, 'মা, তোমার অত তাড়াতাড়ি করে' রুখু ডুব দিতে হবে না—আমি ঠাকুরের রাত্রের প্রসাদ যা আছে তাই খেয়েই এখন ইস্কুলে যাই—আজত শনিবার দেড়টার পরেই এসে ভাত খাব।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, বাসি লুচি পরটা খাইলে এই বর্ষার বদ-হজমের দিনে তাহার হয়ত অসুখ করিবে, ইস্কুলে কামাই হইবে এবং তাহার ঠাকুরদাদামহাশয় শুনিলে মাকে বকিবেন। অগত্যা বালক ক্ষুণ্ণভাবে মাতার পথ চাহিয়া উঠানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

২

বৃষ্টি তখন একটু জোরেই চলিতেছে। রান্নাঘরের ধোঁয়ার ভিতর হইতে সনতের মাতা ডাক দিলেন, "মীরা একবার এ ঘরে আয় ত মা, তোর দাদার জন্যে ছটো আলু পটল নিয়ে আয়, কুটে দিবি।"

"যাই জেঠিমা", কক্ষান্তর হইতে বালিকার সাগ্রহ কণ্ঠস্বর উত্তর দিল। কিন্তু তাহার একটু পরেই ক্ষুণ্ণতার ক্ষীণ-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বৃষ্টি যে-জোরে পড়ছে,—ভিজলে আমার অসুখ কর্ব্বে।"

ধূম-কুণ্ডলিত গবাক্ষপথে দৃষ্টিকে যথাসাধ্য বাহিরে পাঠাইয়া (কেননা ধূমরাশি মুক্ত বায়ুর তাড়নায় ঘরের

ভিতরেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমা হইতেছিল) জেঠিমা বলিলেন, "তা-ও তো বটে। থাকরে—আমিই যাচ্ছি।" তারপরে যেন নিজমনেই বলিলেন, "এই বৃষ্টিতে ছেলেরা ইস্কুলই বা যায় কি করে!"

"কে ইস্কুল যাবে জেঠিমা? মীরা? আমাদের ইস্কুলের আজ যে ছুটি—পণ্ডিতমশাই বললেন।"

"কে রুরু? এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তাই বলতে এলি নাকি? যে তোদের ইস্কুল,—কবেই বা সে খোলা, তাই আজ তার ছুটি? সন্তুর ইস্কুলের ভাত আজ হ'য়ে ওঠে না দেখছি।"

বলিতে বলিতে তিনি ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের দাওয়া, হইতে উঠানে নামিলেন।—"ভিজিস নে করুণা, পীড়েয় উঠে দাঁড়া, আমি আস্‌ছি এখনি।"

ঠাকুরঘরের মধ্যে হইতে খট্-খট্ করিয়া খড়মের আওয়াজ উঠিতেই সনতের মা সেই দিকে চাহিলেন। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই এক কোষেয় বস্ত্র-উত্তরীয়ভূষিত সৌম্যকান্তি প্রৌঢ়মূর্তি তাহার চক্ষে পড়িতেই মাথার কাপড় সীমন্তের ঈষৎ নীচে টানিয়া দিয়া সনতের মা গতির

বেগ একটু কমাইলেন। গৃহমধ্য হইতে গৃহস্বামী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সেই বর্ষাবারি-সিক্তা গৃহিণী বধূর পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, "আজও না হয় সনৎ ইস্কুলে না-ই যেত; কোনদিনই ত তাদের বৃষ্টির ছুটি ছিল, আজকের দিনেও কখনই তাদের ইস্কুল বসবে না। না-হক্ এই সকালে এমনি করে' জলে ভিজে শরীরটা খারাপ করে' ফেলবে মা, আর ছেলেটারও——"

"মা, আর ভাত চড়িও না—তাড়াতাড়ি কোরো না, হারুদার ইস্কুলের চাকরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শুনে এল আজও আমাদের রেনি-ডে" বলিতে বলিতে ছোট একটি ছাতা মাথায় দিয়া সনৎকুমারও বাহির-বাটী হইতে ভিতরের অঙ্গনে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে ঠাকুরঘর হইতে ঠাকুরদাদার প্রবল কণ্ঠস্বরে সে একেবারে চমকিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইল।

"এত বড় ছেলে এটুকু বুদ্ধি এখনো ঘটে জমেনি যে তিন চার দিন ছুটির পর এই জলে শনিবারের দু'-তিন ঘণ্টার জন্যে ইস্কুল বসে আজ? সকাল থেকে এই ইস্কুলের জন্যে ছেলের ধন্না চলেছে ভিজে ভিজে। ইস্কুলের শিক্ষালাভ যা

তা মা-গঙ্গাই জানছেন, কেবল বাড়ীসুদ্ধ লোকের হয়রানি! আবার হাঁ করে' দাঁড়িয়ে থাকে খালি পায়ে জলের মধ্যে, খড়ম পায়ে দেওয়ার অভ্যাস ত রাখবে না,—এই জলে তোমাদের স্থ যে ভিজে গোবর হবেন। চলতো আজ ব্যাকরণের পরীক্ষা নেব। আজ যে অরুণ গ্রামে নেই, নৈলে তাকে দিয়ে তোমার বিদ্যার পরীক্ষা করতাম।"

বালক আস্তে-ব্যস্তে পুস্তক ও খড়মের জন্য নিজেদের শয়নকক্ষাভিমুখে ছুটিল; কর্ত্তা তখন ঠাকুরঘরের দরজা টানিয়া দিয়া ছত্র মস্তকে খট্‌-খট্‌ করিয়া অঙ্গনে নামিতে নামিতে ডাকিলেন, "দিদি কোথায় রে?" মুহূর্ত্তে একটা শয়নকক্ষের দ্বারের সম্মুখে ছোট্ট একখানি ফুলের মত মুখ উঁকি মারিল —ব্যগ্র অথচ ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "দাদু, আমি বৃষ্টিতে ভিজিনি, ঘরের মধ্যে মার কাছে ব'সে আছি।"

"বেশ করেছ, এইবার আয় দেখি আমরাই আজ ইস্কুল বসাব।"

একটুখানি থামিয়া একটু পরে বালিকা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "ফুল তুলতে যাব যে এখনি ঠাকুর পূজোর।"—বালিকার সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক—যেন অন্যের ইচ্ছার দ্বারা চালিত

—কথাগুলি বুঝিতে পারিয়া একটু হাসির সঙ্গে ঠাকুরদাদা বলিলেন, "না গো গিন্নি, তোমায় আর জলে ভিজে ফুল তুলতে হবে না, তোমার মা-জেঠিমাই সব কর্ব্বেন। তুমি এখন এসতো আমার কাছে, দেখি তোমাদের ইস্কুল তোমাদের কতখানি বিদ্যের জাহাজ করে' তুলছে। এস দেখি বাইরের ঘরে।"

এইবার বোধ হয় একেবারে বাধাবন্ধ না মানিয়া সেই মেঘমথিত আকাশতলে ছোট্ট একটুখানি বিদ্যুৎ রেখার মতই বালিকা নাচিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একেবারে গিয়া ঠাকুরদাদার একখানা হাত জড়াইয়া ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আদরে গলিয়া বলিল, "চল না—দেখবে চল না, ভারি।"

"তোর দাদামশাই কোথায় রে? তিনি এখনো মুখ ধোননি?"

"ধুয়েছেন বৈকি, তাঁর যে জুতা জামা ভিজে যাবে তাই ঘরের ভেতরই বসে' মার সঙ্গে গল্প করছেন। বাইরের ঘরে এখন যেতে পার্ব্বেন না।"

তারপরে রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে চাহিয়া ব্যগ্রস্বরে

বলিল, "করুণাদিদি, কখন এলি ? আয় ভাই বাইরে। দাদু করুণাদিদির পরীক্ষা নেবে না ? জানো, ও আমার চেয়ে লাষ্টো হয়ে বসে থাকে। আমার সঙ্গে ও পারে না, জানো ? বিশ্বাস না হয় বরং জেঠিমাকে জিজ্ঞাসা কর—নয় জেঠিমা ?"

"জানি গো জানি, বিদ্যের ধুরন্ধরী আমার, এখন চলতো বাইরে। করুণার বুঝি বড়মার কাছে দরকার আছে ?—তোমরাই চলতো এখন।"—বলিতে বলিতে ঠাকুরদাদা আদরের নাতনিকে প্রায় বহন করিয়াই বহির্ব্বাটীর দিকে চলিলেন। নাতিও পুস্তক হস্তে খড়ম পায়ে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল, ইহার চেয়ে স্কুল খোলা থাকিলে সে যেন বাঁচিয়া যাইত। করুণনেত্রে একবার মাতার অনুসরণে চাহিয়া দেখিল, মা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া সেই নবাগত বালিকার সঙ্গে কি কথা কহিতেছেন। ছেলের করুণদৃষ্টি মাতার সঙ্গে বিনিময় হইবামাত্র মাতা ঈষৎ যেন হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। শ্বশুর ও স্বামীর পরস্পর বিরোধী মতের শিক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত এই বালক বালিকা

দুটির, বিশেষতঃ সনতের দুরবস্থায় মাঝে মাঝে তাঁহাকে এমনিই একটু করুণ হাসি হাসিতে হইত।

তারপরে ঠাকুরদাদা করুণার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোর বাবা বাড়ী নেই, তুই ভিজতে ভিজতে আসিস্ নে বাছা, আমি হারুকে পাঠাচ্ছি কবিরাজের কাছে,—সে ওষুধ ও দুধ এনে একেবারে দিয়েই আস্‌বে। ভয় কি—ভাল করে' ওষুধ প'ড়লেই ভাই ভাল হ'য়ে উঠবে।"—বালিকার পাণ্ডুবর্ণ করুণ মুখখানি সান্ত্বনা ও সহানুভূতি স্পর্শে মুহূর্ত্তে একটু যেন রাঙ্গা হইয়া উঠিল, বিষাদ-শান্ত বড় বড় চোখ দু'টি ছাপাইয়া চোখের জল নিঃশব্দে গণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। সনতের মা বালিকার এই নিঃশব্দ বেদনায় ব্যথিত হইয়া "কাঁদে না ছি, ভাই ভাল হয়ে' যাবে—ভয় কি?" বলিতে বলিতে তাহার মাথাটা কোলের কাছে টানিয়া আঁচল দিয়া চোখের জল মুছাইয়া দিলেন।

অঙ্গন পার হইয়া আসিয়া মীরার মা রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স তাঁহার বড় জোর পঁচিশ হইবে—কিন্তু দেখিতে যেন আরও ছেলেমানুষ। সনতের মা তাঁহার চেয়ে বছর দু'য়ের মাত্র বড় হইলেও তাঁহার কাছে মীরার

মা যেন একটি কিশোরী মাত্র। বিষাদ-মলিন অথচ কেমন যেন গূঢ় চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বিধবা ছোটজা সধবা বড়জায়ের পানে চাহিলেন—মলিন বদনা বালিকাটিকে জায়ের কোলের কাছে দেখিবামাত্র মুহূর্ত্তে তাঁহার সেই কুঞ্চিত ভ্রূ চিন্তা-ম্লান মুখ যেন বিরক্তির উচ্ছ্বাসে আরক্ত হইয়া উঠিল। জায়ের দিকে চাহিয়া মীরার মা একটু তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আজকে বাড়ীর দুধের আর যেন বাজে খরচ না হয় দিদি। বাবার দু'বেলা শুধু দুধ খাওয়া অভ্যাস নাই, দুধের একটু-কিছু পায়েস্-টায়েস্ করে' দিতে হয়,—কাল তা' করা হয় নি—আজকে কর্ত্তে হবে তো?"

সনতের মা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "সে তো বটেই ভাই, তা' তো কর্ত্তেই হবে! দুধ টান পড়ে তো অন্য সকলের কমিয়েও সে তো আজ কর্ত্তেই হবে।"

"বাজে খরচ না হলে' কারু-ই কমাতে হবে না দিদি।"

"বাজে খরচ কি বলছিস ছোট বৌ বারে বারে? দুধের আবার বাজে খরচ কিসের?—বৃষ্টি এইবার খুব অল্প অল্প পড়ছে—করুণা, এইবার বাড়ী যা তা' হলে'—আমি হারুকে পাঠাচ্ছি এখনি।"

"দিদি, কাল মাছ না থাকায় বাবার ভাল করে' খাওয়া হয়নি, আজকে যেখানে হোক খোঁজ করাও।"

দিদি চিন্তিত মুখে বলিলেন, "তাই ত, কি করা যায় বল দেখি? কাল যেন অসময়ে এলেন—ঘরে নিত্য যা হয় তাই দিয়ে খেলেন—কিন্তু আজ তো তা' করা চলবে না।"

ছোটজা ঠোঁট ফুলাইয়া সাভিমানে বলিয়া উঠিলেন, "আজকের কথা এতখানি বেলা হল' তাকি কেউ একবার ভাবছ? সব ব্যবস্থাই হচ্চে, অথচ—"

"তুই কি নতুন বৌ এলি লো? এই বর্ষায় কি এখানে মাছ পাওয়া যায় সহজে? একি সহর? দেখি, যদি গঙ্গার ধারে জেলেদের কাছ থেকে কিছু যোগাড় হয়!"

"তাই বা যাবে কে? হারুকে ত শুনছি কবিরাজ বাড়ী পাঠাচ্ছ!"

"সে দেখছি যাতক হয়! সন্তর ইস্কুলও নেই, মিছামিছি আমায় হেঁসেল ছোঁয়ালে,—আবার কাপড় কাচি, তবে ঠাকুরঘরে যেতে পাব—যা তুই গোটাকতক ফুল ততক্ষণ তুলে রাখ্।—বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ফুলের যা দশা হয়েছে!"

"ঠাকুরঘরের জন্যে তোমার ভাবতে হবে না দিদি, সে আমি দেখছি। তুমি বাবার জন্যে মাছের ব্যবস্থা স্থাখ। না বল্লে ত কারু-ই মনে-ই পড়্‌ত না দেখছি।"

বড়জা রাগভাবে বলিলেন, "কেন, তোর মনে করিয়ে দেওয়া দোষটা কি হয়েছে শুনি? এতক্ষণ হারুকে বলতে পারতিস। আমার যদি একটা ভুলই হয়—কুটুম্ব এসেছেন এ কর্ত্তব্য তো তোরও। তোর বাড়ীতে এসে বাবার ভাল করে' যদি খাওয়া না হয় সে তো তোরও লজ্জার কথা।"

"আমার লজ্জা দুঃখ সব এক দিনেই জগৎ থেকে চুকে গেছে।—তোমাদের ঠাকুর ভোগের সংসার, মাছ-টাছ অত হাঙ্গামের কথা কি সাহস করে' বলা যায়?"

"কি যে বলিস পাগলের মত কতকগুলো! এতটুকুতেই এত অভিমান কর্ত্তে নেই রে। যাক্, উনি যদি মাছ না হলে' খেতে না পারেন সে তো করেই দিতে হবে, যেমন করে হোক।—করুণা, তোর দাদার জন্যে এই বাটি দুধটুকু নিয়ে যা—যতটা করে' জল মিশিয়ে জ্বাল দিই দেখেছিস তো, তেমনি করে' দিয়ে নে গিয়ে। আজ আমার সময় নেই—তা' বলে' ঐ পেটরোগা রোগীকে গোয়ালার দুধও দিস্ না।

আজ সনতের পেট ভাল নেই সে দুধ খাবে না। যা করুণা, তোর রোগা ভাই একা আছে।"

"একা তো নেই, বান্দীমাসীকে বসিয়ে এসেছিলাম, জেঠিমা !—হারুদা তা'হ'লে কি কবরেজ—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোকে গিন্নিপনা কর্ত্তে হবে না—রোগীকে এতক্ষণ পর-ভরসায় রাখতে নেই, তুই বাড়ী যা। সনৎকে আমি ডাকছি বলে' বাইরে থেকে ডেকে দিয়ে যা।"

"ঠাকুরদাদামশাই যে তাকে পড়াতে নিয়ে গেলেন জেঠিমা।"

"তা হোক্, গেরস্তের ছেলের শুধু পড়লেই চলে না—"

দুধের গেলাস হাতে লইয়া করুণা দাওয়া হইতে অঙ্গনে পা দিবা মাত্র ছোট বৌ অসহিষ্ণু স্বরে বলিয়া উঠিল, "এখন এই টিপ্-টিপুনি বর্ষায় ছেলেটাকে না ভিজুলে দিদির সুখ তো হবে না !—তাকেই, এখন কোথাও ছুট্ করানো হবে বুঝি ?"

তখনো করুণা অঙ্গন পার হইতে পারে নাই, ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইয়া বড়জা ছোটজার উদ্দেশে চোখ টিপিতে গেলেন—কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিপদ বেশী-ই হইয়া

দাঁড়াইল। ঝঙ্কার দিয়া মীরার মা বলিলেন, "আমার অত ভাল লাগে না—সবই যেন বাড়াবাড়ি তোমার। পরের জন্যে—"

"ছোট-বৌ, ঠাকুরঘরে যা, আমার আর দাঁড়ালে চল্‌ছে না। দেখি, মাছের জন্যে কি ব্যবস্থা করা যায়। ঠাকুরকে না বল্লে চলবে না দেখছি,—হারুটাই বা গেল কোথায়?"

অঙ্গনে নামিয়া পড়িয়া বড়-বৌ বাহির ও ভিতর বাড়ীর সংযোজক দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। মীরার মা বিরক্তির চরম সীমায় উঠিয়া নিজের মনে কতকগুলি আরও কি কি বকিতে লাগিলেন; সেগুলার দিকে সনতের মার কান দিবার আর তখন অবসর ছিল না।

৩

গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত দুই পুত্রও কৃতবিদ্য হইয়া সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামখানির গর্ব্বের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু গ্রামের দুরদৃষ্টবশতঃ সে সৌভাগ্যেরও অর্দ্ধেকখানি কিছুকাল হইল অকালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র সুনন্দকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া কয়েক বৎসর মাত্র সকলের দ্বিগুণ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। বৎসরাধিক হইল তিনি পিতা ভ্রাতা ও স্ত্রীর বক্ষে শেলাঘাত করিয়া নবীন যৌবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সেই হইতে

আনন্দ ও সুখসমৃদ্ধি ভট্টাচার্য্য পরিবার হইতে অনেকখানিই বিদায় লইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ আনন্দকুমার পিতা ও তাঁহার শৈশবের অভিভাবক পিতামহের রুচি অনুসারে সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। তাঁহার পুত্র সনৎ-কুমার এবং পত্নী অরুন্ধতীকে চিরদিনই তিনি তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিজেদের গ্রামের বসতবাটীতেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেননা, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তাঁহার দেবসেবা, গরু-বাছুর, চাষ-আবাদ, আশ্রিত লোকজন এবং স্বগ্রামস্থ পিতৃভিটা ত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইতে কোন মতেই রাজী হন নাই। বৃদ্ধ পিতাকে গ্রামে একা রাখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র তাই কোন মতেই স্ত্রী-পুত্রকে নিকটে লইয়া যাইতেও পারেন নাই। অগত্যা তিনি নিজেই একাকী প্রবাসে অস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন। কনিষ্ঠ সুনন্দকুমারকেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটির দায়ে দেশদেশান্তরে ফিরিতে হইত। তাঁহাকেও এইরূপ নিরানন্দ জীবন বহন করিতে বাধ্য না করিয়া পিতা-মাতা, বালিকা মীরা ও তাহার মাতা সরস্বতীকে বেশীর ভাগই তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেন। অদ্য বৎসরাধিক কাল হইতে

তাহাদের সে সৌভাগ্যের শেষ হওয়ায় সরস্বতী ও মীরা গ্রামের বাটীতেই বাস করিতেছে। সরস্বতীর পিতাও একজন সম্পন্ন ব্যক্তি, বিশেষ তিনি সহরবাসীদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ—কলিকাতাবাসী। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকে তিনি নিজের রুচি অনুয়ায়ী শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেজন্য কি তিনি নিজে, কি তাঁহার পরিবারের সকলে কেহই পাড়াগাঁয়ে বাস পছন্দ করিতেন না। সম্প্রতি তিনি বিধবা কন্যা ও নাতিনীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

সেদিন বৈবাহিকের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়া তিনি দেখিলেন, উভয়ের ভোজনস্থান যথাসম্ভব দূরে দূরে করা হইয়াছে এবং উভয়ের পাত্রে পায়স, দধি, ব্যঞ্জনাদি এক প্রকারের হইলেও মৎস্যের দ্বারা যে ব্যঞ্জনগুলি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মাত্র তাঁহারই পাত্রে দেওয়া আছে। মনে মনে হাসিয়া তিনি বৈবাহিকের সহিত আহারে বসিলেন এবং দুই চারি গ্রাস অন্ন গ্রহণের পরই হাসিয়া বলিলেন, "বেহাইয়ের তো আজ তা' হ'লে খেতে বড় বিঘ্ন হবে?" —মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য নিজের অভ্যাস অনুযায়ী নির্ব্বাক ভাবেই এতক্ষণ আহার করিতেছিলেন, বেহাইয়ের

আনন্দ ও সুখসমৃদ্ধি ভট্টাচার্য্য পরিবার হইতে অনেকখানিই বিদায় লইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ আনন্দকুমার পিতা ও তাঁহার শৈশবের অভিভাবক পিতামহের রুচি অনুসারে সংস্কৃত কলেজের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক। তাঁহার পুত্র সনৎ-কুমার এবং পত্নী অরুন্ধতীকে চিরদিনই তিনি তাঁহার পিতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিজেদের গ্রামের বসতবাটীতেই রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। কেননা, ভট্টাচার্য্য-মহাশয় তাঁহার দেবসেবা, গরু-বাছুর, চাষ-আবাদ, আশ্রিত লোকজন এবং স্বগ্রামস্থ পিতৃভিটা ত্যাগ করিয়া প্রবাসী হইতে কোন মতেই রাজী হন নাই। বৃদ্ধ পিতাকে গ্রামে একা রাখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র তাই কোন মতেই স্ত্রী-পুত্রকে নিকটে লইয়া যাইতেও পারেন নাই। অগত্যা তিনি নিজেই একাকী প্রবাসে অস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন। কনিষ্ঠ সুনন্দকুমারকেও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটির দায়ে দেশদেশান্তরে ফিরিতে হইত। তাঁহাকেও এইরূপ নিরানন্দ জীবন বহন করিতে বাধ্য না করিয়া পিতা-মাতা, বালিকা মীরা ও তাহার মাতা সরস্বতীকে বেশীর ভাগই তাঁহার সঙ্গে পাঠাইতেন। অদ্য বৎসরাধিক কাল হইতে

তাহাদের সে সৌভাগ্যের শেষ হওয়ায় সরস্বতী ও মীরা গ্রামের বাটীতেই বাস করিতেছে। সরস্বতীর পিতাও একজন সম্পন্ন ব্যক্তি, বিশেষ তিনি সহরবাসীদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ—কলিকাতাবাসী। তাঁহার পুত্র-কন্যাগণকে তিনি নিজের রুচি অনুয়ায়ী শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেজন্য কি তিনি নিজে, কি তাঁহার পরিবারের সকলে কেহই পাড়াগাঁয়ে বাস পছন্দ করিতেন না। সম্প্রতি তিনি বিধবা কন্যা ও নাতিনীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

সেদিন বৈবাহিকের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে বসিয়া তিনি দেখিলেন, উভয়ের ভোজনস্থান যথাসম্ভব দূরে দূরে করা হইয়াছে এবং উভয়ের পাত্রে পায়স, দধি, ব্যঞ্জনাদি এক প্রকারের হইলেও মৎস্যের দ্বারা যে ব্যঞ্জনগুলি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা মাত্র তাঁহারই পাত্রে দেওয়া আছে। মনে মনে হাসিয়া তিনি বৈবাহিকের সহিত আহারে বসিলেন এবং দুই চারি গ্রাস অন্ন গ্রহণের পরই হাসিয়া বলিলেন, "বেহাইয়ের তো আজ তা' হ'লে খেতে বড় বিঘ্ন হবে?" —মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য নিজের অভ্যাস অনুযায়ী নির্ব্বাক ভাবেই এতক্ষণ আহার করিতেছিলেন, বেহাইয়ের

প্রশ্নে একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসুভাবে তাঁহার পানে চাহিলেন।

"আপনি বুঝি খেতে বসে' কথাও কন্ না ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় কুণ্ঠিতভাবে ঘাড় নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "অতিথি-অভ্যাগত কি বন্ধুবান্ধব এলে কইতে হয় বৈ কি। সংসারীর বাঁধা নিয়ম তো কোন বিষয়েই চলে না, আর তা' চালানো সব সময়ে ঠিকও নয়।—আপনি আহারের কথা কি বল্‌ছিলেন ?"

"বল্‌ছিলাম যে, আপনার মাছের গন্ধে আজ খেতে কষ্ট হবে হয়তো।"

"না না, সেকি কথা! আমার দেবসেবার সংসারে মাছ-টাছ না চল্‌লেও আনন্দরা ওরা বিদেশে মাছ মাংস সবই খায় বৈ কি।—আহারে বিঘ্ন হবে কেন ভাবছেন? বৌমারা সেজন্যে দু'জনকে কতখানি দূরে দূরে জায়গা করে' দিয়েছেন দেখ্‌ছেন না ?"

"আচ্ছা, এই মীরা সনৎকুমার ওরাও কি মাছ খেতে পায় না ?"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় মুখ তুলিয়া প্রশান্তস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ,

একরকম খেতে না পাওয়াই বৈ কি, পাড়াগাঁয়ে সব দিন তো মাছ আমাদের পাওয়াও যায় না, আর ওদের নারায়ণের ভোগ খাওয়াই অভ্যাস।"

"কিন্তু বেহাইমশায়, এটা কি ঠিক? মাছ-মাংস না খেয়ে খেয়ে ছোট থেকেই ওরা যে জখম হয়ে থাক্‌বে! আপনি না খান তাতে ক্ষতি নেই, আপনি বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু ওদের নূতন জীবন, ওদের স্বাস্থ্যের গোড়া এখন হতেই আল্‌গা ক'রে' রাখ্‌বেন না।"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সহাস্যমুখে বৈবাহিকের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার কি এই রকম ধারণা?—আমার ধারণা তা' নয়। আর ওদের স্বাস্থ্য কি কিছু খারাপ দেখ্‌ছেন? আমার মীরা সনৎ তো বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট,—নয় কি?"

"আপনি ওতেই নিশ্চিন্ত থাকেন বুঝি? ও দুধ-ঘির পোষ্টাই কোন কর্ম্মেরই নয়, দেখবেন কিছুদিন পরেই ওদের শরীর থপ্‌-থ'পে হয়ে' যাবে। আর মীরার তো শুন্‌ছি মাঝে মাঝে জ্বরও হয়।"

"না না, সে এই বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তে হলেই একটু-আধটু অমন হয়ে' থাকে। ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগে, ওরা

তো জল-কাদায় না বেরিয়ে ছাড়ে না! আর আপনি যে থপ্-থপে শরীর হয়ে' যাবার কথা বল্‌ছেন—যে ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত ছুটোছুটি করে, এত খেলে বেড়ায়, তাদের ও-রকম হতেই প্যারে না। আপনারা যাকে 'এক্সারসাইজ' বলেন, তা' যত পাড়াগাঁয়ে হয়, তেমন সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যায়ামের আপনারা সহজে ব্যবস্থা করবার সুযোগ-ই পান না।"

বৈবাহিকের একথা কানেই না তুলিয়া চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, "পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালে এ জ্বর তো ম্যালেরিয়া?"

"হ্যাঁ, তারই সূত্রপাত বটে, তবু ম্যালেরিয়ার সময় শরৎ আর হেমন্ত কাল, এখন নয়।"

"সর্ব্বনাশ, সেতো সম্মুখেই! দেখুন, আমার ইচ্ছে যে, মীরা আর সরস্বতীকে এখন আমি কল্‌কাতায় নিয়ে যাই।"

"ম্যালেরিয়ার ভয়ে! দেখুন, যারা পেটভরে' সবসময়ে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় আর যত্নে থাকে, তাদের অত সহজে ম্যালেরিয়া ধরে না। পাড়াগাঁ যে ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাচ্চে সে অনেক রকম অভাবেই জান্‌বেন! শুধুমাত্র—"

"এ-সব আপনাদের পাড়াগেঁয়ে ধারণা বেহাইমশায়! —যাক্, আমি ওদের এখন নিয়ে যেতে চাই।"

"তা অবশ্য আপনি বল্‌তে পারেন—কিন্তু আমার একটা নিবেদন, সম্মুখে পূজা, এ-সময়টা দিদিকে—"

"সেইজন্যেই আমাদেরও আরও নিয়ে যাবার ইচ্ছা জান্‌বেন।"

"পূজার পর নিয়ে গেলে চল্‌বে না কি? আপনাদের তো বাড়ীতে পূজা হয় না চক্রবর্ত্তীমশায়! কিন্তু আমার যে সুনন্দকে ছেড়ে মহামায়ার পথ চেয়েই বছর কাট্‌ছে।"

"কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা বড় অসঙ্গতই লাগে ভট্‌চায-মশায়!—তা যাক্, আপনার যেমন রুচি,—কিন্তু সরস্বতী এখন তার মেয়েটি নিয়ে আমার কাছে থাকলেই বোধ হয় একটু শান্তিতে থাক্‌বে।"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যমহাশয় হেঁটমুখে আহার করিতে-ছিলেন, এইবার সহসা হাত থামাইয়া নির্ব্বাকভাবে বৈবাহিকের পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এতক্ষণে তিনি যেন তাঁহার এই অতর্কিত আগমনের কারণ সুস্পষ্টভাবে

চক্ষের উপর দেখিতে পাইলেন। একটু পরে মুখ নামাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বৌমাও কি তাই মনে করেন ?"

"করেন বই কি, তারই কান্নায় অর্থাৎ কিনা তাদের কষ্টেই ত—"

বাধা দিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "শুনুন চক্রবর্ত্তী-মশায়, আমার আনন্দ ও সুনন্দের এই সংসার—সুনন্দের অবর্ত্তমানে তার স্ত্রী-কন্যারই এর অর্দ্ধেকখানি সব। কিন্তু বৌমা যদি তাঁর নিজের সংসারে নিজে অশান্তি বোধ করেন তা'হ'লে কি পরের ঘরে পরের সংসারেই শান্তি পাবেন ?"

"বাপের বাড়ীতে, মা-বাপের কাছে শান্তি পাবে না ত জগতে আর কোথায় পাবে ? আপনি স্নেহের বশে ওদেরও এ-সংসারের অর্দ্ধেকখানি বল্‌লেও যথার্থতঃ কি ওরা তার অধিকারী ?"

"আপনি কি বল্‌তে চান সুনন্দের স্ত্রী, সুনন্দের মেয়ে, সুনন্দের সম্পত্তিতে অধিকারী নয় ?"

"সুনন্দ যদি নিজের রোজগারের নগদ টাকা কিছু আলাদা করে' রেখে যেতেন ওদের নামে, তবেই ওরা তার অধিকারী হোতো ! এখন আপনি বর্ত্তমানে ওরা আইনতঃ—"

"আইনের কথা থাক্, বৌমাও কি এইরকম মনে করেন ?"

"সরস্বতীকে তো আমরা আমাদের সমাজের মতন লেখাপড়া না শিখিয়ে শুধু হাঁড়ি-বেড়ী ধরাই শেখাইনি, আমার বাড়ীর তা রীতিই নয়। সে-ও এখন বুঝছে বৈকি যে, আইনতঃ— অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ তাঁর আইনজ্ঞ বাপই অবশ্য আজ দু'দিন ধরে' তাঁকে একটু বুঝিয়েছেন, নৈলে তিনি এতদিন তো এ-সব কৈ বোঝেন্নি!—যাক্, এখন আপনি কি বল্‌তে চান সেইকুটুই মাত্র বলুন।"

"আমি সরস্বতী আর মীরাকে নিয়ে যেতে চাই। এ পাড়াগাঁয়ে থাক্‌লে মীরার স্বাস্থ্য আর লেখাপড়া কিছুরই উন্নতি হবে না।"

"আপনি মীরার দাদামশাই এই চান্, কিন্তু আমি তার ঠাকুর্দ্দা আমি এ চাই না। এ-স্থলে আপনি কি বল্‌তে চান্ চক্রবর্ত্তীমশাই ?"

"আর যদি সরস্বতী এই চায় ?"

"এ হতেই পারে না, আমার ছোটমা এমন করতেই

পারেন না। এ কেবল আপনারই ইচ্ছা আর জেদ্ তাঁর মুখ দিয়ে আপনি বার্ করাচ্ছেন। তিনি বাপ-মায়ের কাছে দু'দিন যেতে চান্ যান্, আবার যেদিন নিজের ঘরে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছে হবে চলে আসবেন।"

ক্রোধকে যথাসাধ্য চাপিতে চেষ্টা করিতে করিতে চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী একটু যেন দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া বলিলেন, "বেহাইমশায়, আমাদের সহরের লোকের এটুকু বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে জানবেন, যাতে আপনাদের এই সব পাড়াগেঁয়ে শিক্ষার মত আর ধারণার ভুল ধরিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি। ঐ যে ছোট বৌমার সংসার বল্‌ছেন—এ-কথার বিন্দুমাত্রও মূল্য নেই, যদি না আপনি উইল করে' আপনার সম্পত্তিতে তাদের অধিকার দিয়ে যান্! মীরার মা আর মীরার খোরপোষ বা ঐ রকম যৎসামান্য অধিকার ছাড়া যে এ-সংসারে তাদের আর কিছুরই প্রত্যাশা নেই, তা কি আপনি এতখানি বয়সেও আজ পর্য্যন্ত জানেন না?"

"না,—আমি জানি সনৎ আর মীরার তুল্য অধিকার।"

"তাই যদি জানেন, তবে সেটা আপনার এখনি উইল করে' রাখা উচিত। বেহাই, মানুষের জীবন তো—"

"আমার কর্ত্তব্য আমার স্মরণ থাক্‌বে। আশা করি আর এখন আপনার মেয়ে আর নাত্‌নি নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই ?"

"ঠাট্টা কর্‌ছেন বুঝি ? ওরা এখন আমার সঙ্গে যাবে বৈকি।"

"কবে ফির্‌বেন ?"

"সে বলা যায় না! আমার পৌত্রটির সঙ্গে মীরা লেখাপড়া শেখে—এ সরস্বতীর ভারি সাধ। এখন তারা যাবে, পরে আপনি অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ আমি আমার পৌত্রীকে আইনতঃ এ-সংসারের অর্দ্ধেকের মালিক করলে তবে তাদের আমি এখানে আন্‌তে পারব, এইতো ?"

চক্রবর্ত্তীমহাশয় ইহার একটা ভদ্রতারও প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া নিঃশব্দে আহারে মনোযোগ করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাঁহার উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়া উভয়ের আহার শেষ পর্য্যন্ত নিঃশব্দেই রহিলেন। তাহার

পরে আচমন করিয়া উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইতেই ভট্টাচার্য্য-মহাশয় দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কিন্তু জান্‌বেন চক্রবর্ত্তীমশাই ভগবানের দেওয়া অধিকারকে অস্বীকার করে' যারা আইনের জোরে স্বত্ব সাব্যস্ত করতে চায় তারা সকল সময়েই জিতে যায় না। আমারও এই অনেক যুগের প্রাচীন রক্ত এমন অপমানের সঙ্গে নিজের অধিকার নিতে পার্‌বে না—তাতে বুকের কলিজা ফেটেই যাক্, আর ছিঁড়েই যাক্!—আমিও বল্‌ছি, আমিও তাদের তা' দেব না, যতদিন না তারা নিজের বিধিদত্ত অধিকারকে আগে মাথায় তুলে নেয়।—আপনি আপনার কন্যা-দৌহিত্রীকে নিয়ে যেতে পারেন।"

চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সদম্ভে উত্তর দিলেন, "বেশ। আমার মেয়ে আর নাত্‌নি যে, দুটি ভাতের জন্য আপনার দুয়োরে পড়ে থাকবে এ আপনি স্বপ্নেও মনে কর্‌বেন না।"

৪

বর্ষার নিরানন্দ সন্ধ্যা দরিদ্রের কুটিরের অঙ্গনে দ্বিগুণ নিরানন্দ মূর্ত্তিতে সমুদিত হইতেছিল। বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অপরিষ্কার আকাশ যেন সেই চালাঘরগুলির মাথার উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, আর তাহার বুকে সেই দরিদ্র পল্লীর অভ্যন্তর হইতে একটা ধূমের কুণ্ডলী উঠিয়া স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছিল। গরু ও মানুষ উভয়কেই সন্ধ্যার মশার ঝাঁকের হস্ত হইতে নিস্তার দিবার জন্য এই ধূমরাশি মানুষে স্বেচ্ছায় সৃজন করিয়াছে। চারিদিকে স্যাঁতানে ভাব, পল্লীর যেখানে সেখানে এক একটা পানাভরা ডোবা, আর তাহা হইতে ভেকের অশ্রান্ত

গম্ভীর ডাক এবং কলাগাছের ও বাঁশঝাড়ের বন হইতে ঝিল্লীর উৎকট শব্দের সঙ্গে মশকদলের উচ্চধ্বনি যুগপৎ উত্থিত হইয়া সেই নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকে মন্ত্রিত করিয়া তুলিতেছিল।

কচার বেড়ায় অঙ্গনটুকু ঘেরা, দুইখানি চালাঘরের মধ্যে একখানির চালের অর্দ্ধেক খড় উড়িয়া গিয়া, বাঁধন পচিয়া চালটা খানিক নামিয়া আসিয়াছে, তাহারই এক কোণে এখন দরিদ্র গৃহস্থের গরুটির গোয়াল ঘরের কাজ চলে। বাকি একখানি ঘরই এখন তাদের আশ্রয়। সেই ঘরখানির ভেতর হইতে একটি মলিনবসনা বালিকা একটি জ্বলন্ত মাটির প্রদীপ হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বল্পতৈল প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে উঠানের দুইধারে আর দুইখানা মাটির ঘরের মৃতকঙ্কাল নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের আবরণহীন বর্ষাধারায় অর্দ্ধগলিত-দেহে দৃশ্যটাকে আরও ভীষণ করিয়া তুলিল। কচার বেড়ার সীমান্তে খানিকটা অর্দ্ধগলিত মৃৎপ্রাচীর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট অস্তিত্ব জাগাইয়া বুঝাইয়া দিতেছিল যে, কচার বেড়া এখন তাহাদেরই স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করিয়াছে। বালিকা

প্রদীপটি একবার অঙ্গনের চারিদিকে ঘুরাইয়া কপালে ঠেকাইয়া আবার ঘরের মধ্যে গিয়া সেটিকে একটি কাঠের দীপগাছার উপরে রাখিল, তারপরে উদ্বিগ্নচক্ষে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিকে বাহিরে প্রেরণ করিয়া দুয়ারে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহমধ্যে মলিন শয্যায় একটি রোগী, আকারে সে যে ছেলে কি মেয়ে তাহা যেন বুঝিবার জো নাই। শীর্ণ কঙ্কাল-সার দেহ, মৃত কি জীবিত তাহাতেও সন্দেহ আসিত, যদি না সেই জীর্ণ পঞ্জরাস্থিগুলি একটু একটু নড়িত, হৃদ্‌পিণ্ডটি যদি না ধুক্‌ধুক্ করিত। তাহার অদূরে আন্দাজ তিন কি চার বৎসরের একটি শিশু উপুর হইয়া সেই মলিন শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ইহাদেরই মধ্যে একটি আট বৎসর আন্দাজের বালিকামাত্র এই মুমূর্ষু ও নিদ্রিত শিশুটি আগলাঁইয়া এই দ্বিতীয় ভরসাশূন্যগৃহে যে উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া উঠিবে তাহা আর বিচিত্র কি!

বাহিরে অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য বাড়ীর দেবারতির শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। বালিকার মনে হইল, আজ যেন তাহা বড় বেশী শীঘ্র শেষ

হইয়া গেল। বিচলিত বালিকা এক এক বার শয্যানিষণ্ণ রোগী ও শিশুর পানে চাহিতেছিল—যেন তাহারা একটু নড়িলে চড়িলেও সে বাঁচে।

উঠানে মনুষ্য-পদশব্দ হইল। বালিকা সাগ্রহে ডাকিয়া উঠিল, "বাবা? এলে ?"

"করু, তোদের আখায় কি আগুন আছে বাছা? দিয়েশলাইয়ের বাক্সটা এমন সঁাৎসেতে হয়েছে যে, দশটা কাঠি নষ্ট ক'রেও গরুগুলার সঁাজাল জ্বেলে দিতে পারলাম না,—মরছে তারা মশার কামড়ে ধড়ফড় ক'রে।"—বলিতে বলিতে একটি গ্রাম্য রমণী তাহাদের ঘরের দুয়ারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া—"তোর রোগা ভাইটি কেমন আছে ?"—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই চমকের সহিত বলিয়া উঠিল, "ওমা—দাদাঠাকুর ঘরে নেই; এই রোগা নিয়ে একা আছিস্ নাকি ?"

করুণা কাঁদ কাঁদ মুখে "হ্যাঁ কৈবর্ত্ত পিসি", বলিয়া রমণীর নিকটে আগাইয়া আসিল। এমন অসহায় অবস্থায় মানুষের মুখ দেখিয়া সে খানিকক্ষণের জন্যও যেন বাঁচিয়া গেল। কৈবর্ত্ত পিসি সহানুভূতিস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "মরে

যাই, এই রোগা আর কচিটাকে নিয়ে এই 'নি-মনিষ্যি' বাড়ীতে এমন সময় একা থাক্‌তে হয়েছে তোকে বাছা? কেন, তোর বাবা গেল কোথায়? আর তোর বড় ভাইটা? অরুণটারই বা কি আক্কেল?"

"বাবা বড়দাকে সঙ্গে নিয়ে সকালে ন'পুখুর গেছেন, সেখানে আমাদের কে কাকা আছেন তাঁরই কাছে।"

"তুই-ই তো বাচ্চা—তোর উপর এই রোগা আর কচিটার ভার দিয়ে কি ব'লে তারা সমস্ত দিন নিচ্চিন্দি হয়ে আছে? বামুনদের যদি একটুও আক্কেল আছে! তাই না হয় পাড়া-পড়সী কাউকে বলে যাও! বাছা, ভয়ে যে কাঠ হ'য়ে উঠিছিস্"—বলিয়া কৈবর্ত্ত পিসি সস্নেহে করুণার মস্তকে হস্তার্পণ করিবামাত্র সেই সহানুভূতির স্পর্শে বালিকার চক্ষু দু'টি সজল হইয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধ ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে সে বাপ-ভায়ের প্রতি দোষারোপকারিণী স্নেহশীলা প্রতিবাসিনীর বাক্যের প্রতিবাদ করিল, "বেলা থাক্‌তেই তো আস্‌বার কথা ছিল। ন'পুখুর তো মোটে দু'ক্রোশ, বাবা বলে গিয়েছেন বেশী দেরী হবে না। হারু

খিদে খিদে করে ঘুমিয়ে পড়েছে, কখন যে চাল আন্‌বেন জানিনে।"

"যেমন তোর বাবার বুদ্ধি, সকালে গিয়েছেন ভাইয়ের বাড়ী তারা কি দুটি না খাইয়েই ছেড়ে দেবে? হারুটা কেও নিয়ে যায়নি কেন? বলে 'আহারে প্রহর,' তাতেই বেলা গেছে, কিন্তু এতক্ষণ তা বলে এসে পড়া উচিত ছিল।—তোর রোগা ভাইটা কেমন আছে?"

"তেমনিই আছে পিসি, কথা কচ্চে না কিছু—খুব জ্বর—গা পুড়ে যাচ্চে।"

"তাইত," তারপরে একটু চিন্তিতভাবে রমণী বলিল, "তুই আর একটুখানি এমনি করে থাক্ করুণা। আমায় একবার তোদের দিয়েশলাইটা দে, আমি সাঁজাল্‌টা জ্বেলে দিয়ে আবার তোদের কাছে আস্‌ছি এখনি, বৌ এতক্ষণ বাড়ীতে বক্‌তে লেগেছে। কিছু ভয় করিস্‌নে—এলাম বলে। এই তো 'পীড়েয়' দাঁড়ালে আমাদের ঘরের আলো দেখা যাচ্চে; ভয় কি এখনি আস্‌ছি—দে দেখি 'শলাই' বাকস্‌টা।"

প্রার্থিত বস্তু লইয়া কৈবর্ত্ত-কন্যা দ্রুতপদে নিজ গৃহাভিমুখে

চলিয়া গেলে বালিকা আশার বলে বলীয়ান্ হইয়া দ্বারের নিকটেই বসিয়া পড়িল। উদ্দেশ্য, ভয় যদি লাগে তাহা হইলে কৈবর্ত্ত বাড়ীর আলোক চোখে পড়িলেও বুঝি অনেকটা ভরসা আসিবে। শিশুটি ইতিমধ্যে জাগরিত হইয়া "বাবা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে! করুণা ত্রস্তে তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়া তাহার মাথা চাপড়াইয়া আবার তাহাকে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু বালক আর ঘুমাইল না। "বাবা" বলিয়া উঠিয়া বসিয়া "দিদি খিদে পেয়েছে" বলিয়া ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। দিদির সাধ্যে আর তাহাকে সান্ত্বনা দিবার শক্তি রহিল না। কাতরস্বরে এক একবার মাত্র বলিতে লাগিল, "চুপ কর, ভাই—লক্ষ্মী—সোনা—এখনি বাবা এসে খেতে দেবেন—চুপ কর। মেজদার কষ্ট হবে।"

রোগী এতক্ষণে নড়িয়া চড়িয়া 'ওঃ—আঃ' করিয়া দুই একটা শব্দে তাহার যন্ত্রণা জানাইয়া শেষে আকুলস্বরে বলিল, "জল!" ছোট ভাইকে ছাড়িয়া করুণা রুগ্ন ভাইয়ের মুখের নিকটে আসিয়া ঝিনুকে করিয়া তাহার মুখে শীতল জল দিতেছে এমন সময় উঠানে যুগপৎ একাধিক

পদশব্দের সঙ্গে পিতার কণ্ঠস্বর কাণে আসিয়া পৌছিল, "মা করু—নরু!" "বাবা" বলিয়া উত্তেজনার আধিক্যে বালিকা রুগ্নের মুখে জল দেওয়া বন্ধ করিয়া ঝিনুক হাতে দ্বারের নিকট ছুটিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিও ছুটিল।

"এতক্ষণে এলে বাবা? আমাদের ভয় পায় না?—আমরা—"

"তাকি আর বুঝ্‌ছিনে মা, ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি, সেখান থেকে বেরুতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল যে। তোর বড়্‌দার পায়ে এমন ওচোট লেগেছে অন্ধকারে—"

"দাদাঠাকুর, বাড়ী এসেছ নাকি গো? কি আক্কেল তোমার—একপ'র রাত হয়ে গিয়েছে—বাচ্ছা মেয়েটা ভয়ে সারা হয়ে যায়—কি এমন ভোজ খেতে গিয়েছিলে যে, এই রোগা আর কচি ছেলে-মেয়েটার কথা কাউকে বলেও যাওনি একবার!"

"এস কৈবর্ত্ত দিদি, ভোজ খেতে যাওয়াই আমার বটে, ভগবান্!" বলিয়া শীর্ণশরীর ক্লান্ত ব্রাহ্মণ দাওয়ার উপর যেন হাত-পা এলাইয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। সঙ্গের বালকটি তাড়াতাড়ি একখানা পাখার চেষ্টায় ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

করুণা তখনো তাহার পূর্ব্বতন ক্ষোভের নালিশ ত্যাগ করে নাই, "হারুর তেমনি খিদে পেয়েছে—কি খেতে দেব ওকে—কেবল কাঁদছে—"

এইবার কৈবর্ত্ত পিসি ধমক্ দিয়া উঠিলেন, "কি মেয়েরে তুই, দেখছিস্ বাপ আধমরা হ'য়ে এসে পড়েছে। একটু দম্ নিতে দে, একটু জল এগিয়ে দে।" অপ্রস্তুত বালিকা নীরব হইতেই গৃহমধ্য হইতে ক্ষীণ আর্ত্তকণ্ঠ ধ্বনিত হইল "জল বাবা,—।"

"ওরে, নরু যে জল্ জল্ করছে করুণা, যাই বাবা নরু—যাই—" বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে পিতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বাধা দিল, "তুমি বসো বাবা, একটু জিরোও—করু জল দিচ্চে নরুকে—আমি যাচ্চি ওর কাছে।"

"নারে সমস্ত দিন দেখিনি যে বাবাকে, বাবা আমার এত অসুখের মধ্যেও আমার পথ চেয়ে ছিল শুনছিস্নে? তোর পায়ে যে বড্ড লেগেছে অরু, তুই থির হয়ে বস্ একটু পা ছড়িয়ে। এসো কৈবর্ত্ত দিদি ঘরের মধ্যে এস—আমার নরু কেমন আছে একবার দেখে যাও।"

পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কৈবর্ত্ত দিদি সখেদে বলিল, "এই কতক্ষণ আগেই দেখে গেছি, ছেলে বিছানার সঙ্গে যেন মিশিয়ে গেছে। কবে যে বাছা সেরে উঠবে!"

রুগ্ন সন্তানের শিয়রের নিকটে বসিয়া পড়িয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পিতা আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সেরে উঠবে ত দিদি? আমার দুঃখীর ধন ভাল হয়ে উঠবে ত?"

"কি যে বল তুমি দাদাঠাকুর রোগা ছেলের মুখের ওপরে,—ভাল হবে বৈ কি। হারু, এ দিকে আয় ত বাবা!"

হারু এতক্ষণ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে অভিমানে পেট ফুলাইতেছিল। কৈবর্ত্ত পিসির সাদর আহ্বানে এইবার মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

"ওর বুঝি খিদে পেয়েছে করুণা—আঃ—অরু।"

"এই যে দিই বাবা,—আয় হারু, মুড়কী খাবি"—বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণ কনিষ্ঠ ভ্রাতাটিকে কোলের নিকটে টানিয়া লইতেই কৈবর্ত্ত পিসি বাধা দিল, "রাখ্ রাখ্ ও

মুড়কী ক'টি সকালে খাবে। তোর জন্যে মুড়ি এনেছি, আয় হারু খাবি"—বলিয়া সে এক মুঠা মুড়ি আঁচল হইতে খুলিতে বসিল।

তাহাদের পিতা সজলনয়নে বলিলেন, "এই জন্যেই তো তোমাদের বলিনে দিদি। আমার—"

"কিন্তু আজকের এ কাজ তোমার ভাল হয়নি দা'ঠাকুর, এই বনের মধ্যে তোমার ঘর—চারদিকে শেয়াল্ ডাক্ছে—রোগা ছেলে আর কচি দুটো যদি ডরিয়ে উঠ্তো ?"

"মৃত্যুঞ্জয় ভট্চাযমশায়কে ব'লে গিয়েছিলাম যে, আমি অরুণকে নিয়ে ন'পুখুর যাচ্চি। মনে ভরসা ছিল তাঁর রাখাল কৃষাণ কি কারুকে দিয়ে এদের একটু খোঁজ নেবেন। এতটা রাত হবে বুঝ্তেও পারিনি,—ভাইয়ের সঙ্গে তর্কে তর্কে এতখানি রাত হ'ল, তবু তার একটু দয়াতো হ'ল না।"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

কৈবর্ত্ত দিদি ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "কি জন্যে গিয়েছিলে গা দা'ঠাকুর—সে তোমার কেমন ধারা ভাই ? ডেকে পাঠিয়েছিল নাকি ? ভাইপোদের যেতে বলেনি ?"

"আমার পিসতুতো ভাই, নিঃসন্তান, তার স্ত্রী নিজের একটি বোন্‌ঝি মানুষ কর্‌ছে, তারই সঙ্গে অরুণটার বিয়ে দিয়ে অরুণকে ছেলের মত ঘরে রাখতে চায়। ভট্‌চায-মশায়কে আমি কাল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বারে বারে বারণ ক'রে বল্‌লেন যে, 'হরিশ এমন কাজও কোরো না। এই চোদ্দ বছরের ছেলের এখনি বিয়ে দিয়ে গলায় সংসার গেঁথে দিলে ভবিষ্যতে তোমারই মতন দশা হবে। তোমার ভাইয়ের কি-ই বা এমন সম্পত্তি, তাতে ছেলের কি চিরদিন পোষাবে? আর আমার হাতে ছেলেকে এই যে পড়্‌তে দিয়েছ, আর পাঁচ বছরের পরে তাকে আমি আবার আমার আনন্দের হাতে দেব। তখন দেখ্‌বে সে একটা মানুষ হয়ে উঠ্‌বে।' তাঁর বারণ না শুনেও আমি আজ গিয়েছিলাম, কিন্তু ভট্‌চাযমশায় একটা দেব্‌তা মানুষ, উনি যা মুখ দিয়ে বার্‌ করেছেন তা একেবারে দৈববাণীর মতই। ভাইয়ের যে রকম ভাব দেখ্‌লাম, আমার এই দুটি ভরসা—অরু আর নরু, নরুও স্কুলে কেমন পড়্‌ছিল, জানতো তোমরাও দিদি। আমার গরীবের সন্তান তবু মাষ্টার্‌রা ওদের বুদ্ধি দেখে ফ্রীতে

পড়ায়, নিজেরা বই দেয়! সেই নরু আমার আজ ছ'মাস বিছানায় প'ড়েছে। অরুকেও যদি অমনি একেবারে নিঃস্বত্ত্ব ক'রে বিলিয়ে দিতে হয়—সে তো আমি সইতে পারব না।"

অত্যুগ্র বিস্ময়ে হরিশ চক্রবর্ত্তীর কথায় বাধা দিয়া কৈবর্ত্ত দিদি বলিল, "সে আবার কি কথা! ছেলের বিয়ে দিয়ে ছেলেকে তাদের দিয়ে দিতে হবে?—এ আবার কেমন কথা? তোমায় এর জন্য জমীজমা লেখাপড়া ক'রে দিতে চায় বুঝি? তা নিওনি দা'ঠাকুর,—ছেলে-বেচা পয়সা কি নিতে আছে? সাত জন্মে আর সে ছেলের মুখ দেখ্‌তে পায় না! বেঁচে থাক্ তোমার তিনটি বাছা—মজুর খেটে আন্‌বে! আমার কথা সব জানতো দা-ঠাকুর! এই এক রত্তি গুঁড়ো-নাতি ক্যাঙ্‌লাকে নিয়ে জোয়ান ব্যাটা জলে দিয়ে কপাল পুড়িয়ে ভাইয়ের ঘরে এনু। ওদের তো তেমন রোজগার নয়, দিন আনা দিন খাওয়া, কতকদিন কষ্টেই গিয়েছে খুব। এখন আমার ক্যাঙলা ষাটের কোলে দশ বারো বছরের হয়ে উঠ্‌তেই আর আমার কোন দুঃখ নেই। মোড়লদের গরু চরায়—ভাত কাপড় সবই পায়,

হাতেও দু'পয়সা পায়। আর একটু বড় হ'লেই জোয়ান্ হবে, লাঙ্গল্ কোদাল্ ধরতে শিখবে, তখন আর কি ভাবনা। ছেলে কি মানুষ পরকে দেয় ?"

সবিষাদে হরিশ বলিলেন, "তোমাদের ঘর আমাদের চেয়ে ভাল দিদি! এই ভদ্র নাম নিয়ে বামুন কায়স্থ হ'য়ে জন্মিয়ে ওটুকু সুবিধেও আমাদের নেই। আমরা না খেয়ে মরব, দুয়োরে দুয়োরে ভিক্ষে ক'রে বেড়াব, তবু ছেলেকে রাখালি করতে দিতেও পারব না—দিলেও কেউ নেবে না। আমাদের ঐ লেখাপড়া করা আর ভিক্ষে ছাড়া অন্যপথ নেই যে! যে বাপ ছেলেকে লেখাপড়া না শেখাতে পারে তার পরকে ছেলে দেওয়া ছাড়া গতি কি? তবু তো সেখানে ছেলে মানুষ হবে, সুখে থাকবে! আমাদের তো ছেলে মেয়ের বিয়েয় 'দেওয়া নেওয়ার' নিয়ম নেই দিদি। গরীব বৈদিক বামুন আমরা, পাঁচটি হর্তুকি দিয়েই কন্যা দান করি, যার ক্ষমতা আছে সে আদর ক'রে দেয় এই মাত্র! বরপক্ষ বলতে পারেন না যে 'এই দিতে হবে।' তা ব'ল্লে বড় লজ্জার কথা! আগে তো জাতিঃপাতই হ'ব। আমিও ভাইকে সেকথা বলিনি, কেবল বল্লাম যে, অরুণকে

তুমি নাও লেখাপড়া শেখাও, কিন্তু ও আমার প্রথম ছেলে, ওকেই আমাদের তিন চার্‌টেকে তো এরপর পুষ্‌তে হবে! তোমার ত অনেক জমীজমা বাগ্ বাগিচা,—আমায় এই-খানেই একটু জমী জমা-স্বত্বে দাও—এ গাঁয়ের ঘর বেচে আমিও অরুণের কাছে এসে বাস কর্‌ব! তখন তো এতখানি বুঝিনি।"

"হ্যাঁ গা, তা কি বল্লে?"

"সেকথা আর কি বল্‌ব! বলে, আমি কি জামাইকে পাল্‌ব তোমাদের পুষবার জন্যে? লেখাপড়া শিখে সে আর কি কর্‌বে—আমার জমীজমা বারো ভূতে খাচ্চে সে তাই দেখ্‌বে! কিন্তু তোমাদের এ গাঁয়ে আসা হবে না! তা'হলে জামাই আমাদের 'গত' হবে কেন? তোমরা আপনার ব'লে ছেলেকে অত টান্‌তে পাবে না।"

"রাম রাম—বল কি দা'ঠাকুর? এমন কথা বল্লে কি করে? না খেয়ে শুখিয়ে মর, সেও ভালো, তবু নিজের বাড়া ভাতে ছাই দিয়োনা! ভট্টচায-ঠাকুর যা বলেছেন তাই-ই ভাল—"

সনিশ্বাসে হরিশ বলিলেন, "ভাল তো জানি দিদি—

কিন্তু এই যে, পাঁচ বছর ছেলে তাঁর কাছে পড়্‌বে এ পাঁচ বছর কাট্‌বে কি করে! এর চেয়ে যদি তোমাদের মত চাষা হয়ে জন্মাতাম তা'হলে বুঝি নিজের ছেলে মেয়ে পর্য্যন্ত এমন ক'রে শুখিয়ে মর্‌ত না! কারু বাড়ী যে দাস্যবৃত্তি কর্‌ব তারও উপায় নেই। বড় বড় অধ্যাপক হ'য়ে দেশোজ্জ্বল পণ্ডিত হ'য়ে আর গুরুগিরি করে' পিতামহরা দিন কাটিয়ে গিয়েছেন—তার পরে বাপ এক ধাপ্‌ নেমে যজমানী করেছেন, তবু—শূদ্রের ঘরে নয়। তবু তাঁর পেটে এ কাজের উপযুক্ত বিদ্যে ছিল—আমায় তিনি সেটুকুও দিয়ে যেতে পারেন নি, উপরন্তু ছেলেবেলায় বাপ-মায়ে বিয়ে দিয়ে কি যে ক'রে গেছেন আমার, তা দেখ্‌তেই পাচ্চ। কি করে যে এতগুলি প্রাণীর এক বেলারও অন্ন জোটে, তা ভগবানই জানেন!"

কৈবর্ত্ত-দিদি সহানুভূতির স্বরে বলিল, "সে সব যজমান্‌রা কি তোমার দা'ঠাকুর এখন আর—"

বাধা দিয়া হরিশ বলিলেন, "যজমান আর আছে কৈ? গরীব গেরস্তর বেশীর ভাগই ম'রে ফৌত' হয়েছে, তবু যা দু'চার ঘর এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে আছে তাদেরই জন্যে এমন ক'রেও দিন কাটে, কিন্তু বড় লোক যারা তারাতো গাঁয়ে কেউ

বাস করে না। সব এ সহর ও সহর আর কল্‌কাতায় থাকে। বর্দ্ধিষ্ণু যজমানদের ঘর থাক্‌লে কি আজ আমার ছেলে ক'টির এমন অবস্থা হয় যে তাদের একখানা বই কিনে দিতে পারি না—পরনে একটু ন্যাক্‌ড়া, দুবেলা দুমুঠো ভাত দিতে পারি না! তাঁদের গাঁয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, গুরু-পুরোহিতের কথা তো দূরেই থাক্‌।"

"তা ছেলে-মেয়েদের রাতের জন্য দুটি দুটি কিছু আছে ত? ঐ রোগা ঘরে, গরুটা দুধ দেয় একটু?"

"কোথায়? বাছুর বড় হয়েছে, মাঠে আপনি চরে আর ঘরে এসে ঢোকে। ভট্‌চাযমশায়দের বড় বৌমা নরুর জন্যে একটু একটু দুধ পাঠিয়ে দেন জ্বাল্‌ দিয়ে—তাই নরু বাঁচে। তাইত ভাব্‌ছি তাঁদের বাড়ী কুটুম এসেছেন তাই বুঝি সব ব্যস্ত আছেন—নৈলে এদের একবার খোঁজ নিতেনই নিশ্চয়। যা দু'চার পান্‌ ওষুধ ছেলেটার পেটে পড়ে, তাও তো তাঁদেরই দয়ায়।"

"ছেলে-মেয়েগুলো ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়্‌ছে, অরুটা তো পা নিয়ে মুখ গুঁজ্‌ড়ে রয়েছে। ওদের ভাল ক'রে শোয়াও দা-ঠাকুর, আর কিছু থাকেত' খেতে দাও বাছাদের।

রাত হ'ল - আসি দাদা। ক্যাঙলাটা ঘুমিয়ে প'ল বুঝি! সমস্ত দিন মাঠে মাঠে রোদে রোদে বেড়ায়, সন্ধ্যে হ'লে আর চোখ চাইতে পারে না, তুলে খাওয়াতে হয়। পেন্নাম হই দা'ঠাকুর।"

"এসো দিদি!—মধুসূদন!"

পুত্রকন্যাকে রাত্রে আজ তিনি কি খাইতে দিতে পারিবেন তাহাই মনে পড়ায় ক্লিষ্ট মর্ম্মাহত পিতা গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

৫

পূজার অবকাশে সনতের পিতা বাটী আসিয়াছেন। দ্বিপ্রহরের অবসরে অরুন্ধতী স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতে করিতে গল্প করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীর নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম দেখিয়া নীরব হইতেই আনন্দকুমার সচকিতে চোখ খুলিয়া "থাম্‌লে যে, তারপর?" বলিয়া পত্নীর বাক্যস্রোতকে আবার বাধা-মুক্ত করিয়া দিতেছিলেন। স্ত্রী মাঝে মাঝে অনুরোধ করিতেছেন, "আর নয় এইবার ঘুমাও", কিন্তু নিজেই আবার কথার পর কথার স্রোতকে রোধ করিতেও পারিতেছেন না। বারমাসই স্বামী প্রবাসী এবং নিজে শ্বশুর ও স্বামীর সংসার

সুসম্বদ্ধ রাখিতে নিজ গৃহে প্রবাসিনী। বারোমাস যে স্ত্রীর স্বামী বিদেশে, সে রমণীর নিজ গৃহও ঠিক্ গৃহ হইতে পারে না, দেহ ও মন তাহার অনেক সময় পরস্পরের সহিত বিরোধই বাধাইয়া থাকে। গ্রীষ্মাবকাশের পর পূজার ছুটিটা বরং একটু শীঘ্রই আসে, কিন্তু সম্মুখের দীর্ঘ দিন স্মরণ করিয়া স্বামী-স্ত্রীর কথা আর ফুরাইতেছিল না। চিরদিনই এইরূপ দীর্ঘ বিচ্ছেদ উভয়কে সহিয়া চলিতে হইতেছে বলিয়া, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের নিকটে, পরস্পরের নবীনত্ব একভাবেই বজায় ছিল। কেহ কাহারো নিকটে পুরানো হইয়া যান নাই। তাই সাধারণ সাংসারিক কথোপকথন, গৃহের যাবতীয় সুখদুঃখের আলোচনা—সবই তাঁহাদের নিকটে সমান আগ্রহের বস্তু ছিল।

স্ত্রী বলিতেছেন, "আর বছর অতবড় শোকেও বাবা মহামায়ার পূজো বন্ধ দেন নি, কিন্তু এবারে মীরা আর ছোটবৌ চলে' যাওয়ায় বাবা তার চেয়েও কাতর হয়ে পড়েছেন। একেবারে ব'লে বস্‌লেন, 'পূজোটুজো আমার আর ভাল লাগ্‌ছে না, অত হাঙ্গাম আমার এখন সইছে না।' তাঁর শোক যেন চারগুণ হয়ে উঠেছে।"

আনন্দকুমার নিমীলিতচক্ষে বলিলেন, "বুঝ্ছি সবই, কিন্তু উপায় কি! বাবাকে কিছু বল্‌তে যাওয়াও যে কঠিন, ভাব্‌বেন হয়তো ছেলে আমায় উপদেশ দিতে এসেছে! ওঁর মতন মানুষের আর একটুখানি ধৈর্য্য রাখা উচিত ছিল।"

"ধৈর্য্যের কথা বল্‌ছ? মীরা যে তাঁর প্রাণ! ঠাকুর যে সনতের চেয়েও তাকে বেশী ভালবাসেন। সেই মীরাকে হারিয়ে দেখ্‌ছ না, যে-সব কাজ তাঁর চিরজীবনের অভ্যাস তাতে কত আল্‌গা প'ড়ে গিয়েছে। সূনৎকে পর্য্যন্ত একবার কাছে ডাকেন না!—মীরা গিয়ে পর্য্যন্ত আহ্নিকের পর উঠে আর গাঁয়ের ছেলেদের নিয়ে টোল্ পড়ানোর মত করে' বসেন্‌নি। অথচ এই কাজটা তাঁর কত যে ঝোঁকের ছিল, জানত! হরিশ ভট্‌চায্যের ছেলে অরুণ তাঁর মনের মত ভাল সংস্কৃত পড়্‌তে পার্‌ত বলে' তার আদরই বা কত ছিল। ছেলেপিলেদের দেখলেই তাঁর চোখে জল আসে বুঝ্‌তে পারি! মুখ রাঙা করে' অন্যদিকে মুখ ফেরান। আজ যে বাড়ীতে পূজা বন্ধ হ'য়েছে বলেই এমন নিঝুম বাড়ী দেখ্‌ছ, শুধু তাই নয়। বাড়ীর সে ছেলেপিলের হাট সেই শ্রাবণ থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। ছেলে-

পিলেরাও তাঁর ভাব বুঝ্তে পেরে কেউ আর কাছেই এগোয় না। সনৎ তো কেবলই তার চোখের সাম্নে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ছেলের সহজেই ঠাকুর-দাদাকে ভয় ছিল, এখন চতুর্গুণ বেড়েছে।"

"সবই বুঝ্ছিগো, কিন্তু তাঁকে অধৈর্য্য বল্‌ছি এইজন্য যে, সুনন্দের শ্বশুরের কথায় অতখানি রাগ করা তাঁর ঠিক্ হয়নি! জগতের হাল্-চাল্ দেখে সব মানুষই যে দেবতা হবে, এতখানি প্রত্যাশা করাই যে ভুল। বৌমার বাবা যদি তাঁর মেয়ের আর নাত্নির ভবিষ্যতের বিষয়ে অতটা সন্দিগ্ধ হয়ে থাকেন, তাতে কি তাঁকে বেশী দোষ দেওয়া চলে? জগতে অহরহই যে তা হচ্চে। বিশেষ তাঁরা আইন-আদালতের মানুষ, এসব বিষয়ে তাঁরা আইনেরই অধিকার চান; এবং সবচেয়ে তাই দরকার বলে' বোঝেন। তিনি যখন সেই কথাগুলো তুল্লেন, বাবা বল্লেই পার্তেন, 'হ্যাঁ, আমি লেখাপড়া করেই দেব'—তা হ'লেই তো গোল্ মিটে যেত। সত্যই যখন তাঁর সম্পত্তির অর্দ্ধেক মীরার বলেই তিনি জানেন, তখন সেইটুকু যদি চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী একটু লেখাপড়া করেই নিতে চান, তাতে এমনই কি দোষের হ'ত?"

"তা সত্যি, কিন্তু বাবা কি-রকম যে রেগে গেলেন! আমার সাধ্যিও হ'ত না যে তাঁকে সে-কথা বলি। যদি তুমি সে সময়ে থাক্‌তে তা হ'লে আর এতদূর গড়াতো না। বাবাকে দু'কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পার্‌তে। আর ছোট বৌদেরও এইটুকু ভুল হ'ল সেই দিনই বাড়ী থেকে চলে যাওয়া। আর দু'চার দিন যদি দেরী কর্‌তো তোমায় খবর দিয়ে আনিয়েও একটা ব্যবস্থা কর্‌তে পারা যেত! তিনি রাগের বশে না বুঝ্‌লেও ছোটবৌর এ বুদ্ধিটুকু করা উচিত ছিল! আমি কতবার হাত ধরে' বল্‌লাম, 'ওরে, তোর ভাসুরকে বাড়ী আস্‌তে দে',— সেও তার বাপের মত একেবারে অধৈর্য্য হয়ে কেঁদে-কেটে মীরার হাত ধরে বাপের সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌লো। বাপ্‌রে! সে-দিনের কথা মনে হ'লে এখনো হৃদ্‌কম্প হয়।" সনিশ্বাসে অরুন্ধতী থামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অনুভূতির যন্ত্রের মত আনন্দকুমারও নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি এলেই যে উপায় কর্‌তে পার্‌তাম এমনও আমার পুরো ভরসা হয় না! দেখ্‌ছ তো চিরদিনই বাবাকে! যদি খুব বেশী রেগে যান তা হ'লে কারও পরামর্শ কি তিনি নেন? জেদের কাছে তাঁর কেউ-ই কেউ নয়।"

"আহা, কেবল তাঁর জেদের কথাই ধর্‌ছ—কতখানি তাঁর ঘা লেগেছে সেটুকু কি একবারও ভাব্‌ছ না? এই সেদিন অত বড় পুত্রশোক পেলেন, তারপরে যারা ছেলের অভাবে তাঁর চক্ষের মণি হয়ে উঠ্‌লো তাদেরও এই ব্যবহারটা কি উচিত হ'ল? ছোট বৌর বাবা যাই ভাবুন—সে কি এতদিনেও তাঁকে চিন্‌তে পারেনি? আর কার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যতে বিষয় নিয়ে গোল বাধ্‌বে? তোমার কিম্বা সনতের সঙ্গে? এও তারা ভাব্‌তে পারলো?"

"কি বল্‌ছ বড় বৌ, জগতের কাণ্ড কি সর্ব্বদা চোখে দেখ্‌ছ না? ঘোষেদের বাড়ীতে কি হ'ল? বড় ভাইটা মর্‌তে মর্‌তে ছোট ভাইগুলো কি করে' এক-জোট্ হয়ে' তার যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করে' অনাথগুলো আর তাদের মাকে বাড়ী থেকে দূর কর্‌লে? চিরকালই তো শ্বাশুড়ীর হাতে বৌটার যন্ত্রণার শেষ ছিল না,—তোমাদেরই মুখে শুনেছি। শেষে শ্বাশুড়ী পর্য্যন্ত অন্য ছেলেদের সঙ্গে জোট্ কর্‌লে, অনাথ নাতি-নাত্‌নিগুলোর পানে একবারও তাকালে না। তবুতো বড় ছেলেটা আইনমতে বিষয়ের অধিকারী ছিল—তবুও এই কাণ্ড, আর সত্য কথা বল্‌তে, বাবা বর্ত্তমানে সুনন্দের

তো অধিকারও জন্মায় নি, আর মীরাও ছেলে নয়, মেয়ে! এতে তাঁদের সন্দেহ হতেই পারে।”

“অমন কথা বলো না। বাবাকে আর তোমাকেও এমন সন্দেহ! যাদের কথা তুলনা দিলে, তাদের সংসারে চির-দিনই যে ঐ-রকম। যন্ত্রণায় বৌটা এতদিন টিকে যে ছিল, এই ঢের, এখন স্বামী ম'রে যাওয়ায় চরম হ'ল। আর তোমাদের সংসারের বৌরা যদি এই কথা ভাবে, তাদের নরকেও ঠাঁই হবে না যে।”

স্বামী দনিশ্বাসে বলিলেন, “এ বড় কঠিন ঠাঁই অরু, বৌমার এখন যে অবস্থা হয়েছে, এতে তাঁরই যে মাথার ঠিক্ থাক্‌বে, এমন কি কথা আছে? অমন স্বামী গেল, দুঃখের বার্ত্তা জীবনে জানেন্‌নি, সম্পন্ন বাপের আদুরে মেয়ে, এখানেও তেমনি আদরে সম্মানে সকলের বড় হ'য়ে থাক্‌তেন, সামান্য অসুখ অসুবিধাও কখনো সহ্য করেন্‌নি, বাসায় বাসায় বিদেশে থেকেছেন। সেই স্বামীর সঙ্গে সুখ-স্বাধীনতা সব গেল, সঙ্গে সঙ্গে এই একটা বিষম চিন্তা যদি তাঁর মনে জাগেই, সেটুকুর মূলোৎপাটন করে' দিলেই তো সব চেয়ে ভাল হ'ত।”

স্বামীর কথায় স্ত্রী একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সেও ঠিক্, বাবা যদি তাদের এ অবিশ্বাসটা সহ্য ক'রে সেইটাই ক'রে দিতেন তা হ'লে হয় তো ছোট বৌ যেত না, কিন্তু দ্যাখ, তোমার কাছে বলেই এ কথাটা বল্‌ছি, ছোট বৌর এখানে বাস করাটাও যেন আর ভাল লাগ্‌ছিলো না। তার দাদার মেয়েদের কি-ভাবে সাজিয়ে মেমেদের গাড়ীতে ইস্কুলে পাঠানো হয়, কেমন তারা গান গাইতে, পিয়োনো বাজাতে, সেলাই কর্‌তে শিখ্‌ছে—লেখাপড়া শিখ্‌ছে, মীরাকেও তেমনি ক'রে শেখাতে তার বড় সাধ ছিল—কপালদোষে হল না, এটা সে সর্ব্বদাই আপ্‌শোষ কর্‌ত। বাপের বাড়ী যাবার জন্য সে একটু ছট্‌ফট্‌ও কর্‌তো মনে মনে। এইবার সে সাধ তার মিটুতে পার্‌বে।"

নিমীলিতনেত্রে স্বামী বলিলেন, "সেই বা কি এমন দোষের কথা? তাঁদের বাপের বাড়ীতে স্ত্রীশিক্ষার বেশ চেষ্টা আছে, বৌমার ঐ একটি মেয়ে! তাকে যদি তাঁর ভাল করে' লেখাপড়া শেখাতে ইচ্ছে হয়, সেতো ভাল কথাই। আমি নিজে গিয়ে বৌমা আর মীরার সঙ্গে দেখা করে' বুঝিয়ে দিয়েছি, মীরার সব ভার আমার। বাবা

দু'দিন রাগ করেছেন, ও আবার মিটে যাবে। তিনি তাঁর মেয়েকে যেমন করে' তাঁর সাধ তেমনি করে' পালন করুন। মীরার জন্মে আমার নিজের উপার্জ্জনের অর্দ্ধেকখানি আমি মাসে মাসে তাঁকে পাঠিয়ে দেব। সনতের জন্য তো কিছুই করতে পাব না, ওকে বাবার তৃপ্তির জন্য চিরকাল গরু করেই রাখ্‌তে হবে। মেয়েটাই না হয় ভালমত একটু শিক্ষাটিক্ষা পাক্।"

অরুন্ধতী একটু যেন বিচলিত হইয়া বলিলেন, "কি করা যাবে বল,—এখন আবার মীরা পর্য্যন্ত নেই, এখন সনৎকে এখান থেকে কিছুতেই সরাতে পারা যাবে না।"

স্বামী মুদিত চক্ষু খুলিয়া স্ত্রীর পানে দৃষ্টি স্থির করিলেন, "কিন্তু ছেলের বয়স কত হ'ল তার হিসাব রাখ্‌ছ? আর দু'-এক বছর পরে কত ছেলে এণ্ট্রেন্স দিচ্চে,—আর অতবড় ধাড়ী ছেলে এখনো কি কর্‌ছে বল দেখি? এখনো থার্ড ক্লাশে উঠ্‌তে পার্‌লে না!"

"ধাড়ী বল্‌ছ গো! এই তো সবে বারো বছর, আর প্রমোশন পেয়েছে তো এবারও। ওর কি দোষ বল? বাবা রাত-দিন ওকে সংস্কৃত দেখ্‌তে বল্‌বেন—আর গাঁয়ের ইস্কুলের কথা

তো জানই। সনৎকে তো লোকে ভাল ছেলেই বলে' থাকে—"

"এমনি সকলের ধারণা বটে! কিন্তু শোন অরু,— সনতের আমরা শত্রু বাপ মা হব, যদি এমন করে' আরও তাকে এইখানে ফেলে রাখি!—তার লেখাপড়ার দিকে এখনো মনোযোগ না দিই। যদি মীরাকে নিয়ে ছোট বৌমা এমন করে' চলে' না যেতেন তা হ'লে সনৎকে আমি এবার নিজের কাছে নিয়ে যেতামই, তাতে বাবা আমার ওপর যত-খানিই অসন্তুষ্ট হ'ন না কেন! কি আশ্চর্য্য, আমাদের বেলায় তো তাঁর এতখানি শিক্ষা-বিদ্বেষ ছিল না, এখন যত বয়স হচ্চে ততই একি হ'য়ে যাচ্চেন! হরিশ ভট্‌চাযের ছেলে অরুণ, ছেলেটা বুদ্ধিমান আর বিদ্যালিপ্সু, অথচ তার বাপের তাকে স্কুলে পড়াবার সাধ্য নেই, মাষ্টারদের দয়ায় যেটুকু পারে প'ড়ে, মনের বাকি ইচ্ছাটা বাবার কাছে সংস্কৃত শিখে মেটায়! তারই দৃষ্টান্তে বাবা সনৎকেও যে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত গ্রামের স্কুলে রেখে তার গোড়া আল্‌গা করে' আর সময় নষ্ট করে' কি যে কর্‌ছেন তার, তা তো তিনি অনুভব করবেন না, সেটা করতে হবে আমাকে আর সনৎকে সারা জীবন ধরে'।"

"কিন্তু দেখেছ, মীরা গিয়ে পর্য্যন্ত আর সে অরুণকেও পড়াতে বসেন না। না-না, সনতের এতদিনই যদি এ ক্ষতি সহ্য করে' থাক,—আরও কিছুদিন কর—অন্ততঃ এ বছরটা! মীরাকে ছোট বৌ কেড়ে নিয়ে গেল, এখনি তুমিও সনৎকে নিয়ে যাবার কথা তাঁকে বলো না।"

"কিন্তু এক বছর পরেও যদি মীরারা এখানে আর না আসে! উনি তো নিজের জেদ্ ছাড়বেন না।"

"সে যা হয় তখন হবে, এখন তো থাক,—ওঁর কাছে থেকে দু'টিকেই এক সঙ্গে নিও না।"

সনিশ্বাসে আনন্দকুমার বলিলেন, "তবে তাই থাক্।" —তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন, "কিন্তু আর এক বছর, তার পরে আর আমায় এ অনুরোধ কর্‌তে পাবে না অরু।"

"আচ্ছা।"

৬

পূজার ছুটি শেষ হওয়ার আর বেশী বিলম্ব নাই। আনন্দকুমার প্রভাতে উঠিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া জ্বর হইতে সদ্যমুক্ত পুত্রের ঈষৎ বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আসন্নবিচ্ছেদ চিন্তায় এক-পুত্রক পিতার হৃদয় মাঝে মাঝে বেদনায় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। পুত্রের ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখিয়া বলিলেন, "চল সনৎ, এইবার বাড়ী যাই।" সনৎ সাগ্রহে সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইতেছিল,—পিতার এই অনুরোধে ব্যস্ত-ভাবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, "না বাবা, আর খানিকটা গেলেই ঐ বাঁধের কাছে পৌঁছুবো,—ওখানটায় যে কত

মাছই ঝাঁক্ বেঁধে খেলা করে দেখ্‌বে চল। ঠাকুর্দ্দা এদিকে একা আসতে দেন্ না, চলনা বাবা ঐখানে।"

"তোমার ঘাম বেরিয়েছে সণ্টু, এখনো তুমি দুর্ব্বল রয়েছ, আর হেঁটো না। মাছ দেখে এখন তোমার আর কি হবে? আরতো তুমি হারুর সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে রোদে রোদে মাছ ধর্‌তে পাবে না এখন! ঐ করে'ই তো এবারে জ্বর করেছ। তুমিতো কোনবার এমন ভোগ না?"

পিতার এই মৃদু অনুযোগপূর্ণ বাক্যেই পুত্র অধোবদন হইল। আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পিতার আদেশমত ফিরিয়া পথ চলিতে চলিতে সহসা একসময়ে বলিয়া উঠিল, "তুমি কবে কল্‌কাতা যাবে বাবা?"

"আর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই, সণ্টু।"

"তুমি বোন্‌টির কাছে রোজ যাও? তাকে দেখ্‌তে পাও রোজই?"

একটু ক্ষোভের হাসি হাসিয়া পিতা বলিলেন, "এ-কথাটা আর ক'দিন জিজ্ঞাসা কর্‌বিরে?"

সনৎও সলজ্জে হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভুলে

যাই বাবা কেবলই। মাঝে মাঝে এক একদিন যাও, না?
এখান থেকে গিয়ে সেই দিনই যাবে?”

“সেই দিনই কি পারব সনৎ? তার একদিন কি দু’দিন পরে যাব।”

“দু’দিন পরে? অত দেরী করবে বাবা? আমি হ’লে কল্‌কাতায় পৌঁছে তক্‌খুনি বোন্‌টিকে দেখ্‌তে যাই।”

পুত্রের এই কথায় বিমনাভাবে আনন্দকুমার আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। একটু পরে মৃদুস্বরে সহসা সনৎ বলিল, “বাবা, আমার এণ্ট্রান্স পাশ হয়ে গেলে আমি কোথায় পড়্‌ব?”

“কেন?—কল্‌কাতায়।”

“সে তো এখনো কতদিন দেরী। এখন আমায় বুঝি কল্‌কাতার ইস্কুলে পড়্‌তে নেয় না? আচ্ছা, বোন্‌টি এখন ইস্কুলে যাচ্চে, কত কি কর্‌ছে, মা বল্‌ছিলেন যে, বোন্‌টিকে ইস্কুলে নিয়েছে, আর আমায় কেন নেবে না বাবা? বোন্‌টি তো কেবল ঠাকুর্দ্দার কাছে কতকগুলো শ্লোক শিখেছে, এইতো তার বিদ্যে। ইস্কুলে ‘কবিতা-কলাপ’ আর ‘কথা-মালা’ এই তো তিনি পড়্‌তেন; তাঁর এত বিদ্যে কিসে হ’ল যে

কল্‌কাতায় তাঁকে ইস্কুলে নিল? তুমি আমায়ও নিয়ে চল্‌না বাবা। মীরার দাদা আমি, তার চেয়ে আমি তিন-চার বছরের বড় তো, তারা আমাকে নিশ্চয়ই ভর্ত্তি করে' নেবে—আর আমার 'ইংলিশ রীডার', 'গ্রীম্‌স্ পপুলার ষ্টোরিস্' এই সব দেখ্‌লে তারা কিচ্ছু বল্‌বে না।"

পিতা অন্যমনস্কভাবে কেবল "সেটি মেয়েদের ইস্কুল সনৎ, সে ইস্কুলে তুমি তো পড়বে না" বলিয়া পথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

সনৎ একটু আশ্চর্য্যভাবে বাপের দিকে চাহিতে চাহিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। বোন্‌টি যে মেয়ে ইস্কুলে পড়ে তাকি সনৎ জানে না! এখানেই কি তারা এক ইস্কুলে পড়িত! মেয়ে ইস্কুল তো গ্রামের পাঠশালারই সামিল, আর সে ইংরাজি ইস্কুলের ফোর্থ ক্লাশের ছাত্র, তাহার বোন্‌টির ইস্কুলে পড়িবার সম্ভাবনা কি করিয়া পিতার মাথায় উদয় হইল, এ-কথার মীমাংসা সনৎ কিছুতেই করিয়া উঠিতে পারিল না।

বাড়ী পৌঁছিয়াই সনৎ এই দুরূহ সমস্যার মীমাংসার জন্য মাতার সন্ধানে ধাবিত হইল,—আর আনন্দকুমার নিজ-কক্ষে বসিয়া একটু শ্রমাপনোদন করিতে না করিতেই তাঁহার

নিজের পিতার আহ্বান কানে যাওয়ায় তাঁহাকে তাঁহার পিতৃসকাশে উপস্থিত হইতে হইল। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তখন কি একটা পুস্তক লইয়া দেখিতেছিলেন ;—পুস্তকই দেখিতেছিলেন কিম্বা সেই উদ্ঘাটিতপত্র পুস্তকে চক্ষুকে নিবদ্ধ রাখিয়া চিন্তাই করিতেছিলেন। সেই বিশাল ললাটে বয়োধর্ম্মবশতঃ স্বল্প কয়টি বলিরেখার পার্শ্বে চিন্তার গভীর চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আনন্দকুমার নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "তোমার আর ছুটি কতদিন ?"

"দিন আষ্টেক আছে এখনো।"

"এবারে যাবার সময় সনৎকেও নিয়ে যেও। তার এখানে পড়া ভাল হয় না।"—আনন্দকুমার একেবারে এত বেশী রকম চমকিয়া উঠিলেন যে, পুস্তক-নিবদ্ধ-দৃষ্টি পিতাও পুত্রের এই অস্বাভাবিক চমকে মুখ তুলিয়া তাহার প্রতি চাহিলেন। একি অসম্ভব কাণ্ড! আনন্দকুমার কি স্বপ্ন দেখিতেছেন ? পিতা কি তাঁহার অন্তর্যামী ? পুত্রের একান্ত ক্ষতি বুঝিয়াও যে পিতার মনোকষ্টের ও অসন্তুষ্টির ভয়ে আনন্দকুমার এ পর্য্যন্ত একথা মুখে আনিতে পারিতেছেন না, সেই পিতা নিজ হইতেই এই কথা বলিতেছেন! আশ্চর্য্যের সঙ্গে অপ্রত্যা-

শিত আনন্দের একটি তীব্র ঝলক্ আনন্দকুমার সহসা যেন সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না, অসংযতভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "আপনি—আপনি—বল্‌ছেন এ কথা ?"

"হাঁ, আমিই বল্‌ছি! এতদিন আপত্তি করা আমার অন্যায় হয়েছিল, এইবার নিয়ে যাও ওকে তোমার কাছে।"

আনন্দকুমার ইতিমধ্যে একটু সুস্থির হইয়া উঠিলেন। বাপের সদাহাস্যময় প্রসন্ন কান্তি এবারে সর্ব্বদাই বিমর্ষমলিন দেখিতেন, এখন তাহার উপরে যেন আরও এক পোঁচ্ কালি চড়িয়াছে, এতক্ষণে তাঁহার লক্ষ্যে আসিল। পিতার গম্ভীর স্বর যেন দ্বিগুণ গভীর হইয়া গিয়াছে। আনন্দকুমার একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, "এ বছরটা সনৎ এখানেই—"

"না—না", হস্ত ইঙ্গিতের দ্বারা পুত্রকে সেখান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ করিতে করিতে বলিলেন, "নিয়ে যাও ওকে, এখানে আর একমাসও না।"

ইহার পর আর যে পিতার কথার কোন প্রতিবাদ চলিবে না তাহা আনন্দকুমার বুঝিতে পারিলেন। বাপের চরিত্র চিরকাল ধরিয়াই যে তাঁহারা জানিয়া আসিতেছেন।

কর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে আনন্দকুমার ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে স্ত্রীর নিকটে চলিয়া গেলেন।

নিঃশব্দে হস্তস্থিত 'বেদান্তসার' খানায় বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া থাকিতে, থাকিতে সহসা এক সময় ভট্টাচার্য্যমহাশয় দৃষ্টি তুলিতেই দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ দাঁড়াইয়া চোখের জল মুছিতেছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই শ্বশুর ত্রস্তে চক্ষু নামাইলেন।

"বাবা!"

অত্যন্ত ধীরস্বরে শ্বশুর উত্তর দিলেন, "কেন মা?"

"সনৎকে যদি পড়াতে পাঠাবেন তবে মীরাকে আমার কাছে এনে দেন,—না হ'লে আমি তো থাক্‌তে পার্‌ব না।"

"মীরাকে?—তাকে কোথায় পাব?"

"যেমন কর্‌লে পাওয়া যেতে পারে তেমনি করেই আনুন, তাদেরই অভিমানটা রাখুন।"

অত্যন্ত শ্রান্তস্বরে শ্বশুর বলিলেন, "তারা এখন ত আর আস্‌বে না মা, আর আমিও তা পারব না। এই দেখ মীরার চিঠি, তারা আনন্দেই আছে যখন, তখন আর কেন?"

মস্ত একটা কাগজে আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লেখা একটা দীর্ঘ চিঠি,—শ্বশুরের সম্মুখে যে তিনি কখন কিছু পড়েন নাই সে-কথা বিস্মৃত হইয়া, অরুন্ধতী সাগ্রহে শ্বশুরের হস্ত হইতে কাগজখানা লইয়া মনে মনে পাঠ করিলেন।

"দাদু, তুমি কেমন আছ? আমার তোমার জন্য মন কেমন করে আর দাদার জন্য আর জেঠিমার জন্য মন কেমন করে। তুমি ভারি দুষ্টু, তুমি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছ। জেঠামশাই আমায় খুব ভালবাসেন, তিনি আমায় দেখতে আসেন। বলেছেন দাদাকে শীগ্‌গির এখানে আন্‌বেন। তুমি দাদাকে এখানে পড়তে পাঠিয়ে দাও না কেন? তাকে মূর্খ করে রাখ্‌বে বুঝি! তুমি ভয়ানক দুষ্টু, নিজে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছ, আবার দাদাকেও আসতে দেবে না! আমরা আর তোমার কাছে কখ্‌খোনো যাব না। এখানে কেমন আমি ইলাদিদির সঙ্গে সেজে-গুজে গাড়ী চড়ে ইস্কুলে যাই! তোমাদের ওখানে এমন গাড়ীও নেই, ইস্কুলও নেই। ইলা-দিদি আমার চেয়ে অনেক ভাল লিখতে পারে,—করুণা-দিদির মত সে,—তবু আমাদের চেয়ে কত ভাল পড়ে। তাতে আমাতে দু'জনে মিলে এই চিঠি লিখে তোমায়

পাঠাচ্ছি। ঠিকানা কেমন করে’ জান্‌লাম বল দেখি? কখ্‌খোনো বল্‌তে পারবে না। জেঠামশাইয়ের কাছ থেকে লিখে নিয়েছিলাম, তাই দেখে দেখে ইলাদিদি লিখে দেবে, আমি সেটা লিখতে পারব না। আমি যে তোমায় চিঠি লিখ্‌লাম এ যেন মাকে আর দাদামশায়কে তুমি বলে’ দিও না। ইস্কুল যাবার সময় একে রাস্তার সেই লাল বাক্‌সটায় ফেলে দেব। ইলাদিদি আমায় খামও দিয়েছে। তুমি এবার জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দাদাকেও পাঠিও, একসঙ্গে আমরা লেখা-পড়া কর্‌ব। জেঠামশাই, দাদামশায়কে বলেছেন, তুমি নাকি তাকে ভাল করে’ পড়তে শিখ্‌তে দেবে না। লক্ষী দাদু, তোমার পায়ে পড়ি দাদাকেও পাঠিয়ে দিও। তুমি আমার প্রণাম আর চুমু জেনো। আমি বড় হ’লে মা যখন আমায় কিছু বক্‌তে পারবে না তখন, তোমার কাছে যাব। মা ভাল আছে, মামারা ভাল আছেন, দাদারা দিদিরা আর ইলাদিদি ভাল আছে। সে খুব লক্ষী মেয়ে। আমি ভাল আছি। ইলাদিদির সঙ্গে আমার সব চেয়ে বেশী ভাব। পত্রের উত্তর দিও।

ইতি—সেবিকা মীরা।”

চিঠিখানা পাঠ সমাপ্ত করিয়াও অরুন্ধতী ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কর্ণে যেন মীরার এই কল-ভাষণগুলা একেবারে শব্দের আকারেই আসিয়া লাগিতেছিল। অন্য সব কথা বিস্মৃত হইয়া এই আনন্দপুতুলের বিরহ-বেদনা নূতন করিয়া তাঁহারও বক্ষতলে আঘাত দিতেছিল। গৃহের এই পাখী উড়িয়া গিয়াছে, বুঝি শীঘ্র পরের হইয়া পরের বুলিই শিখিবে। এ ব্যথা যে তাঁহার শ্বশুরের পক্ষে কতখানি তাহা ভাবিতে ভাবিতে অরুন্ধতী নিজের সম্মুখাগত দুঃখকে ক্ষণেক যেন বিস্মৃত হইলেন। কিছুকাল পরে চোখ মুছিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমরা কি করে' থাক্‌ব বাবা?"

"যেমন করে' আছি এমনি করেই মা! সুনন্দ গিয়েছে, মীরাও—"

"ষাট্! আবার আস্‌বে বৈকি তারা ফিরে। ছোট বৌর আর একটু বুদ্ধি পাকলেই বুঝবে, কিন্তু বাবা সনৎকে—"

"আপত্তি কোরো না মা—আনন্দের ইচ্ছায় আর আমি বাধা দেব না। ওরা যেমন চায় তেমনি করেই ছেলেমেয়েদের মানুষ করুক।"

অস্ফুটস্বরে বধূ বলিলেন, "আমি যদি থাক্‌তে না পারি !"

শ্বশুর উঠিয়া আসিয়া নতমুখী বধূর মস্তকে হাত দিয়া আশীর্ব্বাদের মত ভাবে বলিলেন, "পার্‌বে বৈকি—আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তুমি পার্‌বে।"—তার পরে ঈষৎ চিন্তিত-ভাবে সহসা বলিলেন, "কিন্তু সনৎ যদি না থাক্‌তে পারে ?—তুমি কি যাবে মা তার সঙ্গে ?"

"না—না বাবা—আমায় ও কথা বল্‌বেন্ না। আপ-নাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পার্‌ব না"—বলার সঙ্গে সঙ্গে অরুন্ধতী আর্ত্তকণ্ঠে যেন কাঁদিয়াই উঠিলেন।

শ্বশুর আবার বধূর মস্তক স্পর্শ করিয়া দুই হাতে তাহার ঘ্রাণ লইয়া সস্নেহে গভীরস্বরে বলিলেন, "জানি মা তা—তাই থাক, তুমি আমার জন্যেই এমনি করে' থাক ! আমারও সাধ্য নেই যে তোমাকেও ওদের সঙ্গে যেতে দিই। ভগবান এটুকু আত্মসুখ হয়ত আমার মাপ্ করবেন।"

অঙ্গন হইতে একটা বালকণ্ঠ আর্ত্তস্বরে যেন চেঁচাইয়া উঠিল, "দাদামশায়, ঠাকুরদাদামশায় !"

"কে, অরুণ ? তুই—কেন ?"

বলিতে বলিতে স্খলিতপদে ভট্টাচার্য্যমহাশয় গৃহের বাহিরে আসিলেন। সেই মীরা যাওয়ার পর তিনিও আর তাহাকে পড়িতে ডাকেন নাই, সেও তাঁহার কাছে আসে নাই— হঠাৎ তাহার এমন আর্ত্তভাবের আহ্বান,—তাই তিনি যেন চমকিয়া উঠিলেন।

রুক্ষ মলিনবেশে আরক্তচক্ষু নগ্নপদ নগ্নগাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক যেন উদ্‌ভ্রান্তভাবে একদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে সম্মুখে দেখিয়া দ্রুত প্রশ্ন করিল, "আমার বাবা কোথায় বল্‌তে পারেন?"

"তোর বাবা? হরিশ? আমি তো জানি না। কেন, সে কি বাড়ীতে ছিল না?"

"রাত্রেও তো ছিলেন, দুপুর রাত্রে নরু যখন চ'লে গেল—"

"নরু চলে গেল? কোথায়? মারা গেল? হ্যাঁরে— নরু—"

"হ্যাঁ, দুপুর রাত্রে। তার পরে আমরা জেগেই ছিলাম অনেকক্ষণ। আমাদের ঘুমো ঘুমো করে' ঘুমুতে বলে' নিজেও নরুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে রইলেন। ভোর পর্য্যন্ত

আমার ঘুম আসেনি, তার পরে একটু তন্দ্রা এসেছিল, জেগে দেখি বাবা নেই। করুণা বল্‌লে বাবা বাইরে গিয়েছেন। অনেকক্ষণ হ'ল তবু আসেন্ না দেখে খুঁজ্‌ছি, কোথাও পাচ্চি না।"

"চল্ চল্"—বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাহার সঙ্গে ছুটিয়া বাহির হইলেন। নিজের স্থবিরত্ব তখন যেন তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পথে একবার প্রশ্ন করিলেন, "কখন্ গিয়েছে, করুণা আর কিছু বল্‌তে পারলে্ না?"

"বল্‌ছে, একটু সকাল হলেই আস্তে আস্তে উঠে নরুকে চুমু খেয়ে, 'বাবা আমার, ঘরে শুয়ে থাক, বিছানাজোড়া করে' থাক'—বলে' দুয়োর্ খুলেছিলেন। করু 'বাবা' বল্‌তেই, বল্লেন, 'চুপ্ কর্, সকলের ঘুম ভাঙাস্‌নে, বাইরে যাচ্চি।' সে ছেলেমানুষ চুপ্ করেই ছিল। আমি জেগে জিজ্ঞাসা কর্‌তে তবে বল্‌লে।"

"গোয়াল ঘর-টর এদিক খুঁজেছিলি? কোথায় কোথায় খুঁজ্‌লি? কেউ দেখেনি তাকে আজ?"

"কেউ-ই বল্‌তে পার্‌ছে না! আর কোথায় খুঁজ্‌ব? —রাস্তায় রাস্তায় আর বনের দিকে—গ্রামের সব বন ঝোপ্

কোথাও নেই—” বলিতে বলিতে দুই হাতে নিজের মুখটাকে যেন চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ নিরোধ করিয়া বালক থামিয়া গেল। ভট্টাচার্য্যমহাশয় গতির বেগ আরও বাড়াইয়া দিলেন।

৭

পথ এমন বেশী নয় এবং পথিকের গতিও তাঁহার সাধ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল, তথাপি মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের সেই পথটুকুই অতিবাহন করিতে যেন কয়েক দণ্ডই কাটিয়া গিয়াছে, এমনি হতাশাচ্ছন্নভাবে তিনি হরিশ ভট্টাচার্য্যের জীর্ণতর গৃহের দাওয়ার বাঁশের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। প্রবল বর্ষার আক্রমণে সেই শতছিদ্র গৃহের অস্তিত্ব মাত্রই কেবল খাড়া হইয়া আছে, কিন্তু তাহাতে যাহারা বাস করে, গৃহবাস শব্দটি-ই মাত্র তাহাদের সম্বল, গৃহের সুখ-সুবিধার অবশিষ্ট সে গৃহে আর কিছুই নাই। গোহালখানা হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে,

গরুটা মাঠে চরিয়া আসিয়া গৃহস্বামীদেরই সেই আশ্রয়খানার ছাঁচতলায় দাঁড়াইয়া থাকে। সে গৃহে তৈজস বলিতে, সম্বল বলিতে, এখন আর মাটির ভাঁড় ভিন্ন কিছুই নাই। ব্রাহ্মণ হইয়া গোবিক্রয় তো চলে না, তাই কেবল গরুটিও মানুষের সামিল্ হইয়াই তাহাদের সঙ্গে একত্র সমান দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছিল।

দ্বারের সাম্‌নে করুণা ছোট ভাইটিকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে, তাহার শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে-চোখে আতঙ্কের জমাট ভাব। দুইজন প্রতিবাসিনী দূরে দাঁড়াইয়া 'হা-হুতাশ' করিতেছে, কেহ কেহ আসিতেছে যাইতেছে, এবং প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া দুঃখের প্রাবল্যে বাক্‌হীনা বালিকাকে অধিকতর বাক্যরহিত করিয়া তুলিতেছে। ভট্টাচার্য্য-মহাশয়কে দেখিয়াও করুণা মূকের মত কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল মাত্র, কোন শব্দ করিল না।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, মলিন শয্যার উপরে ছিন্ন কন্থায় ও চাদরে সযত্নে কাহাকে যেন ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে, গৃহের মধ্যে আর কেহই নাই। বুঝিলেন,

পুত্রপ্রাণ পিতা এইরূপে পুত্রের শবকে গৃহকোণে ঢাকা দিয়া রাখিয়া নিজে শোকের প্রাবল্যে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে কোথায় গিয়াছে, কিম্বা কি করিয়াছে তাহা কেহ জানে না। এই নরুকে ছোটবেলা হইতে তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন; তাহার বৎসরব্যাপী রোগের জন্য অনেক ঔষধপথ্যও তাঁহারা জোগাইয়াছেন, কেবল এই মাস-দুই তিনি—এবং বুঝি তাঁহার সংসারও—নিজেদের দুঃখে এতই মুহ্যমান হইয়াছিলেন যে, জগতের অন্য কাহারো খোঁজ লইয়া উঠিতে পারে নাই। সেই অভিমানে বুঝি এই মৃতবালক তাহার মুখখানাকে উদ্‌ভ্রান্ত পিতার দ্বারা এমনি করিয়া আচ্ছাদন করাইয়া লইয়াছে। ইহারা জগতের আর কাহাকেও নিজেদের দুঃখ-বেদনাও আর জানাইবে না বা মুখও দেখাইবে না,—এই বোধ হয় তাহাদের সঙ্কল্প।

দেড় বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি—তাঁহার নিজপুত্র সুনন্দকুমারের মৃত্যুর দিন—চোখের উপর যেন নূতন হইয়া ভাসিয়া উঠিল। এক হস্তে নিজের ললাটদেশ টিপিয়া অন্য হস্তে মৃৎপ্রাচীরে ভর দিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই-চারিজন পুরুষ প্রতিবেশীও তখন আসিয়া জুটিয়াছে।

সকলেরই মুখে একই কথা—"কোথায় গেল? পাওয়া তো গেল না!" অরুণের কাতর নিবেদনে কয়েকজন প্রতিবেশীও খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল—ক্রমে একে একে তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসিল। পিতার আগমনের একটু পরে আনন্দকুমারও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি এক ব্যক্তির দ্বারা থানায় খবর পাঠাইয়া ক্রমে শবদাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সকলেই আন্দাজ করিতেছিল হরিশ ভট্টাচার্য্যকেও খুব সম্ভব জীবিত পাওয়া যাইবে না। বালক বালিকা তিনটির জন্য এ কথা সকলেই মনে মনে রাখিয়া, মুখে তাহাদের সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "ভয় কি—পাওয়া যাবে বৈকি, হয়ত কোন্ বনে বসে আছে। এদিকে ঘরে এতো এমন করে' আর রাখা উচিত নয়! বাবা অরু, তুমি আমাদের সঙ্গে চল শবদাহ করে' আসি। তারপরে তোমার বাবাকে আমরা—"

"আনন্দকাকা, বাবা যে নরুকে ঘরে শুয়ে থাক'—বলে' শুইয়ে রেখে গেছেন! তোমরা ওকে ঘরের বার ক'র না কাকা, বাবা এসে কি বলবেন্ আমাদের!"—বলিতে বলিতে অরুণ আর্ত্তভাবে গৃহমধ্যে ছুটিয়া গিয়া সকলকে

তাহার ভ্রাতার শব তুলিতে দেখিয়া এতক্ষণ পরে কাঁদিয়া উঠিল। আনন্দকুমার তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া নানা প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমান বালককে ক্রমে শান্ত করিয়া তাহারা শব ও সঙ্গে অরুণকে লইয়া চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্যমহাশয় উপস্থিত রমণী কয়জনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—"এই মেয়েটি আর ছেলেটিকে কেউ তোমরা আমার বড় বৌমার কাছে দিয়ে আস্‌তে পার?"

একজন বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া বলিল, "সে আর কি, তবে আপনার সংসারেরও তো লক্ষণ চাই ঠাকুর-মশাই! এরা একটু স্নানটান্ করুক—মুখে কিছু দিক্—"

বাধা দিয়া গম্ভীরস্বরে ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "আমার তো অলক্ষণেরই সংসার, সেজন্য তোমরা ব্যস্ত হয়ো না।" তখন অদূরে সনৎকে দাসীর সঙ্গে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে মা আপনিই পাঠিয়েছেন।" তারপরে করুণার গায়ে হাত দিয়া "দিদি ওঠ্"—বলিয়া ডাকিতেই করুণা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, "হারুর বড্ড জ্বর,—তেষ্টা বলে' কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙে যাবে।"

ভট্টাচার্য্য তাহার ছিন্ন অঞ্চলে আবৃত শিশুর শীর্ণ শরীর

ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "উঃ—তাই ত! এরও এত জ্বর! তা জল খেতে দিস্‌নি কেন দিদি?—জল দে।"

"কই জল? জলের কলসী নিয়ে বাবা বুঝি গঙ্গাজল আন্‌তে গেছেন—"

হারুর তৃষ্ণার কথা বিস্মৃত হইয়া তখন ভট্টাচার্য্য শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কলসী নিয়ে তাকে কি যেতে দেখেছিস্ করুণা?"

"আমি তো দেখিনি—কেবল ছোট্‌দাদাকে চুমু খেয়ে ভাল করে' শুইয়ে দিয়ে বাবা উঠে গেলেন, আমায় বল্লেন, 'শুয়ে থাক্ তোরা চুপ্ করে' আমি বাইরে যাচ্চি।' তারপরে দোর্ খুল্লেন দেখে ভয়ে আমি চোখ্ বুজি—"

একজন প্রতিবাসিনী টিপ্পনী কাটিয়া বলিয়া উঠিল, "এমন বোকা ভয়তরাসে মেয়েতো দেখিনি, ভোর হয়েছিল তখন শুনছি, চোখ্ বুজ্‌লি কেন বাছা?—তাইতো তোর বাপ্ এমন করে' চলে যেতে পার্‌লে! অরুটাকে ডাক্‌তেও পারিস্‌নি?"

বালিকা অপরাধীর মত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আমার

মাথার উপরই ছুয়োর, ঘরে থাক্‌ছেন না বলে' বড্ড ভয় লেগে-ছিল। আর হারু ঘুম ভাঙলেই কাঁদবে—খেতে চাইবে, আমি নড়লেই তার ঘুম ভেঙে যাবে তাই—"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বাধা দিয়া বলিলেন, "অরের জন্ত কাল কি ওকে খেতে দিস্‌নি ?"

"কাল আমাদের কারুর-ই খাওয়া হয়নি। বাবা ছোট্‌-দার কাছ থেকে কাল আর নড়েন নি।"

জনৈকা রমণী সখেদে বলিল, "আ কপাল, তা পাড়ার কারু বাড়ী যাস্‌নি কেন বাছা ? অরুটাও তো বড় হয়েছে, ছুটো চাল্‌ চড়াতে পার্‌লে না ?"

"পরশু থেকে চাল্‌ একেবারেই ছিল না। নৈবিদ্যের শুক্‌নো চাল যে-ক'টি ছিল ফুটিয়ে পরশু আমাদের বাবা একবেলা দিয়েছিলেন, হারুর রাত্রের ছুটি অরের জন্ত খায়নি, কাল সকালে খেয়েছিল।"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে কপাল টিপিয়া ধরিতেছিলেন। বুঝিতেছিলেন—শুধু শোকে নয়, এই একটিকে রোগে ও অনাহারে মরিতে দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ বুঝি বুঝিতে পারিয়াছিল,—এইটি মাত্র নয়, ধীরে

ধীরে সব ক'টিকেই হয়ত এইরূপে অনাহারে অচিকিৎসায় বিদায় দিতে হইবে। ছোটটার তো পেটজোড়া প্লীহা লিভার, গায়ের রং একেবারে মলিন হরিদ্রাভ! তাহার উপর এই কদন্ন পথ্য,—তাহাও জুটিতেছে না। রাত্রি প্রভাতে পুত্রের শবদাহ করিতে সে লোকের সাহায্য চাহিবে, না, বাকি তিনটিকে খাইতে দিয়া বাঁচাও বলিয়া সকলের দ্বারস্থ হইবে? তাই বুঝি হরিশও সর্ব্বচিন্তার অতীত স্থানে পুত্রের সহযাত্রী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া গেল? কোন্ উপায়ে? অন্ততঃ দেহের সন্ধানটুকুও তো পাওয়া চাই। আর যদিই এখনো প্রাণটা নষ্ট করিতে না পারিয়া থাকে!—আবার তিনি করুণাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোর বাবা কি কিছুই নিয়ে যায়নি করুণা?"

"জেঠিমা পূজোর সময় আমায় যে একখানা নতুন কাপড় দিয়েছিলেন সেইখানা বাঁশ থেকে টেনে নিলেন। আর তিনি চলে যাবার পর বাইরে জল ফেলার মত শব্দ হয়েছিল—"

প্রতিবাসিনীরা সত্রাসে বলিয়া উঠিল, "হেই-মা! কলসী দড়ি সবই তা হ'লে গুছিয়ে নিয়ে গেছেন!—তা হ'লে দাদাঠাকুর—"

সনতের সঙ্গিনী তাহাদের দাসী দাস্থরমা সকলকে ভৎ´স-নার স্থরে বাধা দিয়া বলিল, "কি তোমরা বক্‌ছ গো, যা কপালে আছে হবে, তাই বলে' আগে থাক্‌তে বাছাদের ভয়ে আধমরা করে দিও না। মনের দুঃখে হয়ত তিনি কোন্ দিকে চলে গিয়েছে দু'দিন বাদে এদের মনে পড়লেই আবার ফিরে আস্‌বে।" তারপর একজন প্রৌঢ়া সধবার পানে চাহিয়া বলিল, "হাঁ বৌ, তোমার ননদকে যে দেখ্‌ছিনে, কৈবর্ত্তদিদি কোথায় ? তিনি থাক্‌লে এ সময়ে এদের একটু দেখ্‌ত শুন্‌ত,—তানার এদের ওপর ভারি 'মৃয়া'।"

উল্লিখিতা কৈবর্ত্তগৃহিণী সিঁথার উপর একটু কাপড় টানিয়া দিয়া (কেন না দাস্থর মা তাহাকে 'বৌ' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বধূত্বের পর্য্যায়ে পড়িয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে হইল), এবং এতক্ষণ খুব জোরে জোরে কথা কহিলেও এখন কণ্ঠস্বরকে অপেক্ষাকৃত সংযত করিয়া বলিলেন, "আঃ কপাল, সে যে আজ সাতদিন জ্বরে বেহুস্ হ'য়ে প'ড়ে আছে, ক্যাঙ্‌লা দিনরাত কাছে বসে আছে, মুখে জল দিচ্চে বাতাস দিচ্চে। তানার হুঁস্ থাক্‌লে কি এতখানি হ'তে পারত ? আমরা সংসার নিয়ে, কাচ্চা-বাচ্চা 'রোগভোগ' নিয়ে,

বিব্রত দিদি, আমাদের যদি বল্‌ত একটু ডেকে দাও, তাও বা না হয় কাল রাত্রে বাড়ীর পুরুষদের কারুকে আগ্‌লাতে পাঠাতে পারতাম্, তা এনারা তো কেউ কিছু বলেনি—কি করে জান্‌ব যে এতখানি হ'য়েছে।" কৈবর্ত্তগৃহিণীর মৃদুস্বর ক্রমে ক্ষুণ্ণতার ক্ষীণতায় নিমগ্ন হইয়া গেল। ইহারাই হরিশ ভট্টাচার্য্যদিগের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ প্রতিবাসী, যদিও সে ঘনিষ্ঠতাটুকু নগরবাসীদের পক্ষে দূরত্বের পর্য্যায়েই পড়ে। মাঝে বিঘাখ্যানেক জমিতে নানা আগাছায় বেশ বন হইয়াছে, সেজন্য গৃহবাসীদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও হয় না এবং ডাকিতে হইলেও কণ্ঠস্বরকে সর্ব্বোচ্চ গ্রামে তুলিতে হয়, তথাপি ইহারা এই ঘটনায় সকলের কাছে নিজেদের লজ্জিত বলিয়াই অনুভব করিতেছিল।

তাহাদেরই উপর হরিশ ভট্টাচার্য্যের পরিত্যক্ত গৃহের ভার দিয়া মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য করুণার হাত ধরিয়া এবং রুগ্ন শিশুটিকে দাসীর কোলে দিয়া নিজগৃহে যাইবার জন্য উঠিতে-ছেন, এমন সময়ে শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজন ব্যস্তভাবে আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'আনন্দ দা'ঠাকুর তাঁহাকে শ্মশানে আহ্বান করিতেছেন—তাঁহাকে এখনি একবার

যাইতেই হইবে।'—আগত ব্যক্তির ভাব-ভঙ্গীতে তাহারা যে হরিশ ভট্টাচার্য্যেরই কোন সন্ধান পাইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া তখন সনতের হাতে করুণাকে সমর্পণ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাদের গৃহে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে "ব্যাপার কি?" প্রশ্ন করিতে করিতে তিনি আগন্তুকের সঙ্গে শ্মশানযাত্রার উদ্দেশে পথে বাহির হইতেই দেখিলেন, সম্মুখে থানার দারোগা সঙ্গে দুই-চারিজন লোক লইয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয়দের আহ্বান জানিয়া 'ব্যস্ত-সমস্ত'ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে তখনি ব্যাপারটা জানাইয়া সেই গৃহেরই দিকে একবার ফিরিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন কিন্তু সঙ্গী আগন্তুকের নিবারণে তাহার আবশ্যক হইল না। সে বলিল, "দারোগামশাই এসে প'ড়ে ভালই হয়েছে,—উনিও চলুন—গিয়ে যা করা উচিত মনে করেন করুন।"

"কেন—কেন—কি ঘটেছে বল দেখি? হরিশকে দেখতে পাওয়া গেছে?"

সমবেত কণ্ঠের এককালীন প্রশ্নে বিব্রত হইয়া সে ব্যক্তি বলিল, "আজ্ঞে না—তবে ঘাটের অনেকটা দূরে যে

মুর্দ্দাফরাশ্ দু'ঘর বাস করে—তাদেরই একজন বল্ছে—ভোর্বেলা একটা পৈতা গলায় দেওয়া বামুন নূতন লোক একটা কাপড় কাঁধে ফেলে আর একটা মেটে কলসী নিয়ে ঘাটে যেন স্নান করতে নামছিল সে দেখেছে। কে-না-কে বুঝি কোন ছোট ছেলে ফেলে দিতে কি পুঁতে ফেল্তে এসেছে মনে করে' সে আর কোন খোঁজ করেনি—তখনো ভোর ব'লে শুয়ে পড়ে। এই কথা শুনে আনন্দ দা'ঠাকুরের খুব সন্দেহ হয়েছে, তিনি বল্ছেন, জেলে ডাকিয়ে ঐ-খানটা খোঁজাতে হবে,—তাই আপনাকেও ডাক্ছেন!"

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য স্তব্ধভাবে পথেই দাঁড়াইয়া গেলেন—তাঁহার চরণ আর যেন চলিতে চাহিল না। দারোগা তাঁহার দিকে সহানুভূতির ভাবে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি না হয় বাড়ী যান্ ভট্‌চায্‌মশায়! একেতো শ্মশানে একটি বালক দাহের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ানো—তাতে এই শোচনীয় ব্যাপারের খোঁজে আরও কি কাণ্ড সম্মুখে উপস্থিত হবে বলা যায় না। আমি তো এসেছি, আপনি বাড়ী যান্।"

তারপরে সেই গ্রাম্য লোকটির পানে চাহিয়া দারোগা

বলিলেন, "বাপু, তুমি আমার এই চৌকিদারটাকে গোটা-কতক জেলের আর ডিঙ্গির সন্ধান শীগ্‌গির যাতে হয়—"

বাধা দিয়া চৌকিদারদ্বয় "এজ্ঞে আমরা এই গাঁয়েরই তো চৌকিদার, এ গাঁয়ের নাড়ী-নক্ষত্র চিনি, ওনাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমরাই জেলে, ডিঙ্গি সব আনাই" বলিয়া দুইজন জেলে ডাকিতে চলিয়া গেলে অবশিষ্ট দুই-জনকে লইয়া দারোগা—"আপনি তবে বাড়ী যান ভট্‌চায্‌ মশায়" বলিয়া শ্মশানের দিকে পদচালনা করিলে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যমহাশয় সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "না—আমারও যাওয়া দরকার" বলিয়া তাহাদের পশ্চাতে চলিলেন; গ্রামস্থ ব্যক্তিটিও তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

শ্মশানে তখন চিতা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিশ্চিতকে ভস্মীভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়া তখন সকলে অনিশ্চিতের সন্ধানে গঙ্গার জলের দিকে চাহিয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য গিয়া একেবারে জলের উপরেই দাঁড়াইলেন। চিতার দিকেও তিনি চাহিতে পারিতেছিলেন না, আবার জলের দিকে চাহিয়াও প্রস্তর প্রতিমার মত নির্ব্বাক নিস্পন্দ

হইতেছিলেন। বালক অরুণও নির্ব্বাকভাবে তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

দারোগা সঙ্গী দুইটিকে জলে নামাইয়া খানিকক্ষণ হয়রাণ করার পর জেলে ও তাহাদের ডিঙ্গি আসিল এবং অবিলম্বেই একটু ডুবন জল হইতে হরিশ ভট্টাচার্য্যের দেহকে তাহারা টানিয়া তুলিল। গলায় কন্থার কাপড় দিয়া সেই গৃহের কলসী বাঁধা, এখন তাহা পূর্ণতোয়। এই দৃশ্য দেখিতেই শোক মনস্তাপ ও অনাহারজীর্ণ দুর্ব্বল বালক একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের পায়ের নিকটে পড়িয়া গেল। মৃত্যুঞ্জয়ও সঙ্গে সঙ্গে সেই জলের উপরেই বসিয়া পড়িয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া দেখিলেন, বালকের সংজ্ঞা নাই।

আনন্দকুমার প্রভৃতি আসিয়া পিতা ও বালককে জল হইতে তীরে আনিয়া বালকের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ওদিকে দারোগাও মৃত দেহকে তীরে তুলাইয়া গলার কলসী খুলাইয়া জীবনের কোন চিহ্ন আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ নানাবিধ উপায়ও চলিল। শেষে সমস্তই নিরর্থক বুঝিয়া সকলেই নিবৃত্ত হইলেন।

দারোগার অনুমতিতে নির্ব্বাণপ্রায় পুত্রের চিতার পার্শ্বে পিতারও চিতা সজ্জিত হইল। শবের যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চিতায় তোলা হইলে মৃতুঞ্জয় নিজের ক্রোড়ের নিকটে জড়-প্রায় উপবিষ্ট অরুণকে 'অরুণ' বলিয়া সম্বোধন করিতেই অরুণ 'বাবা' বলিয়া একটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কম্পিতহস্তে তাহাকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আজ হতে আমি তোমার বাবা, অরু আমি তোর বাবা।" বালকের কর্ণে তখন যেন কোন শব্দই প্রবেশ করিতেছিল না, স্তব্ধনেত্রে সে কেবল পিতার শবের পানে চাহিয়া ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাহাকে প্রায় কোলেই লইয়া তাহার হাত ধরিয়া কোনরূপে শবের মুখাগ্নি ক্রিয়া শেষ করাইয়া দিলেন। চিতা জ্বলিতে লাগিল, হরিশ ভট্টাচার্য্যের সকল জ্বালা গঙ্গার জলেই জুড়াইয়াছিল, এখন তাহার শোকতপ্ত অনশনদগ্ধ দেহটা আর একবার ধূ ধূ করিয়া সকলের চোখের সামনে অগ্নিবৃষ্টি করিতে করিতে শেষে ক্লান্তির অঙ্গারে শান্তির পাংশুবর্ণে রূপান্তরিত হইতে চলিল। মুখাগ্নির পরে বালককে সকলে গৃহে পাঠাইতে চাহিলে সে সম্মত হইল না। নিঃশব্দে

বসিয়া পিতার অগ্নিদাহ দেখিতে লাগিল। তাপ লাগিতেছে বলিয়া একটু দূরে সরিতে বলিলেও সে কথা সে কানেও তুলিল না।

জীবিত অবস্থায় হরিশ ভট্টাচার্য্যের সুখ দুঃখে কেহ সাহায্য না করিলেও এখন তাহাদের প্রজ্জলিত চিতায় সপ্তশলাকা নিক্ষেপ করিয়া এবং দাহ অন্তে সপ্তকলসী জল ঢালিয়া উভয় চিতা ধৌত করিয়া শ্মশানযাত্রীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেন এবং স্নানান্তে সদ্য পরলোকপ্রাপ্তদের উদ্দেশে তাহার পুত্রের সঙ্গে তিন অঞ্জলী গঙ্গোদকে তর্পণ শেষ করিয়া 'হরিবোল' শব্দে গ্রাম মুখরিত করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিলেন।

অরুণকেও স্নান তর্পণ শেষে পুত্রোচিত বেশে সঙ্গে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ও আনন্দকুমার নিজেদের গৃহে পৌছিয়া দেখিলেন, অরুন্ধতী বালকটিকে দুগ্ধ পান করাইয়া শোয়াইয়া রাখিয়াছেন এবং করুণা স্নানান্তে নিঃশব্দে তাহার মাথার কাছে বসিয়া আছে। সনৎও তাহাদের নিকটে ছিল! তাঁহাদের দেখিতেই করুণা 'দাদা, বাবা?' বলিয়া একটা অবোধ্য আকুল প্রশ্নের সঙ্গে দাঁড়াইতে গিয়াই বসিয়া

পড়িল। অরুন্ধতী তাহাকে কোলে করিয়া ধরিতেই মৃত্যুঞ্জয় নিকটে গিয়া নিজ পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "মনে রেখো মা, আজ থেকে এই তোমার মীরা, এই আমার মীরা।"

বেলা আর তখন নাই। ক্ষুৎপিপাসাতুর শোকার্ত্ত বালক-বালিকাদের আহারের জন্য অরুন্ধতী কিছু ফলমূল ও দুগ্ধ আনিয়া উপস্থিত করিতেই মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মাটির দু'খানা নূতন পাত্র আর খানিকটা কাঁচা দুধ গঙ্গা-জল আনতো মা!" বধূ যথাদিষ্ট করিলে তিনি অরুণকে ডাকিলেন, "অরুণ চল্, একবার তুলসী তলায় চল্। এই দুধ আর গঙ্গাজলভরা পাত্র দুটো ঐখানে রেখে মনে মনে তোর বাবাকে আর নরুকে নিবেদন করে' দাঁড়া, তাঁরা এখন দেবতা কিনা, স্বর্গে এই-ই তাঁরা খাবেন। তাঁদের উদ্দেশে বল—

শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইয়ং ক্ষীরং ইদং নীরং ভুক্ত্বা পীত্বা সুখী ভবেৎ॥

পিতা ও ভ্রাতার উদ্দেশে এই দুগ্ধ ও জল নিবেদন করিতে অরুণের সমস্ত শরীর বেত্রের মত কাঁপিতেছিল।

পিতার অনশনক্লিষ্ট মুখ ও কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু যেন তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিতেছিল। এই একটু দুধই যে শেষ বেলায় নরুকে তাহারা দিতে পারে নাই তাহা তাহার মনে পড়িতেছিল।

বালিকা করুণা কিন্তু শোকমুগ্ধচিত্তে এই অনুষ্ঠান দেখিতে ও মন্ত্র শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিল, 'এতক্ষণে বাবা একটু খেতে পেলেন। ক'দিন যে একেবারেই খান্‌নি।' বাপের শেষ অবস্থার কথা বিশেষ করিয়া না শুনিলেও তিনিও যে নরুর সঙ্গেই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন তাহা করুণা বেশই বুঝিতে পারিয়াছিল।

৮

পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য আরও খানিকটা বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র পুত্রবধূ প্রৌঢ় বয়সে পৌছিতেছেন আর তাঁহাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্রকন্যার মতই যত্নে যাহারা পালিত হইতেছে তাহারা কেহ কেহ কিশোরত্ব হইতে যৌবনে প্রবেশ করিয়াছে, কেহ কেহ বা বালিকা বয়স হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিতেছে। একই স্থানের মধ্যে ঠিক্ পাশাপাশিভাবে স্থিত প্রকৃতির বিচিত্রতার চরম আদর্শ মানুষের এই জীবন। কলি ফুটিতে যাইতেছে, ফুটিয়াছে, আবার ঝরিতেও চলিয়াছে। তাহাদের অন্তরের মধ্যেও ঠিক্ এমনি বিচিত্রতা। নূতন আশায় নব

উদ্যমে তরুণ আদর্শে নবীন জীবন-ফুল নবীন সৌরভে ফুটিয়া উঠিতে চায়,—মাঝামাঝি দাঁড়াইয়া প্রৌঢ় জীবন শ্যামল পত্রের মত তাহাদের আপন স্নেহচ্ছায়ায় ফুটাইয়া তুলিয়া তাহাদের নিজ নিজ জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে দিতে উৎসুক,—ওদিকে বৃদ্ধ বৃক্ষকাণ্ড, ডালপালা নাড়িয়া বলে, "ওকি বাড়াবাড়ি! এতো ভাল নয়—চুপচাপ স্থির হইয়া থাক বাপু—এ আলো, এ বাতাস এতো নিত্যকার—এর জন্য উদ্দাম হইয়া নিজের শক্তির অপচয় কেন কর!"

এই সুদীর্ঘ বৎসরগুলির মধ্যেও মীরার মাতার কিম্বা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের মন নরম হয় নাই। তাঁহারা কেহই কর্ত্তব্যের কিম্বা স্নেহের নিকটে নত হন নাই; মীরা তাহার মাতুলালয়েই পালিতা হইতেছে। ভট্টাচার্য্য জানেন যে, আনন্দ তাহার কর্ত্তব্য সমানেই পালন করিয়া যাইতেছেন এবং সেই জন্যেই হয়ত তাহারা আরও তাঁহার নিকটে আসে নাই, ভবিষ্যতের ভাবনাতেও বোধহয় তাহারা নিশ্চিন্ত; কিন্তু তিনি ইহার জন্য এমন কোন বিরক্তি বা বেদনা বোধ করিতেন না, যতটা তাহাদের তাঁহার উপর অবিশ্বাস ও এই অস্নেহ প্রকাশে বোধ করিয়াছিলেন।

সনৎ প্রশংসার সহিত ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এখন আই-এ পড়িতেছে। বাপের নিকটে থাকিয়া সে প্রায় প্রতিদিনই তাহার কাকিমা ও বোন্‌টির স্নেহ-সঙ্গ পাইয়া থাকে। তাই মাতার অভাব শীঘ্রই তাহার পূরণ হইয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তাহাকে সকলে অত্যন্ত সমাদরও করিয়া থাকে। আনন্দকুমারও তাঁহার সৌজন্যে স্নেহে ও সদ্ব্যবহারে সেই বিরূপ কুটুম্বদেরও তাঁহাদের প্রতি অতি সদয় রাখিয়াছিলেন।

অরুন্ধতী বৃদ্ধ শ্বশুর এবং তাঁহার সংসার, দেব সেবা ও আশ্রিতগুলিকে লইয়া একই ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার শ্বশুরের এক সময়ের আদেশ এখন তাঁহার অস্থিমজ্জায় রক্তমাংসে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। করুণা তাঁহাদের সংসারে মীরার স্থান অতি সহজেই অধিকার করিয়াছে এবং বুঝি সনতের স্থানও কতকটা অরুণ ধীরে ধীরে দখল করিতেছে। শ্বশুর অরুণকে যতখানি ভালবাসেন ততখানি স্নেহ যেন প্রবাস হইতে অল্প দিনের জন্য আগত সনৎকেও দিয়া উঠিতে পারেন না, সময়ে সময়ে এই সন্দেহে অরুন্ধতী বেদনাও বোধ করেন ; আবার অরুণের স্নিগ্ধ

স্বভাবে ও সদ্‌গুণে নিজেই মুগ্ধা হইয়া পড়েন। করুণা ও অরুণের শিশু ভ্রাতাটিকে ইঁহারা অনেক চেষ্টায়ও বাঁচাইতে পারেন নাই। এ-বাড়ীতে আসার দুই তিন মাসের মধ্যে সেটিও মৃত পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গী হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্যমহাশয় অরুণকে গ্রাম্য স্কুলে ম্যাট্রিক্ পাশ করাইয়া লইয়াছিলেন। তাহার পরে এই তিন বৎসর তাহাকে অতি যত্নে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের সহিত ন্যায়-স্মৃতির পাঠও কিছু কিছু দিতেছেন। তিনি নিজে যৌবনে স্মৃতিতীর্থ, ন্যায়রত্ন, কাব্যসরস্বতী ইত্যাদি কতকগুলা উপাধি একাধারেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত-সমাজের বহু সুধী ব্যক্তি তাঁহার নিকটে শাস্ত্রের অনেক দুরূহ তত্ত্বের মীমাংসার জন্য আসিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত সভায় তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট। নিজের শ্রেণীর মধ্যেও তিনি একজন সমাজপতি। কিন্তু এখন বেদান্তের বিচারে 'শঙ্করভাষ্য' এবং বৈষ্ণব আচার্য্যগণের 'মীমাংসা সূত্র' লইয়াই প্রৌঢ় বয়স হইতে দিন কাটাইতে-ছিলেন। যেখানে যেখানে ইহার আলোচনা হইত সেই সভায় কিম্বা উপযুক্ত ব্যক্তি পাইলে তাঁহার সহিত এই বিষয় লইয়া চর্চ্চা করাই তাঁহার জীবনের সবচেয়ে উপভোগের বস্তু

ছিল। বাল্য ও যৌবনের অধীত স্থায় স্মৃতি কাব্য প্রভৃতির সঙ্গে কোন খোঁজই এতদিন রাখেন নাই। যৌবনে কিছুদিন একটি টোল খুলিয়া কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিজের এই তত্ত্বপিপাসু অন্তরের ক্রমবর্দ্ধিত সিদ্ধান্ত তর্কজালের বেড়ায় কর্ম্মজীবনের আদর্শ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৈত্রিক অনেকটা সম্পত্তি থাকায় তিনি মাঝে একটু বেশী বিষয়ীও হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এখন এই বৃদ্ধ বয়সে নাতি নাতিনীকে পাইয়া সেই যৌবনের উৎসাহ ও আদর্শ কতকটা তাঁহাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। নিজের আদর্শে তাহাদের জীবন ও তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতে অত্যন্ত সাধ হইয়াছিল। ভাগ্য তাঁহাকে তাহা দিল না, কিন্তু এই শেষ বয়সে অন্তরের অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারাকে যাহারা নির্ঝরের আকার দিয়াছিল তাহাদের অভাবেও সেই স্রোতধারা তো মরিল না। ভাগ্যের বিপর্য্যয়ে যাহারা তাঁহার কারুণ্যের আশ্রয়ে আসিয়া মস্তক পাতিয়া দাঁড়াইল—তাহাদেরই অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের এই নব জীবনী-ধারা অজস্রধারে নামিতে লাগিল। তাই তিনি

অরুণকে মাত্র শিক্ষা দিয়া থামিতে পারিতেন না। করুণা-কেও এই পাঁচ বৎসরে বাংলার সঙ্গে বাংলার ব্যাকরণেরও কতকটা পড়াইয়া লইয়া উপক্রমণিকায় প্রবেশ করাইয়া-ছিলেন। করুণাকে পড়াইতে পড়াইতে পদে পদে তাঁহার সেই নব উন্মেষিতমেধাস্ফূর্ত্ত শিখাময়ী বালিকা মীরাকে মনে পড়িত। করুণা মীরার এ স্থানটি ততখানি অধিকার করিতে পারিত না! করুণার মনটি অরুন্ধতীর ঘরের কাজের সাহায্য আর ঠাকুর সেবার উদ্যোগের নিখুঁত পারিপাট্য সাধন করিতেই বেশী উৎসুক হইয়া থাকিত। ভট্টাচার্য্য বুঝিতেন বাল্যে যাহাদের জীবনে এত বড় বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে তাহা-দের প্রাণশক্তি তত বেশী সজীব হইবার কথাও নয়। মেধা জিনিষটিও সকল পাত্রে সমানভাবে থাকে না। তবুও তিনি এখানেও নিরুৎসাহ হন নাই।

তাঁহার অন্তরের ক্ষুধা বিশেষভাবে মিটিত অরুণকে লইয়া। সে যেন দ্বিতীয় অর্জ্জুন। যে পাঠ তাহাকে যেদিন দিতেন তাহা যেন সে পূর্ব্বেই আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। 'দৃষ্টিপাত মাত্র তাহা শিখিলা অর্জ্জুন'—কাশীরাম দাসের কবিতার এই চরণটি অরুণের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই তাঁহার মনে পড়িত।

সেদিন প্রভাতে করুণা একখানি লাল চেলির কাপড় পরিয়া সাজি হাতে উঠানের ফুল গাছ হইতে ফুলগুলি তুলিয়া লইতেছিল। তাড়াতাড়ি ঠাকুর পূজার উদ্যোগের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত করিয়া ফেলিলে জেঠিমার আর বেশী আপত্তি চলিবে না, একা তাঁহাকে সংসারের সমস্ত কাজ দেখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত হইতে হইবে না,—এই ইচ্ছায় বালিকা দ্রুতহস্তেই ফুল তুলিতেছিল। এমন সময় কৈবর্ত্ত-পিসি আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া হাঁকিল, "কইগো, আমার করু মা কি করছ গো?"

"এই যে পিসি ফুল তুল্‌ছি" বলিয়া করুণা কুন্দ ফুলের ঝাড়ের আড়াল হইতেই উত্তর দিল। তারপরে একমুখ আনন্দের হাসি লইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিল, "ক'দিন আসনি যে পিসি? ভাল ছিলে ত?"

"আর বাছা ভাল থাক্‌ব না ত আমাদের কি যমে চোখে দেখতে পায়? ঘোলের ননীটুকু আর দুধের সরটুকুর ওপরে একা মানুষের নয় দেব্‌তাদেরও নজর পড়ে! নৈলে সেবার অমন হয়েও মলাম্ না. যেতে গেল কিনা ভাল ভাল জিনিষ ক'টি। হারে আমার পোড়া

কপাল!” বলিয়া নিজের কপালে সজোরে একটা চাপড় মারিয়া কৈবর্ত্ত-পিসি উঠানেরই এক পাশে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িল।

করুণার হাসিভরা মুখখানি মুহূর্ত্তে স্মৃতির নিদারুণ স্পর্শে ফুলের মত আওরাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল চোখ্ দু'টি হাতের সাজির পানে স্থির হইল।

“এই যে কৈবর্ত্ত ঠাকুঝি, এস এস! তোমার কাঙালী-চরণ ভাল আছে তো? শুন্ছি নাকি তার বিয়ে দিয়ে বৌ আন্ছ শীগ্গির?”

কৈবর্ত্ত-ঠাকুঝি আনন্দগদগদকণ্ঠে “এই তোমাদের ‘ছিচরণ’ কৃপায় বৌঠান্ যদি হয়, নৈলে আমার কি তেমন ভাগ্যি!” বলিতে বলিতে গলায় আঁচল দিয়া সম্মুখের পট্ট-বস্ত্রপরিহিতা সদ্যঃস্নাতা শান্ত স্নিগ্ধমূর্ত্তি অরুন্ধতী দেবীর পায়ের নিকটে গোটা কতক ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দে প্রণাম সারা করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

“তোমার একা কাঙালী একশো হোক্, মনের মত বৌ আসুক—আর নিজে কিছুদিন তাদের নিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে ঘর কর! সেবার তো মরেই গিয়েছিলে! কাঙালীর বৌ

দেখবে বলেই বেঁচেছ! তা তোমার কাঙালী ক'বছরের হ'ল ঠাকুঝি?—সনতেরই জুড়ি' না?"

"বৌঠানের আমার সব হিসেব ঠিক্ থাকে! যখন সব ঘুচিয়ে ক্যাঙ্গলাকে কোলে নিয়ে ভাইয়ের ঘরে এনু তখন তোমার সনৎ ঠাকুরও ঠিক্ ত্যাতো বড়ই! তুমি আপুনি বল্লে 'আমার সনতেরই জুড়ি'—তাইতে মনে আছে কথাডা; নৈলে আমাদের চাষার ঘরে আবার বয়েসের হিসেব!"

"তা হ্যাঁ ভাই, এই বছর সতোরোর ছেলের এখনি বিয়ে দেবে?"

"বৌঠান—তোমাদের ভদ্দরের ঘর নয়ত যে ছেলের নেকা-পড়া হবে না। আমাদের ঘরের ছেলের এর চেয়েও ছোটতে বিয়ে হয় দেখনি কি? এতদিন ভাইয়ের ঘরে ছিলাম, এখন নিজের একখানা ঘর করেছি, দু'টো গরু বাছুরও ক্যাঙ্লার হয়েছে, জোয়ান্ মরদের খাটুনি খাটে সে এখন, আমিও বুড়ো হয়েছি, এখন একা কি আর সব দিক দেখ্তে পারি বোঠান্? এই বেলা একটা বৌ এলে তাকে যে ক'বছর বাঁচি শিখিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যাই। অমর তো নই, 'একদিন তো মরবই, তখন আমার ক্যাঙলার মুখ চাইতে আপনি

বল্‌তে পিথিমীতে কে থাকবে? তাই মনে করছি এইবার ক্যাঙলার বিয়ে দিই!”

“তা’ বটে” বলিয়া অরুন্ধতী যেন অন্যমনার মত একটু চুপ করিয়া থাকিলেন। নিকটেই সাজি হাতে অরুণাকে দেখিয়া তখনি হাসিয়া বলিলেন, “এই শীতে সকালে ঠাকুর ঘরের কাজে না জুটলেই নয় করু? ঠাকুর এখনি পড়বার জন্য ডাকাডাকি করবেন! ঠিক্ সণ্টুর মত স্বভাব তোর—বাবাকে কেবলই ফাঁকি দেবার চেষ্টা, না?”

করুণা একটু লজ্জার হাসি হাসিতে আবার তাহার পীঠে হাত দিয়া সস্নেহকণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন, “এই শীতের সকালে ঠাণ্ডা চেলি পরে জেঠিমার কাজের সুসার করতে আস্‌তে কে বলে তোমায়? যাও—”

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া ‘কৈবর্ত্ত-পিসি’ তাড়াতাড়ি তাহার ‘পিসি’ পদের উপযুক্ত ভাষায় বলিল, “ওমা, সেকি কথা বোঠান্? এখন তো করু-মা আমার ছেলে মানুষটি নেই! এখন তোমার ‘হাত্‌নুরকুৎ’ হ’য়ে সব না করবে ত ঘর সংসার করা শিখ্‌বে কবে? আর কতদিনই অমন নেকা-পড়া শেখাবে? এইবার ঘরকন্নার ভারওতো দিতে হবে। মার

আমার ক'বছর হোলো গা বোঠান্? বারো বচ্ছর হ'য়ে গিয়েছে, না?"

"তেরো পুরলো ঠাকুঝি! আমাদের সমাজেও দশ বছরের মেয়েরই বিয়ে দেওয়া এতদিন চলেছে তো। আমি, ছোট বৌ আমরা তো আট বছর ন'বছরে এ ঘরে এসেছি! কিন্তু মীরারও তো এখনও বিয়ে দেওয়া হয়নি, সেও বারো পুরলো, —তার অরু করুর এক সময়েই বিয়ে দেওয়া যাবে মনে করা যাচ্ছে। যে রোগা করু—তেরো বছর ব'লে কি মনে হয়? যেন দশ বছরের মেয়েটি; তাই বাবা আরও গা করেন না। আমাদের মীরা শুন্‌ছি খুব বাড়ন্ত হয়েছে। তার বিয়ে আর না দিলেই নয়!"

"কেন বোঠান্, আমার করু মা'কেই কি অসাজন্ত দেখাচ্চে? চেলির কাপড়খানি প'রে ঠিক যেন লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ, ঠিক্ যেন বিয়ের কনে—"

"লক্ষ্মীই তো—আমার মা লক্ষ্মী! তাই তো ভাব্‌না ঠাকুঝি কার ঘরে দেব—কাকে দেব! যাকে দেব সেটি সুপাত্র হওয়া চাই! যাকে তাকে অমনি—"

ঘোরতর বিস্ময়াবিষ্টভাবে কৈবর্ত্ত-ঠাকুঝি অরুন্ধতী

দেবীর পানে চাহিয়া বলিল, "ওকি বল্‌ছ বৌ ঠাকরুণ? কার ঘরে করুণাকে দেবে? আমার করু-মা কি তোমারই ঘরের লক্ষ্মী হবে না? গাঁয়ের শুদ্দুর ভদ্দর, বামুন চাষা, সবাই তো এই কথাই বলে যে, সনৎ ঠাকুরের নিতান্ত ছেলে বয়েস! তোমাদের বামুন ভদ্দরের ঘরে ষোলো সতেরো বছরের ছেলের বিয়ে দেয় না বলেই আমাদের করু-মাকে এতদিন বিয়ে না দিয়ে আইবড় করে রেখেছ! নৈলে তোমাদের ঘরের মেয়ে কি তেরো চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত বিয়ে না দিয়ে রাখা চলে! ঘরে ঘরে হবে তাই কথা নেই। ঐ মুখুয্যে ঠাকুর—রায় বাড়ীর সবাই—এই কথাইতো বলে! সবাই বলে করু-মা-ই আমার সনৎ ঠাকুরের কনে! তুমি আজ যে নতুন কথা বল্‌ছ বৌ ঠাকরুণ!"

অরুন্ধতী স্তব্ধ হইয়া গেলেন। ত্রস্তে করুণার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে পিসির সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঠাকুর ঘরের দিকে ফিরিয়া চলিয়াছে। অরুন্ধতী এইবার একটু জোরের সহিত বলিলেন, "না না, ও কথা বলতে নেই ঠাকুর্ঝি। সনৎ করুণা—"

'পিসি' পরিতুষ্ট হাস্যের সহিত ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বৌ ঠাকরুণ, সে কথাও চাটুয্যে গিন্নির কাছে শুনেছি! তোমাদের ঘরে নাকি বিয়ের দু'চার্‌দিন আগে আশীর্ব্বাদ না হ'লে মুখ দিয়ে সে কথা আনো না। যে মেয়ের দায় দৈবির পাকে আশীর্ব্বাদ আর সবার এ কথা জানাজানির পরে বিয়ে ভেঙে যায়, সে মেয়ে 'অন্নপূর্ন্বো' না কি বলে তাই হয়। সে মেয়ে কেউ বিয়ে করে না, করলে জাত্‌ যায়! তা আমি কি কারু কাছে মুখে আনব বৌ ঠাকরুণ! এমনি মনের আহ্লাদে বলে' ফেলেছি বই তো নয়। আর তোমাদের কাছে কি তেমন অন্যায় কিছু হবার যো আছে, ভদ্দর লোকেরাই তেমন কাজ করে না, তোমরা তো দেবতা। আমার অরুণকে তোমরাই বাঁচিয়েছ, মানুষ কর্‌ছ, বাছা আমার পথ দিয়ে যায় পথ যেন আলো করে যায়, সাতবার ষাট্‌ ষাট্‌ বলে' চোখের জল মুছি। সবাই বলে, 'অরুণকে ঠাকুরমশাই নাত-জামাই করবেন। আর করুণা তো ঘরের লক্ষ্মী হয়েই আছে!' বল্লেই বা বোঠান্—তাতে দোষ কি! তোমরা কি কথার নড় চড়্‌ করবার মানুষ?"

অরুন্ধতী এতক্ষণ কৈবর্ত্ত-পিসির বাক্যস্রোতে বাধা দিতে না পারিয়া মহা বিব্রতভাবে চারিদিকে চাহিতেছিলেন এবং করুণা যে ঠাকুর ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে ইহা দেখিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তভাবে এইবারে তাহার বাক্যাবসানের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সহসা অঙ্গনের দ্বারের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন শিহরিয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় একহাত দ্বারের উপরে রাখিয়া স্তব্ধভাবে এই কৈবর্ত্ত-কন্যার কথাগুলি শুনিতেছেন, শ্বশুরের গম্ভীর স্তব্ধ মুখের পানে চাহিয়া অরুন্ধতীর মুখ একেবারে নীল হইয়া উঠিল। এ মুখভাবকে যে তিনি অস্থিতে মজ্জায় ভাল করিয়াই চেনেন।

একটু পরে ঈষৎ কম্পিত পদদ্বয়কে দৃঢ় করিয়া কর্ম্মান্তরে লইয়া যাইবার জন্য কৈবর্ত্ত-কন্যার নিকট হইতে একটু পিছাইয়া অরুন্ধতী সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, “এখানে যা বল্‌লে তা বল্‌লে ঠাকুর্ঝি, অমন কথা আর কোথাও মুখে এনো না, কেউ বল্‌লেও কানে করো না। করুণা সনতের বোনের মত, ওরা তিনটি ভাই বোন! আর মীরার বিয়ে তার মামারাই হয়ত দেবে। মানুষ কর্‌লেই

কি তাদের সঙ্গে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে হবে? ওকি কথা! করুণা আমার মেয়ে, আমার মীরার জায়গায়!” বলিতে বলিতে তিনি ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন আর ‘কৈবর্ত্ত-পিসি’ অবাক্ স্তব্ধভাবে গমনশীলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া উঠানেই পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

৯

কয়েক দিন পরে শ্বশুরের আহারের সময়ে অরুন্ধতী কথাটি পাড়িলেন—"বাবা, মীরা যে আমাদের তেরো বছরের হল,—সে যে বড্ড বাড়ন্ত হয়েছে সণ্টুর মুখে শুনি। তার বিয়ের কি কর্‌ছেন ?"

মৃত্যুঞ্জয় আহারে বিরত হইয়া চকিতভাবে পুত্রবধূর পানে চাহিলেন, "বাড়ান্ত হ'য়েছে! কত বড়টি হয়েছে? সুনন্দের মতই তা হ'লে দেখতেও হয়েছে, না মা ?"

"সে তো জানাই আছে বাবা, বাপ-মা মিলিয়ে মীরা তাদের চেয়েও সুন্দর হয়েছে। তেরো বছরের হল, আর তো চুপ করে থাকা উচিত নয়।"

মৃত্যুঞ্জয় ক্ষণিক যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই গত পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বের কথা ভাবিতেছিলেন। সেই সাত বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা আজ না জানি কোন অমেঘবাহিনী বিদ্যুৎ-লতার মত সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে! তাঁহার বুকের সেই ক্ষুদ্র স্রোত-ধারাটি আজ তাঁহার জীবনের এই আগত বর্ষার উপক্রমে না জানি কেমন কলকলনাদিনী নদীর আকার ধরিতেছে! বধূর এই "আর তো চুপ করে থাকা উচিত নয়" কথাটায় সহসা তাঁহার স্থান-কালের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কোথায় তাঁহার জীবনের এই দিবা-শেষের উষর মরুভূমির স্রোত-ধারা আর কোথায় তিনি!—দূরে বহুদূরে!—সে এখন তাঁহার পর!—"পর গৃহে পর হ'য়ে আছে",—বুঝি তাহার সেই দাদুর কথা এখন আর তার দিনান্তেও একবার মনে পড়ে না! দেখিলে বুঝি আজ চিনিতে পারিবে না। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "আমি কি করব মা! আমার কি হাত?"

"এখনো ঐ একই কথা বল্‌বেন না বাবা! আপনাদের ঘরে কি কখনো মেয়ে দশ বছর পেরিয়েছে? ওঁরা হয়ত

আপনি বিয়ে দেবার উদ্যোগ কর্‌বেন বলে' চুপ্‌ করে' আছেন, আর আপনি এখনো সেই অভিমান নিয়েই আছেন! এত দিন যা হল তা হল, এখন তো মীরার দাদামশায়ও বেঁচে নেই, এখন আর আপনার চুপ্‌ করে' থাকা উচিত নয়। সবাই আমায় জিজ্ঞাসা করে, বলে, তাদের কি গরজ, তোমরা কি বলে চুপ্‌ করে' আছ?"

মৃত্যুঞ্জয় কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, "লোকের তো কত রকমই কথা, কতই আন্দাজ তাদের! কিন্তু চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী না থাক্‌লেও মীরার মামারা আছেন। তাদের মত এখনকার মত, মীরার বোধ হয় এখন তারা বিয়েই দেবে না। আমি বলে' কেবল অপমানিতই হব হয়ত! মীরা না এখনও স্কুলে পড়ে? সন্টু সেদিন খুব স্ফূর্ত্তি করে' তোমার কাছে গল্প কর্‌ছিলো না, মীরার আর তার মামাতো বোনের কথা? আমি সম্বন্ধ করে' দিলে তারা কি তাতে রাজী হবে?"

"হবে কি না সেতো একবার চেষ্টা করে' দেখাও হয়নি। আপনার সম্বন্ধ ঠিক করায় তারা সেখানে বিয়ে দিতে রাজী না হয় তাদের মনের মত পাত্রেই তারা মীরার বিয়ে দিক্।

ছোট বৌ কিছু অপাত্রে মেয়ে দেবেই না। মীরার মামারা যে পাত্রে বল্‌বেন সেইখানেই না হয় বিয়ে দেওয়া যাবে। তবু বিয়ের কথাটি আপনি একবার তুলুন তাঁদের কাছে।"

মৃত্যুঞ্জয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আনন্দ বাড়ী আসুক, তার কাছে আগে জানি যে তাদের এখন মীরার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে কি না। ছোট বৌ-মারই বা মত কি। আমিই তাদের পর, শত্রু, কিন্তু আর সকলেরই সঙ্গে তাদের তো আত্মীয়তা আছে।"

শ্বশুরের অভিমানে আহত বেদনাটি পুত্রবধূ বুঝিলেন—কিন্তু তাঁহার স্বামী যে উভয় দিকেই নিরুপায় হইয়াই অগত্যা তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনা করিয়া মীরার মা ও মীরার সঙ্গে এ আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এবং নিজ কর্ত্তব্যও রাখিয়া চলিতেছেন তাহা অরুন্ধতী জানিতেন। স্বামী-পুত্রের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার যোগও ছিল—তবু শ্বশুরের বেদনাকেও তিনি মনে মনে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। একটু পরে তিনি আবার বলিলেন, "আর করুণারও তো এইবার বিয়ে দিতে হয় বাবা, সে যে মীরার চেয়ে এক বছরের বড়! সেতো আর এখন রোগা নেই। এইবার—" অরুন্ধতীর

স্বর ক্রমে অস্ফুট হইয়া থামিয়া গেল। কেন না, শ্বশুর এইবারে একেবারে আহার ছাড়িয়া বধূর মুখের পানে চাহিতেছিলেন। সে দৃষ্টির সাম্‌নে অরুন্ধতীর আর বেশীক্ষণ বাঙ্ নিষ্পত্তি হইল না,—তিনি মাথা হেঁট করিলেন।

একটু পরে আবার একটি চাপা অথচ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "আচ্ছা, আনন্দ আসুক।"

অরুন্ধতী বুঝিলেন। সেই অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণী কৈবর্ত্ত-কন্যার মন্তব্যের মূলে যে কিছু সত্য আছে তাহা এখন স্পষ্ট-ভাবেই বুঝিয়া কেমন যেন একটু ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। যেন মনে হইল, সন্মুখে বুঝি আবারও এই ব্যাপার লইয়া কোন একটা বেদনার কারণ উপস্থিত—তাঁহাদের অজ্ঞাতেই উপ-স্থিত হইতেছে। শ্বশুরের কাছে সেটা চাপা দিয়া রাখিতেও তিনি আর ইচ্ছুক হইলেন না। কেন না, কন্যা ও পিতা, শ্বশুর ও বধূ, গুরু ও শিষ্যা এইরকম অনেকগুলা সম্বন্ধই তাঁহার যে শ্বশুরের সহিত ছিল। তাই স্পষ্ট করিয়াই বলি-লেন, "সেদিন ক্যাঙ্‌লার ঠাকুমা—কৈবর্ত্ত-ঠাকুঝি—এইজন্যে এমন একটি কথা বল্লে, যাতে মনে হচ্চে, গ্রামের কেউ কেউ ভাবে করুণা আর অরুণকে আমরা ঘরে ঘরেই বিয়ে দেব;

তাই এতদিন মীরার আর করুর বিয়ে দেওয়া হয় নি। আমাদের এই দেরী দেখেই লোকে এ কথা ভাব্তে পার্ছে। কি আশ্চর্য্য কথা দেখুন ত!"

"আমরা আশ্চর্য্য ভাব্লেও লোকে তা ভাবছে না। আমাকেও ক'জন গ্রামের মান্যমান লোক একথা বলেছেন। তাদের কাছে কি যে আমি আপত্তি দেখাব ভেবে পাইনে মা!"

" কেন, আপনিই তো এখনি বল্লেন বাবা যে, মীরার সম্বন্ধে আমাদের কোনই হাত নেই! আমরা বড় জোর তাদের 'বিয়ে দাও' এই কথা বল্তে পারি, পাত্র ঠিক্ তো তারাই নিশ্চয় কর্বে। লোকে কি দেখছে না—মীরা কি আর আমাদের আছে যে তার—"

" মীরা সম্বন্ধে সে উত্তর আমি দিতে পেরেছি। কিন্তু করু?—তার বিষয়ে কি আপত্তি লোককে দেখাতে পারি মা! মেয়েটিকে যে তুমি মেয়ের চেয়ে যত্নে পালন কর্ছ, তাতো লোকে দেখ্ছে! করুণা কুৎসিতাও নয়, আর তার স্বভাব—"

সহসা অরুন্ধতী নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধ উত্তেজিতভাবে

শ্বশুরের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "চুপ্ করুন বাবা, করু আস্‌ছে।"

মৃত্যুঞ্জয় চাহিয়া দেখিলেন, দুধের বাটী হাতে লইয়া করুণা দুয়ারের কাছে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'-ভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অরুন্ধতী সহজস্বরে বলিলেন, "দাঁড়িয়েছিস্ কেন করু, দুধ আন্‌না!" দুধের বাটী দাদামহাশয়ের পাতের গোড়ায় নামাইয়া দিয়া করুণা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

অরুন্ধতী দেখিলেন, বাটী নামাইবার সময় তাহার হাতটি স্পষ্টই কাঁপিতেছিল। মুখখানারও যেন শুষ্ক মলিন ভাব। করুণা দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেই তিনি আবার সেই উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "করুণাকে আমি মেয়ের মত যত্নে মানুষ কর্‌ছি, সে কি কোন স্বার্থে বাবা? আপনারই ইচ্ছায় নয় কি? আপনি যে বলেছিলেন—সে আমাদের মীরা হয়ে থাক্‌বে। মীরাকে হারিয়ে আমরা তাকে নিয়েই তো আছি। আপনি অরুণকে আর তাকে কোন স্বার্থে যে প্রতিপালন করেন নি, তাই লোককে বুঝিয়ে দিন্! তাদের কথাই কর্ত্তব্য ভেবে কেন নেবেন!"

"মা, জান না কি, দশের ইচ্ছার একটা ন্যায্য দাবী থাকে, দশ মুখে ভগবান থাকেন জান তো।"

"দশের কথা ছেড়ে দিন্ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমাদের একা একশো। কিন্তু এ ইচ্ছা নিয়ে যে তাদের আপনি পালন করেননি এতো আমি জানি। এখন অন্যের যুক্তিতে এটা আপনার ইচ্ছায় দাঁড়াচ্ছে বোধহয়। কিন্তু বাবা, আমিও একটা মনের কথা আপনাকে বলি। আমার এতে এমন কিছু আপত্তি থাক্‌তে পারে না। কেন না, সনতের বৌকে যে করুর চেয়ে আমি ভালবাসতে পার্‌ব এতো এখন আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু বোধহয় এ চেষ্টা কর্‌তে গেলে আবার সংসারে কোন অশান্তি আস্‌তে পারে,—হয়ত—,তার চেয়ে করু আমার মেয়ে হয়েই থাকুক বাবা।"

"তুমি আনন্দের অসম্মতির আশঙ্কা কর্‌ছ মা? আচ্ছা, সে আসুক! তার মত আমি বুঝে তবে অনুমত কর্‌তে হয় কর্‌ব। তোমার যে আপত্তি নেই, এইটি জেনেই সুখী হ'লাম। তোমারও যদি আন্তরিক ইচ্ছা হয় তা হ'লে আনন্দ—আচ্ছা, আসুক আগে সে।—করুকে কোথায় কোন্ পরের ঘরে পর করে নাই বা দিলাম মা!

ভগবান ওদের আমাদের হাতে দিয়েছেন যখন, তখন আমরাই নিলে ক্ষতি কি!—”

অরুন্ধতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া নিঃশব্দ হইলেন। শ্বশুরের কথায় অযুক্তিও কোনখানে দেখিতেছিলেন না, মনও ক্রমে যেন তাঁহারই যুক্তির দিকে ও তাঁহার নির্দ্দেশিত নিজের অন্তরে করুণার স্থানের দিকেও চাহিয়া সহসা বিচলিত হইয়াই পড়িতেছিল। কিন্তু তবু তাঁহার ভয় তো গেল না! কি যেন একটা আশঙ্কা—এ যেন হইবে না—হওয়াইতে গেলে আবার এ সংসারে কি কালো মেঘ উঠিবে—এমনি একটা ভীতি অকারণ তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। স্বামীর এ বিষয়ে যথার্থ কোন আপত্তি বা অমত আছে কি না তাহাও তিনি জানিতেন না, তবুও আশঙ্কা ঘুচিল না।

সনৎ ও আনন্দকুমারের ছুটীর তখনো দেরী ছিল, কিন্তু এই কথার কয়েকদিন পরেই হঠাৎ সপুত্র আনন্দকুমার বাটী আসিলেন। কিছু দিন হইতেই তাঁহার শরীর ভাল ছিল না। পিতা এবং স্ত্রী চিন্তিত হইবেন বলিয়া বেশী কিছু তাঁহাদের জানাইতেন না। ঔষধ-পথ্য এবং

চিকিৎসা সমানভাবে চালাইতেন। অসুখ ক্রমে বেশীর দিকে চলিয়া পড়ায় তিনি একেবারে বাড়ী চলিয়া আসিয়াছেন।

অরুন্ধতী ও মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের আর অন্য আলোচনার সময় রহিল না, মনেও আসিল না। কেন না, আনন্দের রোগের পরিচয় এবং আকৃতি দেখিয়া তাঁহারা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন।

ভট্টাচার্য্য পরিবারের উপরে আবার বিপদের কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিল। গ্রামের লোক সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। সহর হইতে ডাক্তার, কবিরাজ মাঝে মাঝে আসিতে লাগিল এবং চিকিৎসা চলিতে লাগিল। মাসের পর মাস, দিনের পর দিন কেবল মেঘ ঘনীভূত হইতেই চলিল। তাহার পরে একদিন বিপুল গর্জ্জনে বজ্রপাত হইয়া গেল। সমস্ত গ্রামের একটা উচ্ছ্বসিত হায় হায় শব্দ, বৃদ্ধ পিতার ও সাধ্বী স্ত্রীর অব্যক্ত যন্ত্রণাময় আর্ত্তনাদ, কিশোর পুত্রের এবং আশ্রিত বালকবালিকাদের মুক্ত রোদনের মধ্যে আনন্দকুমারও মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যকে পুত্রহীন করিয়া গেলেন।

১০

অরুন্ধতী ডাকিলেন, "অরুণ !"

অরুণ নিবিষ্ট-মনে ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের আদেশ মত শঙ্কর ভাষ্যের টীকার কয়েক স্থান হইতে কি কতকগুলা মীমাংসার সমাধান একটা কাগজে তুলিতেছিল। মৃত্যুঞ্জয় এইবারে সংসারের সর্ব্ব বিষয় হইতে দূরে সরিয়া দিনরাত্রি নিজের গ্রন্থ-সাগরের মধ্যেই ডুবিয়াছেন। অরুণকে মাত্র মাঝে মাঝে সহকারী করিয়া দুই একটি আদেশ দিতেন। আজও তাঁহারই কার্য্যে নিমগ্ন অরুণ অরুন্ধতীর এই আহ্বানে ত্রস্তে মুখ তুলিয়া তাঁহার প্রতি চাহিল। এই গত কয়েকমাস তাহাদের এই আশ্রয়-গৃহের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়ায় তাহারা

যেন অরুন্ধতীর মুখের পানে কেহ চাহিতেই পারে নাই। তিনিও তাঁহার যথানির্দ্দিষ্ট সমস্ত কর্ম্মগুলি বরং অধিকতর দৃঢ়তার সহিতই সম্পাদন করিয়া চলিতেছিলেন, কিন্তু নিজ হইতে ডাকিয়া কোন প্রসঙ্গ বুঝি সনতের সঙ্গেও তুলিতেন না, আজ সহসা তাঁহার এই আহ্বানে তাই অরুণ উদ্‌গ্রীবভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া উত্তর দিল, "জেঠিমা ?"

"অরুণ, করুণার জন্য পাত্র খোঁজ, তার বিয়ের আর দেরী করা হবে না।"

সহসা তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত আদেশে অরুণ বিস্মিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যমূঢ়ভাবে উত্তর দিল, "আমাকে বলছেন জেঠিমা ? "

"হাঁ অরু, তোমাকেই বল্‌ছি। বাবা সংসার থেকে একেবারে দূরে চলে গিয়েছেন, কিছুরই সঙ্গে তাঁর আর সম্বন্ধ নেই। তুমিই মাত্র এখন এ সংসারের হাত-পা মাথা সব। সনৎ পড়া ভিন্ন জগতের কিছুই জানে না, এই আট মাস সেও সব ছেড়ে বাড়ীতে প'ড়ে থেকে কেমন হ'য়ে গিয়েছে, দেখছ ত'! তুমিই তাকে আবার এ দু'মাস কলকাতা পাঠাতে পেরেছ। এ-ভার দেবার উপযুক্তও সে

নয়। তোমাকেই এটা করতে হবে। আর সব কাজের আগে এখন এইটারই দরকার।”

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অরুণ বলিল, “করুণার বিয়ে কি এখন না দিলেই নয়, জেঠিমা? এই দু’মাস মাত্র এতবড়—” বলিতে বলিতে অরুণের কণ্ঠস্বর ক্রমে বুঁজিয়া গেল। অরুন্ধতী একটু পরেই উত্তর দিলেন—

“না অরুণ, করুণা পনেরো বছরে পড়লো—আমাদের সমাজে এতবড় মেয়ে অবিবাহিত কারও কখনো থাকেনি, করুণা আর মীরার যতটা বয়স হল!—কি মুস্কিলে যে পড়তে হবে আমাদের এখন তাদের পাত্র পেতে তাও জানি না!”

“তাই যদি মনে করেন জেঠিমা, তা হ’লে ছোট বেলায়ই করুণার বিয়ে দিলেন না কেন?”

“সবই তো জান’ বাবা, পাছে মীরার কষ্ট মনে জাগে বলে’ ঠাকুরের কাছে অনেকদিন এ কথা তুল্‌তেই পার্‌তাম না। তোমার জেঠামশায়েরও ইচ্ছা ছিল মীরা আর করুর এক সময়েই বিয়ে হবে—তাদের একটু বড় করে’ বিয়ে দেওয়ারই তাঁর মত ছিল। তারপর এ এক বছর তো—”

অরুন্ধতী থামিলেন। অরুণ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু দাদামশায় তো কিছুই বলেন না, জেঠিমা!"

"তিনি এই ক'মাস থেকে সবই কি ছাড়েন নি? বিষয়-আশয় সংসার সব ভারই তো তোমার ওপোর পড়েছে; এ ভারও এখন তোমার অরুণ!"

"আমার যেন মনে হয়, তিনি করুণার বিয়ে দেবার দরকার মনে করেন না। আমারও মনে হয় জেঠিমা—"

অর্দ্ধপথে অরুণকে যেন সঙ্কোচের সহিত থামিতে দেখিয়া অরুন্ধতী শুষ্ক মুখে বলিলেন—

"তোমারও কি মনে হয় অরুণ?"

"মনে হয় জেঠিমা, করুণার নাই বা বিয়ে হ'ল। আমাদের শাস্ত্রে এমন চিরকুমারী কন্যার কথা অনেক দেখ্‌তে পাওয়া যায় যাঁরা তপস্বিনীর আচারে চিরদিন ধর্ম্মচর্য্যা করে' জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁদের দিয়ে জগতেরও অনেক কাজ হয়। এ জীবনতো মন্দ নয় জেঠিমা!"

জেঠিমা ক্ষণেক স্তব্ধভাবে অরুণের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন—

"কোন' না কোন' ঘটনাক্রমেই তাদের সে-রকম চির-

কুমারী হ'য়ে থাক্‌তে হয়নি কি অরুণ? আমাদের শাস্ত্রে কি এই সংস্কারকেই জীবনের একটা বড় কর্ত্তব্য বলে না? ছাখো, যাঁরা কুমার-ব্রহ্মচারী তাঁরা গুরুর কাছে বহুদিন ধ'রে শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্য্যায় কাটালেও শেষে গুরু তাঁদের আদেশ দেন্, যাও গৃহস্থ হওগে! অনেক চিন্তার পরই আমাদের ঋষিরা এ ব্যবস্থা করে গেছেন। ছেলেদেরই যখন এই অবস্থা তখন মেয়েদের কথা তো দূরেই থাক্। তাদের জন্ম তো এই গৃহধর্ম্ম পালন করা ছাড়া অন্য পথই নেই,—তোমাদের শাস্ত্রেই এই রকম বলে না কি?—ঠাকুরকে আমি কতদিন এই কথা ব্যাখ্যা করে' বল্‌তে শুনেছি। আর আজ তিনিই তাঁর ঘরের মেয়েদের কথা ভাবছেন না,—এ দুঃখ—"

"দুঃখ নয় জেঠিমা, এও ঘটনাক্রমেই ঘটে যাচ্চে আপনার ঘরের মেয়েদের ওপোরে! নৈলে দাদামশায়ের মত লোক কি এতদিন চুপ করে' থাকেন? মীরারই যখন এখনো বিয়ে হল না তখন করুণার বিয়ের জন্ম কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মা? করুণার বিয়ের জন্ম হাঙ্গাম তুল্‌লেই দাদামশায়ের মীরার জন্ম কষ্ট আস্‌বে, সে আমি ত কিছুতেই পার্‌ব না জেঠিমা, আমাকে মাপ করবেন।"

অরুণের অঙ্গনিবদ্ধ হস্তের পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে অরুন্ধতী বলিলেন—

"তবে কি এ সংসারে ছেলে-মেয়েদেরও এই রকমই ভাগ্য হবে?—কেউ সংসারী হবে না?—মীরার কি হবে জানি না।—সনতের কথা শুনে সে যে সংসারী হবে এমন মনেও হয় না,—দেশের দুঃখ, দেশের অভাব—দেশের কুশিক্ষা এই সব নিয়ে তার চোখের দৃষ্টি এতদূরে গিয়ে পড়্ছে দিন দিন, সে যে নিজের ঘরের পানে আর চাইতে পারবে সে বিশ্বাস আমার ক্রমেই কমে যাচ্চে। কেবল ভরসা ছিল তোমার আর করুর দিকে, যে তোমাদের বিয়ে দিয়ে—"

"মা!"—অরুণ শান্ত স্নিগ্ধ মুখে অরুন্ধতীর পানে চাহিল।—"মীরা সনৎ যারা এই সংসারের সর্ব্বস্ব, তাদেরই বিষয়ে মনে এই ধারণা রেখে তোমাদের পারে ভেসে-আসা এই তোমার ছেলে মেয়ে দু'টিকে দিয়ে তোমার এই সংসার ধরে রাখ্তে চাও? এর চেয়ে দুঃখের কথা কি আর থাক্তে পারে! আমাকে আর করুণাকে দিয়ে সংসার পাতাবে জেঠিমা তুমি? যাদের অভিশপ্ত জীবন কালের আগুনে ছোটবেলা

থেকেই ঝল্‌সে আছে, তোমাদের ছায়ায় এসে না পড়লে তারা যে কোন্‌দিন ছাই হয়েই যেতো, তারাও কি সংসারে ঢোক্‌বার উপযুক্ত মা?—কি দরকার করুণার বিয়ের? আমার তো মনে হয় কোন দরকার নেই। তোমার কাছে—তোমার পায়েই তার জীবনটা কেটে যাক্‌। আমাদের যদি তোমাদের ছায়া থেকে একটুও সরাও—না জানি আবারও আমাদের জন্য কি কোথায় অপেক্ষা করে' আছে।”

অরুন্ধতী বাক্‌নিষ্পত্তিশূন্য হইয়া অরুণের বিষাদ-মেঘাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণিক পরে অরুণ যেন একটু সংযত হইয়া বলিল, “সনতের বিষয় কেন আপনি অতখানি ভেবে নিচ্ছেন? তার পক্ষে ওগুলো যে সবই সঙ্গত! সে যে সমাজের মধ্যে থাকে, যে আদর্শ আর যে কাজ সে আশে-পাশে দেখ্‌ছে তার সেই স্রোতে ভেসে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মা! আর সে ভুল কথাও তো কিছু বলে না! নিজের ধারণাকে সে নিজের জীবনেই ফোটাতে চায়; তার যে রক্তে জন্ম, এই তো তার উপযুক্ত! মুখে মাত্র বড় বড় কথা বলে' কাজে অন্য রকম করা সে তো তার ধাতু নয়—তাই সে অস্থি-মজ্জায় দেশের সেবক হয়ে উঠ্‌ছে। ঘরে এখন

তো তার বেশী দৃষ্টি পড়বে না, তার দৃষ্টির সম্মুখে এখন সমস্ত পৃথিবী ভাস্‌ছে। তবে আমার মনে হয়, এই দৃষ্টি যখন তার ঘরেও এসে পড়বে তখনি তার জীবন ও আদর্শ যথার্থ সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।”

“কি জানি কোন্ পথে যাবে সে ‘দেশ’ ‘দেশ’ করে’? এখনো যদি ছোট বৌ মীরাকে নিয়ে ঘরে ফিরে আস্‌তো তাও বুঝি খানিকটা রক্ষা হ’ত! কি তারা কর্‌বে—ঠাকুর ক্রমশঃ কি করবেন ভেবে যেন আমি কূল পাই না অরুণ!”

“কেন অনর্থক অত ভাবেন! মীরার মা তিনি—মীরার যাতে মঙ্গল হয় তাই তিনি কর্‌বেন।”

“মঙ্গলকে দেখ্‌তে পাওয়া অত সহজ নয় বাবা! সে যাই হোক্, তোরা তা’ বলে’ ওরকম কথা মনে করিস্ নে। সনৎ মীরার পাশাপাশিই যে তোমরা হু’টি আমাদের অরু! তোমাদের জীবনের গতি সম্বন্ধেও যে আমার সমান ভাবনা।”

স্নিগ্ধ মুখে অরুণ বলিল, “তা জানি জেঠিমা,—কি কর্‌তে চান আমাদের জন্য আরও আপনি?”

“একটি সুপাত্রে এখন করুকে বিয়ে দাও, পরের কথা পরে হবে। বিয়ে দিয়ে গৃহস্থ করে’ দিলেই কি

তোমরা আমাদের পর হবে পাগল ছেলে! এ তোমার কি ধারণা?"

"সুপাত্র?—আমি তো কাউকে চিনি না জেঠিমা, কোথায় পাত্র পাওয়া যায় তাও জানি না। দাদামশায়কে না বলে' বরং সনৎকে এ ভারটা দিলে ভাল হয় জেঠিমা, সে অনেককে জানে চেনে। অনেকেই তার বন্ধুবান্ধব। তাকে বল্লে—"

"তাকে বল্লেও সে তার মীরার ইলার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বল্‌বে, লেখাপড়া শেখাও, কি হবে বিয়ে দিয়ে! বিয়ে ভিন্ন কি জীবনের আর কোন কাজ নেই?—এই রকম কর্‌বে সে।"

"তা হ'লে কি কর্‌ব জেঠিমা, আমি যে কারুকে জানি না! এ গ্রামে আমাদের স্বশ্রেণী যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে কারুকে কি পছন্দ করেন আপনি করুর জন্যে?"

"না অরু, সেও আমি ভেবে দেখেছি। এ গ্রামে আমাদের স্বজাতি দু'চার ঘর মাত্র তো আছে, তার মধ্যে একটিও সুপাত্র এ গ্রামে নেই।"

"তবে?—দাদামশায়কে বলা ছাড়া তা হ'লে উপায় নেই, কিন্তু আমার তাঁকে কি কর্ত্তব্য দেখিয়ে দেওয়া হবে না

এতে? আপনি যদি কর্‌তেই হবে বলেন তা হ'লে আমায় এও করতেই হবে, কিন্তু—"

"অরুণ, তোমারও এতে যতখানি সঙ্কোচ আমারও ততখানি, তাই নিজে আমি ঠাকুরকে বল্‌তে পার্‌ছি না—তোমায় দিয়েই বলাতে চাই।"

"কেন জেঠিমা, আপনার বাধা কিসের? মীরার বিয়ের কথাও তো আপনি তাঁর কাছে তুল্‌তে পারেন। সংসারের কথায় তিনি এখন না থাক্‌লেও আপনার কথা নিশ্চয় শুন্‌বেন।"

"এক বছর আগে এ কথা তুলে' আমি যা তাঁর উত্তর পেয়েছি বাবা—সেই জন্যে আর এ কথা তুল্‌তে সাহস করি না। করুর বুঝি বিয়েই কপালে নেই, নৈলে এমন ঘট্‌ছে কেন!"

"কেন জেঠিমা, কি বলেন দাদামশায়? তাঁরও কি ইচ্ছা মীরা আর করুকে অবিবাহিতা রাখা?"

অরুন্ধতী সেই শিশুতুল্য সরল বিংশবর্ষীয় যুবার অম্লানোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন, "না অরু, তাঁর ইচ্ছা সনতের সঙ্গে করুণার বিয়ে দেন্‌, আর মীরার—"

"সনতের সঙ্গে করুর ?"—অত্যুগ্র বিস্ময়ে অরুণ যেন চমকাইয়া উঠিল।—"সেকি জেঠিমা !—এও কি কখনো সম্ভব ! করুর মত মেয়ের সঙ্গে সনতের বিয়ে ?—এও কি হতে পারে ?"

বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন, "অসম্ভবই বা কিসের অরু ! লোকে তো এই-ই সম্ভব বলে মনে করে।"

"লোকের কথা ছেড়ে দিন্ জেঠিমা ! আমাদের কথা তারাও ভুলে যেতে পারে আপনারাও পারেন—কিন্তু আমরাও কি ভুল্‌তে পারি ? আমরা কি জানি না কোথায় আমাদের স্থান ! আপনি বলুন জেঠিমা, এই গ্রামেই ঐ যে নকড়ি চক্রবর্ত্তীর ছেলে—"

"থাম অরুণ, আমায় তোমরাও কষ্ট দিও না আর ও কথাগুলো বলে। আমি যে জানি এ অসম্ভব, সনৎ বিয়ের নামে আগুন হয়ে ওঠে ! হয়ত সহজে বিয়েই করবে না, আর যদি কখনো করে সেও——" অরুন্ধতী নীরব হইলেন।

"এই-ই তো তার পক্ষে সঙ্গত জেঠিমা ! তার যে আদর্শ বড্ড উঁচু, সে তো সাধারণ ছেলের মত হবে না। কিন্তু আমাদের জন্য আপনাদের সংসারে সামান্য মনান্তর বা

মনোমালিন্যও যেন না ঘটে দেখ্‌বেন! তা হ'লে আমাদের আত্মহত্যা করাই উচিত। আপনি বলুন, আমি করুণাকে শীগ্‌গির যে পাত্র পাই তারই সঙ্গে—"

"অরুণ, অরুণ বাবা, আমাদের জন্য তোমরাও যেন সেই আত্মহত্যাই করো না, অপাত্রে করুণাকে দিও না। তার চেয়ে তাকে আমার কোলে এমনি অবিবাহিতাই রেখে দাও, সেও ভাল। তুমিই তো তার অভিভাবক, তুমি যদি তাকে কুমারী রাখ্‌তে চাও তাই সে থাকুক, তবু অপাত্রে দিও না।"

অরুণ নত হইয়া তাহার উদারহৃদয়া পালয়িত্রী মাতার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইল, তারপর গাঢ়স্বরে বলিল, "মা, তোমার এই স্নেহ যেন না ভুলি। তুচ্ছ আমার আর করুণার জীবন, তার জন্য আপনাদের কোন অশান্তি পেতে দিতে পারব না। করুণার জন্য পাত্র খুঁজতেই হবে।"

অরুন্ধতী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না, আমিই আজ বাবাকে আর একবার বল্‌ব, তারপর সনৎকে বল্‌ব। সনৎ খুব সম্ভব ভাল পাত্রের সন্ধান দিতে পারবে। তুমি বাবাকে বল্‌তে লজ্জাও বোধ করছিলে—

প্রথমে তোমার বল্‌তে হবে না, আমিই বল্‌ব। সনতেরও ছুটীর বেশী দেরী নেই, এতদিন গেল তো এই দু'মাসও যাক্ অরুণ!"

"আচ্ছা জেঠিমা—তাই হোক্।"

*　　　*　　　*

শ্বশুরের নিকটে করুণার বিবাহের কথা তুলিতেই তিনি বলিলেন, "মা, অরুণ আর সনৎ বড় হয়েছে—সংসারের আর তোমাদের ভার এখন তাদেরই, তুমি তাদের দিয়ে যা পার করাও, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে মা, আমায় আর জড়িও না।"

১১

গ্রীষ্মাবকাশের আর দেরী নাই, অরুন্ধতী পথ চাহিয়া ছিলেন। সেদিন তিনি সনতের একখানি পত্র পাইলেন। সে লিখিয়াছে—"মা, বাড়ী যেতে আর ইচ্ছা করে না।—আবার তোমার কাছে আর দাদুর কাছে যাবার জন্যও মাঝে মাঝে প্রাণ কেমন করে! আমাদের সমিতিতে এবার অনেক কাজ, বাড়ী যাওয়া এখন আমার উচিত নয়—কিন্তু বোন্‌টি আর কাকিমার অনুরোধে যেতে হবে। মীরার আবদারেই কাকিমা এবারে বাড়ী যেতে রাজী হয়েছেন। মীরা আমাদের ওপোর বড্ড অভিমান আর দুঃখ করছে মা, কেন আমরা

বাবার কথা তাদের ভাল করে' লিখিনি! তা হ'লে সে একবার তার জেঠামণিকে শেষ দেখা দেখতে পেতো। কাকিমাও বল্লেন একথা। আমরা তখন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম—কিছুই আমাদের মনে ছিল না—না মা? ইলাও আমাদের সঙ্গে যাবে, সে পাড়াগাঁ দেখ্‌তে সাধ কর্‌ছে। তারও মা নেই, বড় মামার মেয়ে সে,—জানত? দাদুকে বল্‌বে, মীরা তাঁর কাছে যাবে শীগ্‌গিরই। বাবার জন্য মীরা বড্ড কাঁদে মা।"

অরুন্ধতী নিঃশব্দে অশ্রু মুছিলেন। এতদিনে তার ছোট বৌ ঘরে ফির্‌তে রাজী হ'ল! পত্রখানি লইয়া গিয়া তিনি শ্বশুরের নিকটে পৌঁছাইয়া দিলেন।

"কার চিঠি?—সনতের?—কবে বাড়ী আস্‌ছে সে?" বলিতে বলিতে পত্রখানা লইয়া তিনি মনে মনে পাঠ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মুখ একেবারে মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কম্পিতহস্তে পত্রখানা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া তিনি গভীর যন্ত্রণাপূর্ণস্বরে একবার 'আঃ!' বলিয়া নিজের ললাট টিপিয়া ধরিলেন। এক সঙ্গে তাঁহার সুনন্দ ও আনন্দ যেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

আর্ত্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "আর কেন, এখন আর কেন! —বারণ করে দাও,—কেউ যেন আর না আসে।"—অরুন্ধতী নিঃশব্দে রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবার মৃত্যুঞ্জয় গভীরস্বরে বলিলেন—"কি দরকার আর তাদের আসার? কি দেখ্‌তে চায় তারা? আমার আর তোমার এই অবস্থা?"—সহসা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়ে আর নাত্‌নির কি এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে—তাই আজ বেড়াতে আস্‌তে সাধ হয়েছে?—সনৎকে লিখে দাও—আস্‌তে হবে না তাদের! তার যদি লজ্জা হয় সে নিজেও যেন এখন বাড়ী না আসে, তাদের সমিতির কাজে সে এখন থাক্! তুমি না পার আমিই লিখ্‌ছি।"

ক্ষিপ্র হস্তে মৃত্যুঞ্জয় একখানা কাগজ টানিয়া লইতেই অরুন্ধতী তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "বাবা!"

"না মা, বারণ ক'রোনা আমায়; তাদের এ আসায় আমাদের কোন সান্ত্বনা নেই আর। আনন্দের সঙ্গে এবার আমার সবই গিয়েছে, তাদের দেখলে আমার যন্ত্রণা বাড়বে

বৈ কম্‌বে না। সনৎ তাদের কথাটা কাটিয়ে দিয়ে দু'দিন দেরী করে' যেন আসে,—এই রকম লিখ্‌ব তাকে।"

অরুন্ধতী নিঃশব্দে এইবার দুই হাতে তাঁহার পা দুইটিই স্পর্শ করিলেন। বড় বড় কয়েকটা ফোঁটা জল শ্বশুরের পায়ের উপরে পড়িয়া গেল। শ্বশুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে গভীর নিঃশ্বাস মোচনের সঙ্গে বলিলেন, "আচ্ছা মা, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।" তিনি তখন হাতের কাগজ কলম রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

অরুন্ধতী কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মীরাকে ছোটবৌকে বড্ড ভালবাসতেন, তাদেরও খুব আঘাত লেগেছে বাবা।"

যন্ত্রণাবিদ্ধ বৃদ্ধ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "তাদের আঘাত লেগেছে! তুমিও কি মা সনতের মত শিশু হ'লে? সে পাষাণদের ভেতরে কি প্রাণ আছে যে আঘাত লাগ্‌বে? আমার আনন্দ যে তাদের কোন অভাব জান্‌তে দেয়নি। আজ সে নেই, তাই জগতের 'হাল-চাল্' তাদের মাথায় এসেছে। বাপ-ভাইয়ের আদর এবার হয়ত ফুরিয়েছে। বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে, আজ তো আনন্দ নেই, তাই চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর মেয়ের আজ শ্বশুর ঘর

বলে মনে পড়েছে। এ আসা মা তোমার জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়—নিজেদের স্বার্থের জন্যই! ভাব্‌ছে এইবার তো আর আশা নেই, বুড়োকে এইবার একটু খুসী করার চেষ্টা দেখা যাক্‌, তাই আজ সাত বছর পরে আস্‌ছেন তাঁরা।"

অরুন্ধতী মাথা হেঁট করিয়া শ্বশুরের এই তীব্র গঞ্জনাভরা তিরস্কার নিজের মাথায়ই যেন তুলিয়া লইতেছিলেন। শ্বশুর তাঁহার অন্তরের বহুকালসঞ্জাত বেদনা আজ অগ্নির আকারেই উদ্গীরণ করিয়া হাঁপাইতেছেন দেখিয়া ব্যজনী হস্তে তাঁহাকে বাতাস করিতে করিতে তিনি ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি যদি এত কষ্ট বোধ করেন, কাজ নেই তবে তাদের এসে,—বারণই করে দিচ্চি সনৎকে, এবার তার বাড়ী এসেই কাজ নেই! আপনি—"

"বারণ করবে? না না, তা হ'লে যে তাদের আমাদের এ অবস্থাটা চোখে দেখবার আনন্দটা লাভ হবে না। আসুক—আসুক—এসে দেখে যাক্‌! দু'দিন আমোদ করে' বেড়িয়ে যাক্‌। আসুক, কিন্তু আমার সম্মুখে যেন তারা না আসে,—সাবধান করে দিও, বুঝেছ?"

বধূ নিঃশব্দে শ্বশুরকে বাতাস করিয়া প্রকৃতিস্থ করিতে

চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ও তাঁহার আজিকার এই আঘাতের জন্য নিজকেই দায়ী মনে করিলেন। সত্যই তাহাদের আসিতে বারণ করিয়া পাঠাইবেন কিনা তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। যদি সরস্বতীকে তিনি এইরূপ তিরস্কার করেন! মীরাকে যদি অনাদর করেন! এতকাল পরে ঘরে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে এ আঘাত পাইলে সে যে তাহাদের বড়ই মর্ম্মচ্ছেদক হইবে। আবার মনে হইতেছিল সত্যই কি শ্বশুর এতখানি নির্দ্দয় আচরণ করিবেন? এত কালের সঞ্চিত অগ্নি তাঁহার সম্মুখেই যে তাহার প্রথম উৎক্ষেপটি সারিয়া লইল,—এ হয়ত ভালই হইল। আর হয়ত তাহাদের উপর ইহার কোন স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইবে না। তাহাদের দেখিলে—মীরাকে নিকটে পাইলে—তিনি হয়ত ক্রমে এই শান্তিও পাইতে পারিবেন। এ আক্ষেপ তাঁহার সাময়িক মাত্র। ইহা স্থায়ী হইবে না।

তিনি ভাবনায় হাবুডুবু খাইতেছেন, গৃহকর্ত্তা আবার নিজ অভ্যাস মত শান্ত সহিষ্ণুভাবে বেদান্তের মধ্যে ডুব দিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের শোকমলিন নিরানন্দ গৃহে

জীবনের একটা যেন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। অরুণ ও করুণা সে সংসারের প্রত্যেক কার্য্যেই একটা নূতন উৎসাহ অনুভব করিতে লাগিল। গুছাইয়া সাজাইয়া নূতনভাবে সুসংস্কৃত করিয়া বাড়ীর ঘরগুলাকে তাহারা যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কোন ঘরে কাকিমা থাকিবেন—মীরা আর মীরার বোন কোথায় থাকিবে—কোন ঘরে বসিবে—কোন ঘরে কি করিবে—করুণা ইহার নিত্য নূতন বন্দোবস্তে অরুণকে হায়রাণ করিয়া ফেলিল। এতদিন সনৎ যে যে সময় বাটী আসিত সেই সেই দিনগুলি অরুণ এবং করুণার উৎসবের দিন ছিল, আজ মীরার আগমন সংবাদ সে উৎসবকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। অরুন্ধতীর চিন্তা ও বিষাদের মধ্যেও তাহাদের এই উত্তেজনার স্পর্শ মাঝে মাঝে তাঁহারও গায়ে লাগিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তিনিও তাহাদের কার্য্যে অনুমোদন বা অনভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া মতামতের তর্কে খানিকক্ষণ অন্যমনা হইতেছিলেন। গ্রামস্থ লোকেরাও বলাবলি করিতে লাগিল, "এইবার ভট্টাচার্য্যমহাশয় আইবড় নাতি-নাতনি-গুলার বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন।" কেহবা

বলিতেছিল, "সনতের যে কালাশৌচ—এখনো ছয় মাস না কাটিলে তাহার পিতার 'সপিণ্ডকরণ' না হইলে তো বিবাহ হইবে না।" কোন স্মৃতি-শাস্ত্রাভিমানী ব্যবস্থা দিতেছিলেন, "আরে তোমরা শাস্ত্রের কিছুইত জান না, কেবল গোল কর। অপকর্ষ করিয়া আনন্দের সপিণ্ডন কার্য্যান্তে সনতের বিবাহ এবার দিতেই হইবে। কন্যার যে কন্যাকালের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

"এই গ্যাখনা ভায়া, আমরা যদি অত বড় বড় মেয়ে ঘরে রাখিতাম কোন্ দিন আমাদের জাতি যাইত। উনি কিনা সমাজপতি,—তাই যা করেন কারও উচ্চবাক্য নাই।" মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের স্বশ্রেণী নকড়ি চক্রবর্ত্তী এই বলিয়া একটা নিষ্ফল ফোঁস্ করিয়া উঠিলেন।

সেই শাস্ত্রজ্ঞ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আরে সেও তো শাস্ত্রেই—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরানাঞ্চ সাহসং।
তেজিয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্ব ভুজং যথা।

উনি যা করবেন তা' কি তুমি আমি করবার সাহস রাখি?"

বাধা দিয়া জনৈক সর্ব্ব-সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ বলিলেন—"আর এখন সেদিন নেই ভাই, যে দুগ্ধপোষ্য ছেলে-মেয়েগুলো ধরে যা' খুসি তাই করবে, এখন—"

"আরে রেখে দাও বাড়ুয্যে, তোমাদের রাঢ়ী বারেন্দ্রের কথা, আমাদের বৈদিকের ঘরে—"

"ভায়া, সব লাল হো যায়েগা। সব সমাজেরই এখন এক দশা। তোমাদের বৈদিকের আগে গণ পণ টাকা নেওয়া মেয়ের বিয়েয় বাপের মুণ্ডুপাত ছিল না, বল্লালের বল্লমে তোমরা গাঁথা যাওনি, তাই এতদিন তোমাদের ঘরে মেয়ের বিয়ের বিভীষিকা ছিল না, কিন্তু এখন ডুবে ডুবে জল খেতে সবাই শিখেছেন, পণ বলে না নিয়ে বিয়ের খরচ বাঁ হাতে লুকিয়ে নিচ্চেন, মেয়ের গয়না বরের আব্‌দার আত্মীয়ের মুখে জানাচ্চেন, ফলে রাঢ়ী বারেন্দ্র বৈদিকের ঘর একই হয়ে দাঁড়াচ্চে।"

নকড়ি মহা চটিয়া উঠিয়া বলিল—"তাই যদি হয়, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য কিসের অভাবে এতদিন নাত্‌নির আর ঐ হরিশের মেয়েটার বিয়ে দেয় নি? একি সমাজকে অবহেলা দেখানো মাত্রই উদ্দেশ্য নয়?"

সেই সমাজতত্ত্বজ্ঞ ব্যাক্তিটি গম্ভীরমুখে তখন 'শিক্ষার ধূয়া' বলিয়া সমাজে এখন একটি যে অভিনব পদার্থ ঢুকিয়াছে —যাহার দৌরাত্ম্যে এখন ছেলে-মেয়ের অভিভাবকেরা পর্য্যন্ত 'শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়া' সমাজে মহা অশান্তি আনয়ন করিতেছেন তাহার জ্বলন্তভাবে বর্ণনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আর গ্রামের মনীষিবৃন্দ পরমোৎসাহে তাহার অনুমোদন করিতে করিতে তখন আপাততঃ ভট্টাচার্য্য পরিবারকে বিস্মৃত হইলেন।

শীঘ্রই সেই অপেক্ষিত দিনটি উপস্থিত হইল। করুণার আনন্দোচ্ছলভাবে অরুন্ধতীও মাঝে মাঝে অন্য সব কথা যেন ভুলিয়া যাইতেছিলেন, কেবল মনে হইতেছিল আজ মীরা আবার ফিরিয়া আসিতেছে! এ ঘরের সেই আনন্দের লতা মীরা! কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় যে সেদিন একেবারেই নিজ কক্ষের বাহিরে আসিলেন না দেখিয়া মাঝে মাঝে অরুন্ধতীর মুখ শুখাইয়া যাইতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, সন্ধ্যায় তাহারা আসিয়া পৌঁছিবে! করুণা ঠাকুরঘরের সন্ধ্যারতির সমস্ত উদ্যোগ বেলা থাকিতেই গুছাইয়া রাখিয়া অরুন্ধতীর কাছে আসিয়া

দাঁড়াইল।—"জেঠিমা, এখনও তো আজ বেলা যাচ্চে না, আজকে দিনটা এত বড় হ'ল কেন?"

জেঠিমা একটু হাসিয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইয়াই বলিলেন, "ও কি, হাত এত ঠাণ্ডা কেন করু তোর—জ্বর আস্‌বেনা ত? না, কপাল তো গরম নয়—বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে—অসুখ করছে নাকি?"

"না জেঠিমা—ও এমনি!—হ্যাঁ জেঠিমা, আমি মীরার ইলা দিদিকে কি বলে' ডাক্‌ব? তিনি কি আমার চেয়ে বড়?"

"জানি না বাছা,—আগে আসুকই—তার পরে কি বলে' ডাক্‌বি দেখা যাবে।"

মুখ নীচু করিয়া করুণা বলিল, "সনৎদাদা যে বলে আমারই বয়সি, তবে—"

"তোর সনৎদাদাকেই জিজ্ঞাসা করিস্ কি বলে ডাক্‌বি, এখন চুপ্ কর, অরু কি বলে শুনি।"

"জেঠিমা—ঘরের দুধে আজ কি চল্‌বে? বেশী দুধের দরকার হবে নাকি?"

"আজ থাক্ বাপু—যা হবে তাতেই চল্‌বে, কাল তখন

দেখা যাবে। পথে হ'তে ছেলেপিলে ঘরে এসে না পৌছলে অত ব্যবস্থা কর্‌তে নেই! ভালয় ভালয় আসুক আগে তারা।"

"আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এসে পড়্‌বে! হারু ভজা আগিয়ে আন্‌তে গেছে যে।"

সন্ধ্যায় ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দিতে অতি অনিচ্ছায়ও করুণাকে যাইতে হইল। অরুন্ধতী তখন শ্বশুরের নিকটে গিয়া কি বলিতেছিলেন। ঠাকুর ঘরের ধূপ দীপ জ্বালিয়া দিয়া তুলসীতলার প্রদীপটি হাতে লইয়া করুণা যেই ঠাকুর ঘরের সিঁড়িতে পা দিয়াছে আর অমনি দম্‌কা হাওয়ার মত কয়টা তরুণ সুন্দর মুখ তাহাদের উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল! কি সুন্দর তাহাদের গতিভঙ্গী, ততোধিক সুন্দর তাহাদের নূতন ধরণের বেশভূষা, করুণার হাতের প্রদীপের আলোকে সেই মুখকয়খানা আর তাহাদের বসন-ভূষণের ছটা এক সঙ্গেই যেন জ্বল্‌ জ্বল্‌ করিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণী তাহার দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "কে, করুণা নাকি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেই, ঠিক্ চিন্‌তে পেরেছি।"

পিছন হইতে সনৎ বলিয়া উঠিল, "করুণা কি রকম? বড় না তোর চেয়ে? খুব মনে আছেতো সব?"

"আমার চেয়ে বড়? যখন ছিল তখন ছিল, এখন ওকে কেউ বড় বলুক দেখি আমার চেয়ে। জেঠিমা কৈ দাদা—দাদু কই? এই সেই আমগাছটা না? এইখানে আমরা খেলা করতাম! আমার সব মনে ছিল—কিচ্ছুতো অচেনা লাগছে না! ওকি অমন করে' কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন করু-দি? কাকে দেখে অবাক হ'য়ে গেছিস্—ইলা-দি'কে না আমাকে? নেমে আয় না!"—বলিতে বলিতে ক্ষিপ্রপদে মীরা করুণার নিকটস্থ হইবার জন্য সিঁড়ির উপর উঠিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে সনৎ লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে বাধা দিল, "এই মীরা—নাম্ নাম্—ওকে ছুঁসনে।"

অবাক্ বিস্মিতভাবে চাহিয়া গতি থামাইয়া মীরা বলিল, "কেন গো—কি হল?"

পশ্চাৎ হইতে চাপাস্বরে তাহার মাতা উত্তর দিল, "এ বাড়ীর এই দস্তুর বাছা, দেখ্‌বি ক্রমে আরও কত!—করুণা,

ভাল আছিস্? তোর ভাইরা ভাল আছে?"—মীরা অপ্রস্তুতভাবে ইলার পানে চাহিল।

করুণা এইবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া প্রদীপটা লইয়া উঠানে নামিয়া পড়িল—তার পরে সেটা একবার অঙ্গনে প্রবেশের দরজার সম্মুখে লইয়া গিয়া বাহিরের দিকে প্রদীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শেষে আবার ফিরিয়া তুলসীতলায়ই রাখিয়া দিল। সেখানে একটা প্রণাম করিয়া কম্পিতপদে সরস্বতীর নিকটে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "দাদা ভালই আছেন, কাকিমা!"

সরস্বতী নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলেন, "ঠিক্ ঠিক্, তোর ছোট ভাইটাও যে নেই! নরু আর তোর বাবার কথাই মনে ছিল—ছোটটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম! এমনও কপাল! যাক্, ভাল আছিস্ ত?"

মৃদুস্বরে করুণা বলিল, "হ্যাঁ।"

"বাঃ, তুই বেশতো করু, তোর দিদিদেরও প্রণাম কর্লিনে? আমায় না হয় না কর্লি—আমিতো নতুন নই, আর এই যে তোর বড় বড় দিদিরা সব এদেরও দেখে তোর প্রণামের যুগ্যি বলে' মনে হ'ল না? এত হতশ্রদ্ধা?"

সনতের এই সপরিহাস সম্ভাষণে করুণা ঈষৎ হাসিয়া একবার মীরার দিকে চাহিল—তার পরে সনতের পায়ের গোড়ায় একবার মাথাটিকে ঠেকাইয়া আর একটি যে নবাগতা তরুণী সন্ধ্যাতারার মত অঙ্গনের এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল তাহার দিকে অগ্রসর হইতেই সনৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তরুণী ত্রস্তভাবে একটু সরিয়া গিয়া মধুরকণ্ঠে করুণাকে বলিল, "আমায় প্রণাম করোনা ভাই, আমি তোমারই বয়সী।"

তার পরে করুণার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "তোমায় ছোঁব কি এখন ভাই?"

এমন মধুর কণ্ঠ এমন রূপ করুণা আর কখনো দেখে নাই! তাই সে অবাক্ হইয়া কেবল চাহিয়া ছিল। ইলার এই প্রশ্নে সে অগ্রসর হইয়া তাহার নিকটে যাইতেই ইলাও সাগ্রহে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

"মা কই—করুণা? তিনি কি এখনো টের পান্‌নি যে আমরা এসেছি?"

সরস্বতী ঈষৎ খেদপূর্ণ মৃদুস্বরে সনৎকে বলিলেন,

"বেরুতে পাচ্চেন না বোধ হয়, চল্ আমরাই তাঁর কাছে যাই সনৎ!"

শুভ্র রুক্ষ বিধবার বেশে অরুন্ধতী আসিয়া যখন সরস্বতীর নিকটে দাঁড়াইলেন, তখন সরস্বতীও নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িলেন। মীরারও সাত বছরের স্মৃতির মধ্যে যে লালপাড় কাপড়পরা সিন্দূর শঙ্খ-ধারিণী জেঠিমা ছিল—আজ তাঁহার সঙ্গে ইঁহার কোন-খানটাই না মেলায় সেও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরুন্ধতী সরস্বতীর হাত ধরিয়া তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কেবল বলিলেন, "ঘরে চল!"—তারপরে নিকটে দণ্ডায়মানা অবাঙ্মুখী মীরাকে দুই বাহুর মধ্যে টানিয়া লইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠতাতকে মনে পড়িয়া মীরার দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। বাড়ী আসার আনন্দে তাহার সে কথাটা মনে ছিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সকলের কাটিয়া গেলে, অরুন্ধতী আর একটি তরুণীকে অতি সঙ্কুচিতভাবে নিঃশব্দে তাঁহার পায়ের ধূলা লইতে দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া সরস্বতীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "এইটি ইলা, না ছোটবৌ?"—তারপরে আশীর্ব্বাদের

ভাবে তাহার মস্তকের ও মুখের পার্শ্বে একটু হাত বুলাইয়া দিলেন। ইলা আবার তাঁহার পায়ের গোড়ায় মাথা নামাইয়া করুণার নিকটে সরিয়া দাঁড়াইল।

মীরা এতক্ষণে ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "জেঠিমা, দাদু কই?—চল মা তাঁর কাছে যাই!"

তারপরে একটু ইতস্ততঃ করিয়া অরুন্ধতী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তিনি আহ্নিকে বসেছেন মীরা, তোমার এই জামা-জুতো রাস্তার কাপড় ছেড়ে নাও আগে!"

মীরা অবোধেরমত বলিয়া উঠিল, "সে যে বড্ড দেরী হবে, এখন এমনি যাইনা—তাতে কি দোষ?"

"না মা, তিনি গুরু লোক, তাঁর কাছে এই রকম করেই যেতে হয়।"

মীরা অপ্রস্তুত ও একটু ক্ষুণ্ণভাবে জেঠিমার আদেশ পালন করিবার জন্য জুতা খুলিতে খুলিতে ইলার পায়ের দিকে চাহিয়া দেখিল সে ইহার আগেই কখন্ সে কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিয়াছে।

১২

গ্রামে বেশ একটু 'সোর' পড়িয়া গিয়াছিল। আনন্দকুমারের মৃত্যুর পর যেমন করিয়া গ্রামের বয়োবৃদ্ধা বর্ষীয়সীগণ ছাড়াও পাড়ার ঝি বউ বালক বালিকার দল দঙ্গল বাঁধিয়া অকারণে কিছুদিন ধরিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে রথযাত্রার ভিড় বাধাইয়াছিল, এখন তদপেক্ষাও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহারা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের নীরব গৃহের চারিদিকে একটু হাঙ্গামেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিল। অরুন্ধতীকে কিছুদিন তাহাদের আদর আপ্যায়ন আসন সম্ভাষণের ব্যবস্থায় এমনি সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইল যে,

মীরাদেরও যেন তিনি সে কয় দিন তেমন যত্ন করিবার অবকাশ পাইতে ছিলেন না।

মীরার মার এ ব্যাপার কতকটা জানাই ছিল, তাই তিনিও জায়ের সঙ্গে বর্ষীয়সীদের সম্বর্দ্ধনা ও অন্যান্য সকলকে যথাসাধ্য সাদর সম্ভাষণ করিতেছিলেন। মীরা কিন্তু ক্রমে চটিয়া আগুন হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহার রাগ দেখিয়া সনৎ হাসিয়া খুন হইতেছিল। সনৎ বলিতেছিল, "আঃ, বড় ভুল হয়ে গেছে, এমন জান্‌লে কতকগুলো টিকিট্ ছাপিয়ে আন্‌তাম! সেগুলোর দু'-চার পয়সা করে' দাম ধরলেও শ্রীমতী মীরা দেবীর গৃহাগমন উপলক্ষে আমাদের কিছু আয় হ'ত।—কি বলিস্ করু? ভারি ভুল হ'য়ে গেছে,—না?"

করুণা মীরার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে একটু হাসিল মাত্র! মীরা উভয়ের পানে রাগেরভাবে চাহিয়া ঝঙ্কারের সহিত বলিল, "কেন, আমি কি রাম ছাগল, না ভাল্লুক যে আমার নাকে দড়ি দিয়ে তোমাদের দেশে নাচাতে এনেছ? অমন করে' ফিঙের মতন যদি তোমাদের দেশের ছোট ছোট রূপী বাঁদরগুলো আমাদের পেছনে আর লাগে তা হ'লে ভাল হবে না দাদা—তা কিন্তু বলে দিচ্চি।"

মীরার রাগ দেখিয়া সনৎ আরও বেশী করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ওমা, মীরা কি বল্‌ছে শোন' এসে! যারা ওদের দেখ্‌তে আস্‌ছে তাদের বল্‌ছে রূপী বাঁদর। নিজেকে বল্‌ছে, রাম ছাগল—ভাল্লুক।—ভাল হবে না—কি কর্‌বি তাদের শুনি?"

"আমি কি বড়দের ও কথা বলেছি নাকি? ঐ যে তোমাদের মান্যগণ্য হ'রে ন'রে পুঁটি-ভুতির দল, তিন ভাগ গা খোলা, কারু বা একেবারেই তাঁতির সঙ্গে অসহযোগিত্ব—তাঁরা কি জন্য দলে দলে এসে হাঁ করে' চেয়ে থাকেন? আমরা কি সং নাকি? বল্‌তো ভাই করু-দি?—বিরক্ত লাগে না?"

করুণা মৃদুস্বরে বলিল, "এখানে যে বউ এলেও এমনি করে' সব দেখতে ছোটে—আর—"

মীরা এবারে প্রায় সপ্তমে স্বর তুলিয়া করুণার কথা সমাপ্ত হইতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "আমরা কি সেই বৌ এসেছি নাকি গ্রামেতে?"

তাহার চড়া গলার ধাক্কায় থতমত খাইয়া করুণাকে নীরব হইতে দেখিয়া ইলা মৃদু হাস্যের সহিত মীরার গায়ে হাত দিয়া

বলিল, "অত রাগিস্ কেন সব তাতে? দেখ্তে আস্ছে তাতে কি! বড় মানুষ যাঁরা তাদের কাছে বরং একটু লজ্জা করছে, সেও আমার পক্ষে, তোর তো কিছুই হবার কথা নয়। কিন্তু এই নিরীহ ছেলে মানুষের দল—যারা অবাক্‌ভাবে কেবল চুপ্ করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌ছে তাদের ওপরও তোর রাগ?"

"না—রাগ হবে না! মানুষকে আবার হাঁ' করে দেখ্‌বে কি? আমরা কি চতুর্ভুজ, না ষট্‌পদ?"

মীরার রাগে ইলা ও সনতের হাসি দেখিয়া সাহস পাইয়া করুণা এইবার কথা কহিল, "ওরা তো এ রকম কখনো দেখেনি, তাই অমন করে' দ্যাখে। পাড়ার যে সব বৌ আসে—নতুন কেউ আসে—তারা কি দেখ্তে এমন? তাই দেখতেই যখন সবাই অত ভিড় করে, তখন—"

সনৎ আরও একটু বেশী হাসিয়া বলিল, "পাড়ার যারা আসে তারা এমন নয়—এরা এমন—কেমন করুণা? খুব আশ্চর্য্যি রকমের বুঝি—না?"—করুণা নিঃশব্দে মাথা হেলাইয়া ঘাড় হেঁট করিল।

"কি রকম আশ্চর্য্য বলই না একটু শুনি।"

সনতের ছুই তিন বারের প্রশ্নে অগত্যা করুণা শেষে মৃদুস্বরে বলিল, "এমন তো আমি কখনো দেখিনি।"

সনৎ হাসিভরা মুখে মীরা ও ইলার পানে চাহিয়া রহস্য ভাবেই কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইলার মুখের পানে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। লজ্জার সঙ্গে আর একটা কিসের আভা পড়িয়া সে মুখ যেন সত্যই মানুষের মত বোধ হইতেছিল না। দেবতাকে কেহ দেখে নাই, কিন্তু শিল্পীর মানস-দর্পণে দয়া স্নেহ মমতা প্রেম প্রভৃতি মনোবৃত্তির কল্পিত মূর্ত্তির মুখের আদর্শের যেমন ছায়া পড়ে এ মুখেও যেন তেমনি আভাস আসিতেছে। দেখিয়া তরুণ যুবক সনতের অন্তর সহসা যেন নির্ব্বাক হইয়া কেবল চাহিয়া রহিল। ইলাকে সে যেন আজ নিজ গৃহে আনিয়া নূতন করিয়াই দেখিল। মীরাও সচাঞ্চল্যে করুণার পীঠে একটা চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, "আহা, আমায় যেন নতুন দেখ্‌লেন উনি। বরং ইলা-দি'কে—"

করুণা মুখ তুলিয়া মীরার পানে চাহিয়া বলিল, "নতুন বলেই লাগে যে মীরা! আর ইলা-দি'কে তো এতদিন ভেবেও একটুও আন্দাজ করতে পারি নি। তোমায় যা'হোক

দেখা ছিল বলেই যেটুকু অবাক্ লাগে না,—ইলা-দি'কে কিন্তু ঐ পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলোর মতনই আমারও অমনি করে' চেয়ে চেয়ে কেবল দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।"

এইবার মীরার হাসিবার পালা। সে কলকণ্ঠে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে করে রে জঙ্গ্‌লি? কাপড়-চোপড় সাজ-সজ্জাকে—না মানুষটাকে?—"

করুণা অম্লান বদনে ঘাড় নাড়িয়া বলিল – "সবই! ওঁর সবই সুন্দর।"

"বটে? ওঁর সবই সুন্দর? এতক্ষণ বুঝি ওঁকে এই স্তুতিবাদটা দেবার জন্যই আমারও দলে টেনে রাখা হয়েছিল, এইবার যথাস্থানে পৌঁছে আর আমি কেউ নই, না?" —মীরার স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে অভিমানের কলহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

করুণা নিঃশব্দে মীরার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া অতি মৃদুস্বরে প্রায় তাহার কানে কানেই যেন অতি আদরে ভরিয়া বলিল, "তুমি তো আমার মীরা।"

"যাও, চাই না তোমার ফাঁকা আদর"—বলিয়া মীরা

কপট ক্রোধে করুণার হাত ঠেলিয়া দিয়াই দেখিল সম্মুখে মা ও জেঠিমা। জেঠিমা করুণার হাত ঠেলিয়া দেওয়া দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া মীরা যেন একটু অপ্রস্তত হইয়া দাঁড়াইল।

সনৎ বলিল, "জান না, মীরা আমাদের দেশের লোকের উপর ভারি চটেছে।"

মা বাধা দিয়া বলিলেন, "চটার কথা পরে হবে। এ দেশটা বুঝি মীরারও নয়? আমাদের দেশ যে বল্‌লি?"

"বাব্বাঃ,—সে-কথা তুমি একবার বলে' দেখনা, মজা দেখিয়ে দেবে এখন।"

অরুন্ধতী মীরার পানে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন, "চটেছিস্ না কি পাগ্‌লি? এরা সভ্য না হ'লেও, কথা কইতে না জানলেও, এরাই তোর আপনার দেশের লোক,—নিজের ঘরের প্রতিবাসী, এটুকু যেন ভুলিস্‌নে।"

মীরার অভিমান আবার ফুটিবার পথ পাইল,—"তা' হোক! তাই বলে' যা খুসি তাই বল্‌বে বুঝি?"

"বল্‌লেই বা! এই তো করুর এখনো আমরা বিয়ে দিই নি বলে' ওর সাম্‌নেই কত কি বলে ওকে,—আমাদেরও বলে! করু তো তোর চেয়েও বড়। কি করব, নানা

বিপদে দিন যাচ্চে উপায় নেই, লোকের কথা সইতেই হবে।”

সনৎ হাসিয়া বলিল, “ও! এই সব কথা হয় বুঝি? তাই-ই মীরা এত রেগেছে।”

সরস্বতী বলিলেন, “তা যাই বল দিদি, পাড়া-গাঁয়ে বড় অনধিকার চর্চ্চা চলে। সহরে এই সব বালাই নেই। কেউ কারু কথার মধ্যে নেই, যার যা খুসী কর—যেমন ইচ্ছে চল! সব ‘আপ্ রুচি চাল্’।”

“হ্যাঁ, কিন্তু তাতে ভালমন্দ দুই-ই ঘটে ভাই!—যাক্, করুর ওপরও তারই ধাক্কা চল্‌ছে নাকি মা-জননীর? ওটা বড্ড ভীতু ভালমানুষ মেয়েরে মীরা, ওকে—”

“নাগো বাপু, তোমার ‘ভালমানুষ’ খুকি মেয়েকে কিছু বলিনি! আয় তো ইলু-দি, করু দি, দাদা—এস একটু খেলার চেষ্টা করতে হবে! এমন বিরক্ত ধ’রে যাচ্ছে! আয়না করুদি,—ওঠ্ বলছি!”

অরুন্ধতী হাসিয়া বলিলেন, “কে বল্‌বে যে করু মীরার বড়। কি ভাগ্যি যে ‘দিদি’ বলিস্ বাছা।”

"তোমাদেরই ভয়ে! নৈলে ও কিসে বড়? দেখ্‌তে, না শুন্‌তে, না জোরে? নে• ইলু-দি যাবি, না, যাবি না?"

তাহাদের বাধা দিয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "মীরা, বাবা এই সময়ে শুয়ে আছেন, যা তাঁর কাছে গিয়ে একটু বস্‌গে—গল্প করগে।"

মীরা আবার ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "যে তোমার বাবা! আজ ক'দিন এসেছি, ভাল করে' কথাই কচ্চেন না আমার সঙ্গে! মুখ হেঁট করে' থাকেন, যেন আমার মুখই দেখ্‌বেন না! কি গল্প কর্‌ব বাপু—হয়ত প্রথম দিনের মত কথাই কবেন না! বাবাঃ, কদ্দিন পরে এলাম, তা সেদিন একেবারে কথাই কইলেন না আমার সঙ্গে। বরং নিজের বৌমাটির সঙ্গে একটু 'না' 'হুঁ' কর্‌লেন, প্রণাম কর্‌লে মার মাথায় হাতও দিলেন দেখ্‌লাম, কিন্তু আমার বেলায় কিচ্ছু না! আমি যাব না তোমাদের বাবার কাছে;—তোমাদের বাবা তোমাদেরই থাকুন।"

অরুন্ধতী বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "নারে পাগ্‌লি, যা, তিনি যে তোর সঙ্গে কেন কথা কইতে পারেন না, তা কি

বুঝতে পারিস্ নে ? তুই কি ছোট বৌ কাছে গেলে তিনি যে কতটা অস্থির হয়ে পড়েন, কি করে' তাঁর হাত-পা কাঁপতে থাকে, তা কি দেখ্‌তে পাস্ না ? কিছু মনে পড়ে না কি তোর ছোট বেলার কথা ? তুই যে ওঁর গলার হার ছিলি মীরা !"

"কেন মনে পড়বে না ? কিন্তু এখন কি তিনি তোমাদের দেশের কনে বৌ হয়েছেন ?"

ইলা এইবার অসহিষ্ণুভাবে তাহাকে যেন একটু নাড়া দিয়াই মৃদুস্বরে বলিল, "কি বক্‌ছিস্ পাগলের মত মীরা ! যা—না !"

সরস্বতীও বলিলেন, "হ্যাঁ, যা মীরা, বড় হচ্ছিস্ এখন, একটু বুদ্ধি ধর্‌তে শেখ্, সব জায়গাতেই যা মনে আস্‌বে তাই বলে' বকিস্ না।"

মীরা, একটু অপ্রস্তুত হইয়াও পূর্ব্ব সুর বজায় রাখিয়া জেঠিমার পানে চাহিয়া বলিল, "হুঁ, উনি হয় ত বইয়ের মধ্যে মুখ গু'জে প'ড়ে থাকবেন, আমি তখন একা কি করব ? করুদি চলুক আমার সঙ্গে তবে।"

জেঠিমা তখন সস্নেহে বলিলেন, "গিয়ে 'দাদু' বলে'

ডেকে কাছে বস্‌বি, জোর করে' কথা কওয়াবি। করু যাক্ না যাক্, তোর একা যেতে এত লজ্জাটা কিসের শুনি ? কনে' হয়ে যে তুই-ই এসেছিস্ বাছা—নৈলে নিজের 'দাদু'র কাছেও লজ্জা ?"

সনৎ হাততালি দিয়া "খুব হয়েছে, কেমন জব্দ !" বলিয়া মীরার পানে চাহিয়া হাসিতেই মীরা ভাইয়ের সঙ্গে রীতিমত কলহেরই সূত্রপাত করিয়া বসিল, "কি আমার সাধু ব্যক্তি গো ! বলে' দেব নাকি সবাইকে সাহসের কথা ?—'বিশ্বম্ভর ঠাকুর্দ্দা ঠাকুর'—কে দাদুর নাম রেখেছে ? তাঁর সুমুখে গিয়ে দাঁড়াতে হ'লে একটু পরে যেন শীত লেগে ওঠে কে বলে ? অরুণ দাদাই নাকি তাঁর—"

এইবার অসহিষ্ণু ভাবে ভগ্নীকে বাধা দিয়া সনৎ বলিয়া উঠিল, "এইবার চুপ্ কর্ হনুমানি, নিশ্চয় উল্টো পাল্টা করে' বলে' ফেল্‌বি। অরুণ-দাদার মত ধৈর্য্য আর গুরুজনকে মান্য দেবার ক্ষমতা আমার যে নেই, সে কথা মা কাকিমা বহুদিনই জানেন।"

"তবে আমারও না হয় করু-দি'র মত সাহস নেই যে, একেবারে চুপ্ করে' তাঁর পায়ের গোড়ায় বসে' পড়ে' দুই

হাতে পা টেনে নেব, আমি-ই বা সে-কথা বল্‌তে ডরাব কেন শুনি ?”

মীরার এই অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া ফেলিল। জেঠিমা হাসিমুখেই আবার বলিলেন, “কিন্তু এক দিন তাঁর বুকে বসে' মাথার চুল টান্‌তে তোরই সাহস ছিল, বরং সনতের ছিল না, তা মনে আছে ? সেই ভয়টি সনৎ চিরদিনই রাখ্‌লে, ওঁকে কখনই বুঝলে না !”—অরুন্ধতী অলক্ষ্যে যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়াই চুপ করিলেন।

“জেঠিমা !”—বাহির হইতে অরুণের এই ডাকে সচকিত হইয়া সনৎ ডাকিল—“ওকি অরুণ-দা, ঘরে এসনা, তুমি অত দূরে দূরে থাক কেন বলত ! নাঃ—তুমিও চিরদিনই এক সমান রইলে। দাদামশায়টি ছাড়া আর কারু সঙ্গেই তোমার খাপ খেলে না !”

জেঠিমা ডাকিলেন, “ঘরে আয় অরুণ, কি বলবি বল।”

সরস্বতীও উচিত বোধে বড় জায়ের ডাকের সমর্থন করিলেন, “এসনা বাছা, এরাতো তোমাদের বোনেরই মত। আমাদের সহরের ছেলেদের কিন্তু এ বিষয়ে খুব সহজ সপ্রতিভ ভাব। বেটা-ছেলে হয়ে তুমি এদের লজ্জা

কর্‌লে এরাও যে তোমায় লজ্জা কর্‌বে! করুণার দাদা তুমি—এদেরও দাদা যে।”

সকলের যুগপৎ আহ্বানে অগত্যা অরুণ কোনরূপে গৃহ-দ্বারের মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করাইয়া এক পাশে দাঁড়াইল, এবং ডাকাডাকির ব্যাপারে সে যে কাজে আসিয়াছিল তাহার প্রায় তাহা ভুলই হইয়া গেল।

মীরার কিন্তু এ সব আর ভাল লাগিল না। সে তাহাদের পূর্ব্বের কথার জের টানিয়া বলিল, “দাদা, তোমার অপবাদটা আমিই এবার মোচন করে’ দিচ্চি, ছাখ’। আমি গিয়েই কিন্তু দাদুর কাঁচা চুল যা আছে উপড়ে দেব—তা আগেই বলে’ রাখছি জেঠিমা! থাক’গো করুণাময়ী, তোমায় আর আমার সাহায্য দিতে যেতে হবে না।”

বাল-কলকণ্ঠের ঝঙ্কার তুলিয়া মীরা সেখান হইতে এইবার প্রস্থান করিল, তাহার নিবারণে করুণাও আর উঠিবার চেষ্টা করিল না; আর অরুণ আসার পরই এখনি উঠিয়া যাওয়াটা শোভন হইবে না বুঝিয়া ইলাও করুণার পার্শ্বে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অরুন্ধতী মীরার উদ্দেশে সস্নেহে বলিলেন, “এখনো

তেমনি 'কথাখি' আছে, দুষ্টুমি বরং আরও বেড়েছে! সকলেরই সমান আদর পেত কিনা এতদিন, ঠাকুরদাদার অভাব তো জানেনি!"

সরস্বতীর মুখটা একটু যেন আঁধার হইয়া আসিল। ঔদাস্যভরা কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ—ঐ সব অকেজো আদরে মেয়ের স্বভাবটি এমনি হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু এখন যে কে এ অভিমান রাখবে তার ঠিক নেই।"

অরুন্ধতী সরস্বতীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে বুঝিয়াছিলেন যে, সরস্বতী মৃত পিতার উপরে অনেকখানিই অনুযোগ নিজের মনের মধ্যে বহন করিতেছেন এবং ভ্রাতার উপরেও তাঁহার তেমন প্রসন্ন ভাব নাই। পিতা ভ্রাতা বিধবা কন্যা বা ভগিনীর তেমন স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করেন নাই বলিয়াই বোধ হয় সরস্বতীর এ মনোভঙ্গ হইয়াছে, অরুন্ধতী এইরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন। এইবার তাঁহার কথায় সে সন্দেহ দূরীভূত হইল। তিনি উত্তর দিলেন, "কেন ও দুঃখ করিস্ ছোট বৌ! বাবা যতদিন আছেন সনৎ আর মীরার কিসের অভাব? ওরা ছাড়া তাঁরই বা আর কে আছে?"

সরস্বতী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া একটু চুপ করিয়া

থাকিয়া বলিলেন, "এইবার আমরা যাই দিদি, আর কতদিন থাকব !'

অরুন্ধতী অনেকখানি বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে জায়ের দিকে চাহিলে সে দৃষ্টির সম্মুখে মীরার মা চোখ নামাইতে বাধ্য হইলেন। গাঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমায় আমি জানি দিদি, ভাস্বুরে আর তোমাতে যে প্রভেদ নেই—সনৎ মীরা যে তোমাদের একই—তা জানি। মীরার ভাগ্য বড় মন্দ তাই অমন জেঠাও সে হারালো।"

"তবে আর কার অনাদরের ভয় কচ্চিস্ ছোটবৌ? বাবার? ওরে, এই-ই আমার সব চেয়ে দুঃখ। আমায় বরং যা খুসি মনে কর তোদের তাতে কিছু হবে না, কিন্তু এই পাপটি আর করিস্নে, মীরার তাতে মঙ্গল হবে না, ছোটবৌ। ওকে তার দাদুর কোলে এখনো ফিরিয়ে দে।"

"কিন্তু দিদি, ওকে তো এখানে রাখ্‌লে চল্‌বে না, পড়াশোনা তো ছাড়াতে পার্‌ব না। আস্‌ছে বারে পাশ দেবে মীরা, তা তো জানো? সনৎ কি তাঁর ঘরে ব'সে থাকে? তাকেও তো পড়তে দূরে পাঠাতে হয়। মীরাও দূরে থাক্‌লে

যদি তাঁর কোলে থাকা না হয় তা' হ'লে আর কি করব বল!"

"হাঁরে, মীরা চোদ্দ বছরেরটি হ'য়েছে তা মনে আছে ত? তার কি বিয়ে দিবিনে? তার বিয়ে আর করুর বিয়ে যে এইবার দিতেই হবে, নৈলে সমাজে বাবা মুখ দেখাতে পারছেন না যে!"

খুড়িকে উত্তর দিতে না দিয়া সনৎ তাড়াতাড়ি মায়ের নিকটে সরিয়া গিয়া বলিল, "তা বুঝি শুননি মা? মীরা তো বিয়ে কর্‌বে না! ওদেরও ছোট্ট একটি সমিতি হয়েছে! মীরা, ইলা সেই সভার সভ্য। ওরা বড় হয়ে দেশের কাজ কর্‌বে—বিয়ে করবে না, এই প্রতিজ্ঞা করেছে।"

এতক্ষণ ধরিয়া ইহাদের ঘরোয়া সুখদুঃখের কথার মধ্যে বসিয়া থাকিতে ইলার যথেষ্টই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু অরুণকে যে ভাবে ইঁহারা অনুরোধ করিয়া সে ঘরে ডাকিয়া আনিলেন তাহাতে উঠিতেও কুণ্ঠা আসিতেছিল। এইবারে করুণা উঠিয়া দাঁড়াইতেই সেই সুযোগে ইলাও উঠিয়া পড়িল। তাহাদের উঠিতে দেখিয়া সনৎ বলিল, "এই যাঃ, এরা যে এখানে ছিল তা আমার খেয়ালেই আসেনি। এখনি

মীরাকে নালিশ করে' দিয়ে আমার মুণ্ডুটি খাবে দেখ্ছি। চল তো অরুণদাদা, আমরাও এইবার পালাই, নৈলে মীরি আমার দফা সার্‌বে।"

অরুন্ধতী বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাখ সনৎ, কাজের কথার সময় এ রকম করে' পালালে চল্‌বে না, বস্ বল্‌ছি। অরুণ বস্ বাবা। এখন তোমরা বড় হয়েছ—সংসারের ভাবনার অংশ না নিলে চল্‌বে কেন! আজ এ কথার একটু শেষ হয়ে যাক্, যাতে আমি বাবাকেও শেষ কথা বলতে পারি।"

"তবে ওদেরও বস্‌তে বল মা, 'যার বিয়ে তার মনে নেই পড়সীর ঘুম নেই' হ'তে পারে না, করুণা পালাতে পাবে কেন? ওতো আর 'বঙ্গবালিকা সমিতি'র সভ্য নয়?"

সনতের এই কথায় চলিয়া যাইতে যাইতেও ইলা একবার তাহার পানে চাহিয়া অন্যের অলক্ষ্যে একটু যেন ভ্রূকুটি করিয়া গেল, কিন্তু করুণার পাণ্ডু মুখচ্ছবি একবারও উন্নমিত হইল না, সে একভাবেই নতমুখে চলিয়া যায় দেখিয়া সনৎ এবার লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রোধ করিল, বলিল, "বাঃ, তবু পালানো হচ্চে? ভাখ মা, ভাখ।"

অরুন্ধতী গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কি করিস্ সনৎ, পথ ছাড়! কেন ওকে কষ্ট দিচ্চিস্?"

"কষ্ট দিচ্চি না—ও যদি বুঝ্‌তে পারে তো বুঝবে ওর ভবিষ্যতের অনেক কষ্ট কমাতেই চাচ্চি, তাতেই তো থাক্‌তে বল্‌ছি ওকে মা, মীরাকেও ডাক্‌ছি এখন।"

"তুমি যা বল্‌বে তা বুঝেছি সণ্টু! করুণাকেও তোমাদের সেই 'বঙ্গবালিকা সমিতি'র সভ্য কর্‌তে চাচ্চ তো? যাতে ওরও বিয়ে না দেওয়া হয় সেই পরামর্শ দেবে ত?—যা বল্‌বি তা আমাকেই বল বাপু, ওর রাস্তা ছেড়ে দে।"

"বাঃ, তোমরাই বুঝি ওর ভবিষ্যতেরও হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা—তাই ওর কথা ওই শুন্‌বে না শুন্‌বে তোমরা?"

"হ্যাঁ, চোদ্দ পনের বছরের মেয়ে ওরা—ওদের ভবিষ্যতের ভাবনা—ওরা তোদের দেখাদেখি যতই সমিতি করুক—এখনো ভেবে উঠ্‌তে পারবে না, সেটা আমরাই ভাব্‌বো! পথ ছাড় পাজী, মেয়েটা যে গেল!"

মাতাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সনৎ করুণার দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যই সে 'যাইবার' উপক্রমই হইয়া উঠিয়াছে বটে! পাশের দেওয়ালে ভর না দিলে বোধ হয় এতক্ষণ সে

কম্পিত ও ক্ষীণ তনুটি মাটিতেই পড়িয়া যাইত। ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া ও যেন একটু লজ্জা পাইয়া সনৎ দুয়ারের সম্মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল এবং নিস্পন্দ অরুণের পানে চাহিয়া বলিল, "অরুণদা, তুমিও যে এদের দলভুক্ত হয়ে চিরদিন রইলে এই বড় দুঃখ! করুর মত তুমিও বোধ হয় খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছ আমার উপরে—না?—যে, অনর্থক এটা এমন অনধিকার চর্চ্চা কেন করে!"

শ্বেতপাথরের মূর্ত্তির মত অরুণ এতক্ষণ মাত্র সনতের এইকথা শুনিতেছিল এবং তাহার কাণ্ড চাহিয়া দেখিতেছিল। এইবার যেন সচেতন হইয়া কেমন একরকম অর্দ্ধ ক্ষোভের সুরে বলিয়া উঠিল, "না ভাই, অধিকার তোমার পুরাই আছে। কিন্তু ঐ যা বলেছ, অনর্থক,—সবই অনর্থক।"

সনৎ তখন তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "কিসে অনর্থক? যা বলেছি যদি বুঝ্‌তে ইচ্ছা কর সবই সার্থক, আর যদি গতানুগতিকের গড্ডলিকা স্রোতে ভেসে যেতে চাও, এক একটা জীবনের দাম যদি কিছুমাত্র না বুঝে এই ভাবেই তাদের নষ্ট হতে দাও, তা হ'লে অবশ্য অন্য কথা!"

"হ্যাঁ সণ্টু, ঠিক্ তাই—এ অন্য কথাই বটে!"

সনৎ আবার সতেজে অরুণের এই মৃদু সংক্ষিপ্ত উক্তির অর্থ না বুঝিয়া প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল—সহসা মাতার ঈষৎ যেন বিরক্তিভরা আদেশের স্বর শুনিয়া করুণার দিকে ফিরিয়া দেখিল সে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়া তাহার সেই আনত পাংশু মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে সনতের পানে চাহিয়া আছে। নিষ্প্রভ করুণ চক্ষু দু'টি তাহার যেন কোথা হইতে একটা আলোকের আভা পাইয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, গণ্ডে অধরোষ্ঠে একটা লোহিত রাগ ধীরে ধীরে যেন জাগিয়া উঠিতেছে। স্তব্ধভাবে সে সনতের পানে চাহিয়া তাহার কথাগুলি যেন সমস্ত দেহ মন দিয়া পান করিতেছিল দেখিয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "করু—তোমায় মীরা যে অনেকক্ষণ ডেকে গেছে, কি শুন্‌ছ তুমি ওদের কথা? যাওনা!"

মুহূর্ত্তে যেন একটা দম্‌কা বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া গিয়া সব আলো কোথায় লুপ্ত হইয়া গেল। করুণা একবার চমকিয়া উঠিয়া তখনি মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে সে গৃহ ত্যাগ করিল, কিন্তু সেই সময়ের সেই আলো নিভিবার দৃষ্টিটা সনতের সঙ্গে একবার বিনিময় হইয়াই নিভিল। মাতার এই

বিরক্তিতেই কিম্বা কিসে যে সনৎ একটু ব্যথা পাইল তাহা স্পষ্ট সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সেই আঘাতটুকুতেই মার কাজের প্রতিবাদ করিতে গিয়া সহসা তখনি যেন তাহার মুখে আর কথা জোগাইল না।

অরুন্ধতী জায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওর কথাতো কিছুকাল হতেই শুনে আস্‌ছি—এখন তোর মুখে শুনি ছোট বৌ এইবার, ব্যাপারটা কি! ওদের কথা—সমিতির কথা —প্রতিজ্ঞার কথা বাদ্ দে, কেবল তোর কথাটুকু মাত্র আমি শুন্‌তে চাই! মীরার বিয়ে কি দিবিনে সত্যি?"

সরস্বতী এতক্ষণ সনতের দ্বারা নিজের বক্তব্যটা প্রকাশ পাইবার এবং স্নেহময়ী জায়ের সহিত মতের অনৈক্যের অপ্রিয় ঘটনাটা পাশ কাটাইয়া ফেলিবার সুযোগ পাইয়া নীরবেই ছিলেন, এখন তাঁহার হাত হইতে নিস্তার না পাইয়া অগত্যা উত্তর দিতে বাধ্য হইলেন। কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, "বিয়ে দেব না তাকি বল্‌তে পারি দিদি—তবে ভাল পাত্র হওয়া চাই। যতদিন তা না পাব ততদিন মেয়ে যত বড়ই হোক্ না কেন তাতে ডরাব না! আর তাও বলি দিদি, মেয়েগুলো একটু লেখাপড়া শিখ্‌ছে, জ্ঞান-বুদ্ধি হচ্চে, এ ভাল না মন্দ?

বিয়ে তো হবেই, যতটা লেখাপড়া কর্‌তে পারে তার আগে করে' নিক্! হোক্ না আর একটু বয়স—দু'-একটা পাশ দিক্! ইলা এইবারে ম্যাট্রিক্ দিয়েছে জান দিদি? ও যেমন মেয়ে বোধ হয় জলপানিও পাবে। ক্লাশের মধ্যে বরাবর প্রথম থাকে। ওর সঙ্গেতেই মীরা এত শীগ্‌গির এতটা এগুতে পেরেছে। এখানে তো সাত বছর পর্য্যন্ত———"

অরুন্ধতী জায়ের কথায় বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "যাক্, এত লোকের সঙ্গে তোদের আলাপ পরিচয়, জানা শোনা, এমন কোন স্বজাতি স্বশ্রেণীর ছেলে কি দেখনি যাকে মেয়ে দিতে পারা যায়? কোন ছেলেকেই কি পছন্দ হয়নি?"

"কই আর তা দেখেছি! পরীক্ষাটা আস্‌ছে বার দিক্ দিদি মীরা, তার পরে বিয়ের কথা! তুমি কেন ভাব্‌ছ, কলকাতায় এখন আমাদের শ্রেণীরও বড় বড় মেয়ে কত ঘরেই দেখলাম—এখন আর ওতে জাত যাবে না! আর তা গেলেও আমি তা মান্‌ব না। কেন, মীরার জেঠামশায়ও তো এতে কোন অমত করেন নি, আমার তো ঐ একটি বৈ

মেয়ে নয়! ওকে আমি পড়াব, পাশ দেওয়াব এ সাধ আমার চিরদিনের, তা তো জান?"

"তা জানি—কিন্তু বাবার মুখও তো একটু চাইতে হবে ভাই! তিনি মীরার বিয়ে দিতে পারছেন না বলে' করুর পর্য্যন্ত বিয়ে দেন্‌নি! গ্রামে সেজন্য কত বলে সকলে ওঁকে! —আর ওঁর মুখ হেঁট করাস্‌নে ভাই!"

"তা তোমরা করুর বিয়ে দাওনা—তার জন্য বাধা কি! সত্যি সত্যি করুতো মীরা-সনতের বোন্ নয় যে, তাদের বিয়ে না দিলে ওর বিয়ে হবে না! আমরা যতই দেরী করি না কেন, মীরাকে যত বড়ই করি না কেন, তাতে করুণার বিয়ের বাধা কি! অরুণ তার জোগাড় করুক না কেন!" বলিয়া সরস্বতী অরুণের দিকে ঈষৎ রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিলেন। অরুণ অগত্যা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাই ঠিক্ করা যাচ্চে।"

সরস্বতী কৌতূহলী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ হচ্চে নাকি? তাই বল দিদি! তা হ'লে এখন কি যেতে পারি! করুর বিয়েটা হ'য়ে যাক্—দেখেই না হয় যাব, কি বলিস্ সনৎ? তা হ্যাঁ দিদি—পাত্র কোথাকার?"

"এই গ্রামেরই।"

"এই গ্রামের ? এই গ্রামে মেয়ে দেবার মত এমন পাত্র কে আছে ?—আছে নাকি কেউ ?"

"করুণার মত মেয়েকে দেবার মত আছে বৈকি !"

মায়ের কণ্ঠস্বর এবং মুখের আকৃতি দেখিয়া সনৎও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। বিস্মিতও হইতেছিল ! এ গ্রামে কন্যাদানের মত পাত্র কে কোথায় এমন আছে ? বলিল, "কোন্ পাত্র—কার সঙ্গে তোমরা করুর বিয়ে ঠিক কর্‌ছ শুনি ?"

মা উত্তর দিলেন; "নকড়ি ভট্‌চাযের ছেলে অবিনাশ—তারই সঙ্গে।"

"মা !"—অত্যগ্র বিস্ময়ে সনৎ যেন চমকিয়া উঠিল !—"তুমি বল কি ! তোমরা কি বিয়ে বিয়ে করে' ক্ষেপেই গেছ একেবারে ? ভট্‌চাযের ছেলে ? সেই আধ্‌ পাগ্‌লা—ধেড়ে গেঁজেল লোকটা ? কে এ সম্বন্ধ কর্‌লো শুনি ?"

"অরুণ—করুণার দাদা !"

"অরুণদা ! মা বল্‌ছেন তাই এ প্রশ্নও তোমায় করছি, এ কি সত্যি ?"

অরুণ একটু স্তব্ধভাবে অরুন্ধতীর মুখপানে চাহিয়া ছিল।

জেঠিমার সেদিনের কথাগুলা মনে পড়িয়া আজিকার কথার সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্যও সে করিতে পারিতেছিল না, তথাপি সনতের কথার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, —সত্যি।"

১৩

সনৎ মাতার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়া সে কিছু বলিতে আসিয়াছে বুঝিয়া অরুন্ধতী দ্বিগুণ মনোনিবেশের সহিত নিজের আরব্ধ কার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। অগত্যা সনৎ বলিল, "মা!"—মা মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "কি?"

"এর আর অন্যথা হবে না?"

"কিসের অন্যথা?"

"নকড়ি ভট্‌চায্‌দের বাড়ীই করুণার বিয়ে দেবে?"

"না দিয়ে আর উপায় কি! সে ষোলো বছরের মেয়ে হ'তে চল্‌লো,—মীরার জন্যই এতদিন পথ চেয়ে ছিলাম—

তোরা যখন তার বিয়ে দিবিইনে, তখন কেন আর ও-মেয়েটার ক্ষতি করা ?”

“আর এটা বুঝি তার লাভের ব্যাপারই ঘটাচ্ছো মা ?”

“ছোট থেকে ভগবান তাদের যা বিধান করেছেন—তার যে অদৃষ্ট, যে অবস্থা—তারই মত এ ব্যবস্থাও হচ্চে সনৎ।”

“তাই-ই যদি ঘট্‌তে দেবে তবে কেন তাকে আমাদের ঘরে এনে নিজের মেয়ের মত মানুষ কর্‌লে মা ? কেন তাকে নিজেদের অবস্থাতেই থাক্‌তে দিলে না ? কেন—”

“অন্যায়ই করেছি সনৎ, তখন বুঝ্‌তে পারিনি যে অদৃষ্ট কেউ খণ্ডন করাতে পারে না।”

“এ যে আরও অন্যায় কর্‌ছ মা ! অরুণদাদা তো করুণারই ভাই, কৈ তাকে তো একটা কানা খোঁড়া কাল-পেঁচা মেয়ে এনে ‘এই তোমার ভাগ্যের মত ক’নে’ ব’লে বিয়ে করাতে বাধ্য করাচ্ছো না ! সে বেটাছেলে তাই তার বেলায় অদৃষ্ট তাকে ছুঁতে পারলে না ; অদৃষ্টের যত মর্দ্দানি নিরীহ মেয়েগুলোর ওপোরই বুঝি ?”

"হ্যাঁ, সনৎ তাই ঘটে থাকে! ভগবানেরই এ গড়্‌বার দোষ। জাতের দোষেই এরা নিজের অদৃষ্টকে নিজের জীবনে টেনে আনে।"

"তারা আনে, না, তাদের অভিভাবকরা এই রকম করে' তাদের কপালে ঘটিয়ে দেয়? ভগবানের দোষ না আরও কিছু,—এ তো মানুষেরই অত্যাচার! এ অন্যায় করুরও ওপোরে তোমরা কর্‌তে পাবে না। এর চেয়ে তার পক্ষে অমঙ্গল আর কিসে হতে পারে!"

"নকড়ি ভট্‌চায্যের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিলে যে অন্যায় হবে অমঙ্গল হবে তার চেয়েও অমঙ্গল হবে তার—সে যদি বেশীদিন আরও এমন করে' এ সংসারে থাকে!"

সনৎ একটু যেন স্তম্ভিত এবং অনেকখানি বিস্মিতভাবেই মাতার পানে চাহিয়া রহিল। করুণার উপরে কন্যাস্নেহে পরিপূর্ণা তাহার সেই মা!—সনতের নিজের উপরে তাহার মাতার যতখানি স্নেহ সে অনুভব করিত, বুঝি তাহাপেক্ষাও করুণার উপরে অধিকতর স্নেহশালিনী বলিয়া যাহাকে সে জানে,—সনৎ আজ সে মাকে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না। এ মা যেন তাহার অন্য একজন কেহ। স্নেহের

কথা ছাড়িয়া দিলেও যে মাতার সম্বন্ধে সে অত্যন্ত উচ্চ ধারণাই চিরদিন পোষণ করিয়া আসিতেছে, অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্না হৃদয়বতী রমণী বলিয়াই যে মাকে সে জানিত, আজ তাঁহার আচরণ সনতকে যেন অবাক্ করিয়া দিল। যে সংসার করুণাকে বুকে করিয়া তাহাদের জীবনের শত-সন্তাপ মহা অভিশাপ মুছাইয়া ভুলাইয়া দিয়াছে, সেই সংসারে আর বেশীদিন থাকিলে করুণার অমঙ্গল হইবে? এ কি রহস্য! আর এ কথা বলিতেছেন কে, না তাহার মা!—যিনি এই সংসারের কেন্দ্র-স্বরূপা হইয়া করুণাকে এতদিন সাদরে বুকে ধরিয়া আছেন! সনৎ যেন বিস্ময়ের অকূল সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। ক্ষণপরে জোরের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমায় ছেলেমানুষ বোঝাচ্ছ মা? করুণা এ সংসারে থাক্‌লে তার অমঙ্গল হবে? এই কথা আমায় বিশ্বাস কর্‌তে বল? সে যে তোমাদের মীরার বাড়া হয়ে আছে একি কেউ জানে না! কেন তুমি তার এ সর্ব্বনাশ কর্‌তে যাচ্ছ,—কেন তুমি—"

"তার ভাগ্যে করাচ্চে সনৎ, আমি কি কর্‌ব? মীরার বাড়া হ'য়েও সে তো মীরা নয়—সেতো আমার পেটের মেয়ে

নয়—তোর আপন বোন্ নয়। এই তো অদৃষ্টের খেলা তার ওপরে।"

"ও-সব ভুয়ো কথা আমি শুন্‌ব না মা, কিছুতেই তার এ বিয়ে হ'তে দেব না আমি।"

অরুন্ধতী ক্ষণেক স্থিরচক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়া শেষে যেন একটু অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তুই তো দিন কয়েকের মধ্যেই কল্‌কাতা চ'লে যাবি—তখন এ বিয়ে কে ঠেকাবে?"

"কেন তুমি!"

"আমি?"—পুত্রের মুখ হইতে দৃষ্টি নত করিয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "সমাজের মধ্যে বাস করে' তার সঙ্গে এ বিরোধ আর আমি কর্‌তে পার্‌ব না সণ্টু!"

"করুণার চেয়ে সমাজই তোমার বড় হ'ল মা?—দাও তবে ওকে আমরা কল্‌কাতা নিয়ে যাই।"

"কল্‌কাতা নিয়ে গিয়ে তাকে কোন্ গতি দেবে সনৎ?"

"কেন—ইলা মীরার কাছে থেকে পড়্‌বে,—তার পরে বিয়ে দেওয়াই যদি তোমার আর অরুণদাদার শেষ মন্তব্য হয় একটি ভাল পাত্র দেখে বিয়ে দিলেই হবে।"

"ভাল পাত্র ?—এইতো তোর কাকিমা সেদিন বল্‌ছিল ইলা-মীরার জন্য মনে মনে ভাল পাত্র খুঁজি, কিন্তু স্বশ্রেণীর মধ্যে কই তাতো দেখ্‌তে পাই না ! ওরা বড় ঘরের মেয়ে, সুন্দরী—লেখাপড়া জানা—এখনকার কালে যার আদর—তবু ওদের জন্যই যদি ভাল পাত্র দেখ্‌তে না পাস্ তোরা, তা হ'লে করুণার মত অনাথা মেয়ে—যার -"

"স্বশ্রেণী না পাওয়া যায় বামুনের ছেলে হলেই তো হবে মা !"

"না সনৎ, তুমি করুণাকে তার ভাইয়ের আর আমার পর করে' দিতে পাবে না, আমরা যার মধ্যে আছি সেই সমাজেই তাকে থাক্‌তে হবে।"

"আচ্ছা, তার-ই না হয় চেষ্টা দেখ্‌ব স্বীকার কর্‌ছি।"

"আমি বল্‌ছি তা পারে না, করুণার মত অবস্থার মেয়ের জন্য নকড়ি ভট্টচার্য্যের ছেলের চেয়ে ভাল পাত্র তুমিও পাবে না সনৎ, তোমাদের শিক্ষা-দীক্ষা উঁচু কথাবার্ত্তা সব এইখানে এসে এই পাঁকেই পুঁতে যাবে। ইলা-মীরার জন্য তুমি যে পাত্র পাবে করুণার জন্য তা পাবে না। মিছে কেন তার সব দিক্ নষ্ট করবে সনৎ ?"

"কাকিমা আর মীরার সঙ্গে তাকে পাঠালে তার কোন দিকই নষ্ট হবে না। তবে তাকে এখানে রাখলে আমি ক'নে দেখানো করে' কোন পাত্র এনে উপস্থিত করতে পারব না তাও বলছি। যদি ওকে আমাদের সঙ্গে পাঠাও আমি ভাল পাত্রের চেষ্টা করে' দেখি একবার না!"

অরুন্ধতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "আমার কথা পরে বলব—তোর কাকিমাকেই ডেকে এ-সব কথা বল্ দেখি, শোন্ দেখি সে কি বলে।"

সনৎ মহোৎসাহে তাহার কাকিমাকে ডাকিয়া আনিল। তাহার একান্তই বিশ্বাস ছিল, তাহার মতেই তাহার কাকিমা মত দিবেন, কিন্তু সে তাঁহাকে দুই চারি কথা বলিবামাত্র নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিল। কাকিমা সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "না বাপু না, এওকি একটা কথা! পরের বালাই ঘাড়ে করে' আমি সেখানে উঠতে পারব না, একেই ত—" বলিয়া কি যেন সম্বরণ করিয়া লইয়া জায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দিদি, তুমি ও-পাগলের কথায় কান দিও না! কোথায় আমাদের জাতে ভাল পাত্র? মীরার জন্যে মেজো

বৌর বোনের ছেলেটির কথা তুলি মাঝে মাঝে—তা—অমনি তারা খোঁজ নেয় মীরাকে তার ঠাকুর্দ্দা কি দেবেন না দেবেন —বাপের সম্পত্তির অংশ সে ন্যায্য মত পাবে কিনা! যদি মীরা এইগুলি পায় তবেই তেমন পাত্র পাবার আশা আমরা করতে পারি—মেজো বৌর কথায় এটুকু বেশ বুঝ্‌তে পারি! আর ইলা তো হয়েছে জলের শেওলা, বাপে পড়াচ্ছে—যা দরকার এক রকমে চল্‌ছে এই মাত্র,—মা নেই, সৎমা,—কেই বা তার জন্য ভাবে—কেই বা দেখে। বড় হ'য়ে নিজে যদি ইচ্ছা করে' বিয়ে করে—নয়ত ওদের ঐ কুমারী সমিতিরই মেম্বর হয়েই জীবন কাটাতে হবে তারই গতিক দেখ্‌ছি! এর মধ্যে তোমার করুণার ভাল পাত্র আমি জোগাড় করতে পারব না দিদি, সে আমি ব'লেই দিচ্চি।"

আহত সনৎ মৃদুস্বরে বলিল, "তোমায় জোগাড় করতে হ'ত না কাকিমা—আমিই—"

"বাছা, তোমাদের মনের মত তো জগৎ হ'তে পারে না! কোথায় পেতে তুমি ভাল পাত্র? ইলা-মীরার চেয়ে কিছু করুণা সুন্দরও নয়, লেখাপড়াও বেশী জানে না—বাপ-মা, চালচুলো—কি আছে তার—কি তাকে তোমরা এত দিতে

পারবে যে, তার জন্য ভাল পাত্র পাবে ব'লে আশা কর! সনতের ছেলেমানুষিতে তুমি কান দিও না দিদি!"

অরুন্ধতী সনতের প্রতি চাহিলেন। দ্বিগুণ আহত হইয়া সনৎ নিঃশব্দে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন দুই কাটিয়া গেল। এ দুই দিনে অরুন্ধতী লক্ষ্য করিলেন তাঁহার পুত্র ও কন্যা কয়টি যেন তাঁহাকে 'একঘরে' করিয়া দিয়াছে। সনৎ তো কাছেই আসে না, মীরারও সেই ভাব ; তবে এক এক বার সে অন্যের অলক্ষ্যে নিজের মাতার উপরে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। সরস্বতীর উপরে সে যেন বিষম বিরক্ত, অত্যন্ত অভিমানযুক্ত, মায়ের সঙ্গে প্রত্যেক ব্যবহারেই মীরা ইহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছিল। ইলা শঙ্কিত বিষণ্ণ—নিজের অবস্থিতিতেই যেন লজ্জাযুক্ত—ইঁহাদের এই গৃহসংঘর্ষের মধ্যে পরের মেয়ে সে নিজেকে কোথায় লুকাইবে তাহা যেন ভাবিয়া পাইতেছিল না। করুণা যে কোন্ গৃহকোণে নিজেকে লুকাইয়া ফেলিয়াছে—দিনান্তে তাহার সন্ধানই পাওয়া ভার। অরুন্ধতী বুঝিলেন, সনতের সঙ্গে তাঁহার করুণা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা ইহারা সকলে টের পাইয়াই তাঁহার নিকট হইতে

এমন দূরে দূরে রহিয়াছে। মেয়েগুলা বুঝি তাঁহাকে ব্যাঘ্রী অপেক্ষাও ভীষণা ভাবিতেছে। অরুন্ধতী নিজের হৃদয়োত্থিত দীর্ঘশ্বাস কষ্টে সম্বরণ করিলেন।

ভাবান্তর নাই কেবল অরুণের! ধীর গম্ভীর মুখে যেন সে অরুন্ধতীর আজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া নিজের যথাকর্ত্তব্য নিয়মিতভাবে করিয়া যাইতেছে। এই বিদ্রোহহীন শান্ত সহিষ্ণু যুবার মুখের পানে চাহিয়াই অরুন্ধতী যেন বেশী অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। তাঁহাদের সংসারের শান্তির জন্য সে যেন যূপকাষ্ঠেই নিজের স্কন্ধ বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত—অরুণকে দেখিলেই এই কথাটা অরুন্ধতীর মনে হইতেছিল।

সরস্বতীই কেবল এ ঘটনায় না দমিয়া জায়ের কাছে কতকটা অর্গলহীন ভাবেই নিজের পিত্রালয়ের সাম্প্রতিক অবস্থার বর্ণনা করিতেছিলেন। ইলার মা-ই যা মানুষের মত ছিল—অন্য ভাজগুলি একটিও ভদ্র নয়! তাঁহার আর একদণ্ডও বাপের বাড়ীতে থাকিতে ইচ্ছা করে না, কেবল মীরার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি সেখানে পড়িয়া আছেন। মেজ বৌয়ের বোনের বাড়ীও খুব শিক্ষিত—মীরা দু-তিনটা পাশ করুক, ইহা তাহাদের অর্থাৎ

মেজ বৌয়ের বোনপোটিরও ইচ্ছা। ছেলেটি এবার বি-এ পড়িতেছে, মেডেল যে তাহার কত, স্কলারশিপ্ প্রতিবারই পায়, তবে একটা বড় দোষ, তাদের বড় টাকার খাঁই! ছেলেটি বিলাত যাইতে চায়। ইলার বাবা ইলার জন্ত অত টাকা তো খরচ করবে না, মেয়েকে পড়ানোই যেন এখন তাদের আপদ-বালাই দেখ্ছি!—মীরার ওপরই তাদের যেন বেশী লক্ষ্য। মীরার ঠাকুর্দ্দা যদি—ইত্যাদি ইত্যাদি।—অরুন্ধতী সরস্বতীর কথায় সম্পূর্ণ মন দিতে পারিতেছিলেন না, কেবল মাঝে মাঝে সায় দিয়া যাইতেছিলেন মাত্র।

১৪

সনতের অভিমান, আহত ভাব অরুন্ধতী আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। তাই সেদিন স্পষ্ট করিয়াই তাহাকে কথাটা বলিবার জন্য তিনি প্রভাতেই সনতের শয়নকক্ষে গিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তাহার শয্যা শূন্য, এত সকালেই সে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে ভাবিয়া অরুন্ধতী পুত্রের শয্যার উপরে বসিয়া পড়িতেই দেখিলেন খামেভরা একখানা চিঠি, তাঁহারই উদ্দেশে! বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল—এ কি! সনৎ কি তাঁহার উপরে রাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল! ত্রস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন—

মা,

তোমাকে না বলে' জীবনে আমি এই প্রথম একটি কায

কর্‌লাম, ভগবান করুন এই শেষ কাযও হোক্! কিন্তু কাল্‌কের ঘটনাগুলো আগে শোন!

সকালে করুর সেই কৈবর্ত্ত-পিসির সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, সে যে কত আবোল-তাবোল্ বক্‌লো, তার তো ঠিকই নেই! তার কথা আমি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি, কিন্তু বিকেলে বেড়াতে গিয়ে রমেশের মুখে সেই এক কথাই শুন্‌লাম! কথাটা কি জান? "কিহে, আর কতকাল এমন করে' 'কোর্টশিপ' চালাবে ঘরে ক'নে পুষে রেখে? বিয়েটা করে' ফেলে আমাদের ফলারটা দিয়ে দাও না ভাই? বোন্‌টাকেই বা আর কত ধাড়ী করবে? ঘরে ত বর জোগানই রয়েছে—আর নয় ত কোন্ হাম্বাই-চাম্বাই বর আন্‌বে বোনের তাই না হয় এনে বিয়েটা দিয়ে ফেল হে! সমাজের তো একটা মূল্য আছে—! নিজে না হয় 'ইয়ং বেঙ্গল ম্যান্'—সমাজের ধার ধারো না, কিন্তু বুড়োটা যতদিন আছে—"এমনি ঢের কথা! তাকে কোন উত্তর না দিলেও এটা বুঝ্‌লাম যে, ইহা মাত্র কৈবর্ত্ত-পিসির কথা নয়! গ্রামের লোক এই কথাই ভাবে যে করুণাকে—

সেও যাক্ মা, কিন্তু ঠাকুরদাদা আজ কি কর্‌লেন? সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে দেখি ক'টি পাকা মাথা তাঁর ঘর থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে গেলেন—আর সঙ্গে সঙ্গে আমায় ডেকে তিনি কি বল্‌লেন জানো? "করুণাকে তোমায় বিয়ে করতে হবে! তোমার মার ও আমার এই ইচ্ছা আর আদেশ! শীগ্‌গিরই এ বিয়ে হওয়া চাই!"

মা, তোমারও এই ইচ্ছা আর আদেশ? করুণাকে—যে করুণাকে চিরদিন বোনের মত জানি!—ছোটবেলায় তোমার দুই পাশে দু'জনে ভাই বোনের মত শুয়েছি, সেই করুণাকে—? ছি মা, ছি!—

তোমার আদেশ এ কখনই নয়, তা হ'লে নিজেই তুমি আমায় বল্‌তে! কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে, হয় ত সকলের ইচ্ছা আর ঠাকুর্দ্দার ইচ্ছা দেখে তোমারও এই ইচ্ছা হ'য়েছিল। তাই তুমি সেদিন বারে বারে করুণার অদৃষ্ট আর সে যে মীরার মত আমার বোন্ নয়, এই কথা বলেছিলে। কিন্তু আমার যে কখনই মত হবে না, এইটে বুঝেই তুমি আমায় মুখ ফুটে এ কথা বল্‌তে পারছিলে না! তাই তুমি করুণাকে অগত্যা নকড়ি ভট্‌চাযের বাড়ী পাঠাচ্ছিলে!

আমায় তো মা পালাতেই হ'তো। ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে এ নিয়ে গণ্ডগোল করা কি ভাল দেখাবে! কালা বোবার শত্রু নেই করে' পালাচ্ছি—কিন্তু করুণাকে সেই গেঁজেলটার হাতে দিতে ফেলে যাই কি করে'? আমি গেলেই তো তোমরা তাই করবে! তাকে আমি নিয়ে চল্লাম মা! ভয় ক'রো না, তাকে অপাত্রে বা সমাজ ছাড়িয়ে বিয়ে দিয়ে তোমার পর করে' দেব না। বর পেতে কিছু দিন যা দেরী হবে আমার কোন বন্ধুর বাড়ী তার মা-বোনের কাছে রাখবো। আমাদের সমিতির এও একটা কাজ। তবে তার মধ্যে আমাদের শ্রেণীর কোন ছেলে নেই (ভাল বা মন্দ)—তেমন একটা ভাল ছেলে যদি থাক্‌তো তা হ'লে তো ভাবনাই ছিল না! খুঁজতে হবে। এখন আর কত দিন যে তোমার কাছে আস্‌তে পাব না—এই কথা মনে করে' মা আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে! কিন্তু কি করব—নিজে পালিয়ে করুণার সর্ব্বনাশ হ'তে দিতে পারিনে তো! তুমি যেন মা আমার ওপরে রাগ ক'রো না! আমার উদ্দেশ্য বুঝো! প্রণাম জেনো। ইতি—

সেবক সনৎ

ওরে তোর ওপরে রাগের কথা পরে, সনৎ তুই কি সর্ব্বনাশ করলি! তোর, আমার, করুণার তিন জনেরই যে সর্ব্বনাশ! সকালে এ কথা রাষ্ট্র হ'লে লোকে কি বল্‌বে! কি করে' সকলকে মুখ দেখাব?

জ্ঞানহীনার মত অরুন্ধতী সেই পত্রখানা হাতে লইয়া কেবল শূন্যের দিকে চাহিয়া আছেন, সরস্বতী সবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, 'সনৎ—সনৎ!'—উত্তর না পাইয়া জায়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "সনৎ কি বেড়াতে গেছে? তাকে ডেকে দাও দিদি—আমরা আজই কল্‌-কাতায় যাবো! ঠাকুরের এ কথার পর এক দণ্ডও আমি এখানে থাকতে পারবো না! তিনি কি ভাবেন, তাঁর অরুণের চেয়ে জগতে আর ভাল পাত্র নেই? মীরাকে তার চেয়ে আমি আইবড় করে' রাখব, সেও ভাল, তবু ঐ চাল-চুলোহীন পরের-দুয়ারে-মানুষ, লেখাপড়া-না-জানা পাড়া-গেঁয়ে ছেলেকে মেয়ে দেব না। তুমি সনৎকে ডেকে দাও দিদি, আমরা আজই যাব।" অরুন্ধতী নীরবে কেবল সনতের পত্রখানা সরস্বতীর হাতে তুলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্তে তাঁহার সংসারে এ কি আগুন লাগিয়া গেল, এ কি বিপ্লব

উপস্থিত হইল তাহা যেন তিনি আর বুঝিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না। কেবল আকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, "করুণা—করু! মীরা—করু কই!" মনে হইতেছিল সনতের এ পত্র মিথ্যা, করুণা কখনই তাহার সঙ্গে যায় নাই। নিজের লজ্জায় তেমনি ঘরের কোন্ কোণেই বুঝি সে লুকাইয়া আছে! তাঁহার আহ্বানে মীরা আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল, ভিতরে প্রবেশ করিল না। তাহাকে দেখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন, "মীরা—মীরা, ওরে করু কই?" মীরা তো 'জানি না' বলিল না,—'খুঁজিয়া দেখি'—'ডাকিয়া দিই' বলিল না,—অথবা তাহার স্বভাবসিদ্ধ অভিমানের ঝঙ্কার তুলিয়া বলিল না 'জানি না বাপু তোমার করু কোথায়! দিন-রাতই করুকে চোখে হারাও,—আমরা যেন কেউ নই!'—ইহারা কি এরই মধ্যে সব জানিয়াছে —অথবা—

সরস্বতীই উত্তর দিলেন, পত্রখানা শেষ করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাখ একবার ছেলের কাণ্ড! একেই বলে 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে।' নিজেদের কি হবে তার ঠিক নেই, করুণাকে ঘাড়ে করে' বেরুনো

হ'লো ছেলের! আমি কিন্তু করুণার ভার নিতে টিতে পারব না, তা ছেলে রাগই করুন আর যাই করুন।"

দুয়ারের নিকট হইতে মীরা উত্তর দিল, "তোমার কাছে আর সে যাবেই না দেখো।"

"রাক্ষুসি, তুইও কি তবে এই দলে? বল্ করুণাকে কি করে' সে ভুলিয়ে নিয়ে গেল? করুণা কি একবারও আমাদের কথা—তার নিজের ভাইয়ের কথা ভাবলে না?"

অরুন্ধতীর আর্ত্তকণ্ঠে আঘাত পাইয়া ভাঙাগলায়—যেন অপ্রস্তুতভাবে—মীরা বলিল, "অরুণদাদা কেন করুণার কথা ভাবলে না? সে কেন তোমাদের কথায় রাজি হচ্ছিল? দাদাতো ঠিক্ দাদার কাজই করেছে! এ ভিন্ন উপায় কি ছিল? করুণা কি যাচ্ছিল? দাদাতে আর আমাতে জোর করেই—"

"বড় কাজই করেছ!" সরস্বতী এই বারে কন্যাকে ধমক্ দিয়া উঠিলেন। "অতবড় পনেরো ষোলো বছরের মেয়ে একা যুবা ছেলের সঙ্গে এমন করে' চলে গেলে লোকে কি বলে! দেশে কি আর আমরা মুখ দেখাতে পারব! কি কাজ করলি তোরা!"

"বাঃ—দাদার সঙ্গে কি আমরা কোথাও যাই না? কি এমন দোষ হয়েছে তাতে?"

সরস্বতীকে পুনর্ব্বার মেয়েকে ভৎ'সনা করিতে দেখিয়া অরুন্ধতী বাধা দিলেন। "আর ওকে মিছে বকে' কি হবে ছোটবৌ, ওদের যেমন ধারণা সেই রকম কাজই করেছে। সনতেরই যখন এ জ্ঞান হ'ল না, ওদের কি বল্‌ব! বাবাকে আর অরুণকে কি বল্‌ব ছোটবৌ?"

মীরা বলিয়া উঠিল, "তোমায় বল্‌তে হবে না—আমিই তাঁদের আচ্ছা করে' বল্‌ব জেঠিমা!"

"হ্যাঁ, তাই বলগে; তোমার নিজের কি ব্যবস্থা তোমার ঠাকুর্দ্দা করছেন তাই দেখগে একবার। দিদি, আমি তাঁর এ হুকুম কিছুতেই মান্‌তে পার্‌ব না। তাঁর অরুণকে আমি মেয়ে দিতে পার্‌ব না। আজই আমরা কল্‌কাতা যাব। ইলাও ক'দিন থেকে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করছে।"

অরুন্ধতী যেন একটা কূল দেখিতে পাইলেন, ত্রস্তে বলিলেন, "হ্যাঁ, তাই যা ছোটবৌ, বাড়ীর লোক কি পাড়ার লোক না জান্‌তে জান্‌তে এখনি যা! গ্রামের লোকে জানবে, বর খুঁজ্‌তে করুণাকে তোর সঙ্গে কল্‌কাতায়

পাঠিয়েছি। তোরা গিয়ে সনতের হাত হ'তে তাকে কেড়ে নিয়ে আমায় পাঠিয়ে দিস্। আমি আর তার বিয়ে দেব না, অরুণ যা বলেছিল তেমনি কুমারী করেই রাখ্‌ব। সনৎকে বলিস, বাবা আর তাকেও করুণাকে বিয়ে কর্‌তে বল্‌বেন না।"

"সে ছেলে শুন্‌বে কিনা! হয়ত রাগে আমার সঙ্গে দেখাই করবে না। যাক্ এখন আমি যাই কার সঙ্গে ?"—মীরা এতক্ষণ এই নূতন এক সংবাদে প্রথমটা অবাক্ হইয়াছিল। এইবার সরোষে বলিয়া উঠিল, "কার সঙ্গে আবার—তিন তিনটে মানুষ আমরা—আমরা কি যেতে পারব না ? এখনি হারুকে তার গাড়ী জুড়্‌তে বল্‌ছি। গরুর গাড়ী না হ'লেও এই ক্রোশ খানেক কি আমরা হেঁটে যেতে পারি না ? তাও পারি,—কিন্তু তাতে যদি তোমাদের জাত্ যায়, কাজ নেই তাতে! তুমি সব গুছিয়ে নাও মা—এই বেলাতেই যাওয়া চাই।"

তাহাই হইল। সে দিনের আহারের অপেক্ষাও না করিয়া তাহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। ঝি-চাকরেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অরুন্ধতীর কোন প্রতিবাদ

করিতে ইচ্ছা বা সামর্থ্য কিছুই হইল না। বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের পায়ের গোড়ায় যখন তাহারা এক এক বার মাত্র মাথা নামাইল তখন তিনি একটু অবাক্‌ভাবেই কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন; শেষে বাহিরে আসিয়া সম্মুখে সজ্জিত গোযানে জিনিষপত্র উঠিতেছে দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনৎ কই?" কেহ উত্তর দিল না; চাকর-বাকরেরা কেবল এদিক্-ওদিক্ চাহিল মাত্র। অরুন্ধতী শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া উত্তর দিলেন, "সে কল্‌কাতা চ'লে গেছে।"

আর কোন কথা না বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেন। অরুন্ধতীকে প্রণাম করিয়া যখন একে একে তাহারা গাড়ীতে উঠিল, ইলাও কোন মতে অরুন্ধতীর পায়ের ধূলার জন্য হাত বাড়াইতেই তিনি সহসা ইলার হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন। কম্পিতা বালিকাকে নিকটে টানিয়া লইয়া তাহার কানের গোড়ায় মুখ রাখিয়া বলিলেন, "মা, সনৎকে বলো আর তাকে কেউ করুণাকে বিয়ে করতে বল্‌বে না, অপাত্রে করুর বিয়ে দেবার ভয়ও তাকে দেখাব না; সে যেন করুণাকে আমায় ফিরে দেয়।" ইলা প্রায়

রুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া বলিল, "মা বিশ্বাস করুন, আমি এর মধ্যে ছিলাম না।" অরুন্ধতী সান্ত্বনার্থে তাহার মুখে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "বুঝেছি, এ মীরা আর সনতের বুদ্ধি!"

"আমাকেও লুকিয়ে কখন্ যে তারা এ কাণ্ড করেছে—" বলিতে বলিতে অরুন্ধতী বিশ্বাস করিতেছেন কিনা ভাবিয়া ইলা অশ্রুপূর্ণ চক্ষে তাঁহার পানে চাহিল।

"তোমার মত স্থির বুদ্ধি যে আমার করুণারও ছিল না, সেই করুণা – এই তো তার অদৃষ্টের ফের। সনতের ইচ্ছাই সে সব চেয়ে বড় বলে' দেখলে। হতভাগী—হায় হতভাগী!"

ইলা শুষ্কমুখে স্থির চক্ষে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

অরুন্ধতী আবার বলিলেন, "অরুণের কাছে কি করে' মুখ দেখাব? তাকে এখনি তোমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিই—কিন্তু এ কথাটা আমি তাকে এখনি বল্‌তে পার্‌ব না। সে জানবে বাবার কথায় সনৎ রাগ করে' আগেই চলে' গেছে, সে তোমাদের পৌঁছুতে যাচ্ছে। বাড়ী পৌঁছে তুমিই অরুণকে এ খবরটা দিও—আমি এখনি এ কথা বল্‌তে পার্‌ছি না!"

তার পরে ইলার হাত দুটি ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অরুন্ধতী বলিলেন, "দেখো মা, আমি যেন করুণা আর অরুণকে হারাইনে। সনতের অদৃষ্টে যা আছে হবে,—অরুণ যেন করুকে নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসে।"

ইলা আর একবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "আশীর্ব্বাদ করুন যেন পারি।"

বাড়ীর বহুদিনের কৃষাণ হারাধন গাড়ী জুড়িতে জুড়িতে "আমার দাদামণি কই? তিনি বুঝি আমার গাড়ীতে চড়্‌তে হবে বলে' আগেই ইষ্টিশিনে গেছেন? এই নতুন বলদ জোড়ার হাঁটন্ তো ছাখেন্‌নি, এক লহমায় পৌঁছে যাব বুঝেছ দিদিমণি? তা হ্যাঁ দিদি—"

হারুর বক্তৃতাকে এক ধমকে বন্ধ করিয়া মীরা তাহাকে গাড়ী ছাড়িতে বলিল। অগত্যাই ক্ষুণ্ণমনে হারু গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। এ যাত্রাটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহাদের কাহারই ভাল লাগিতেছিল না!

রেল ষ্টেশনের বাহিরে গাড়ী লাগাইয়া যখন হারু "আপনি হেঁটে এলেন দা'ঠাকুর, আমাকে কেন একবার হাঁক দিলেন না? গাড়ীর মাথায় বসে' আপুনি আস্‌তেন" বলিয়া

কাহাকে সম্বোধন করিতেছিল তখন কি একটা আশায় তিন জনই মুখ বাড়াইলেন। কিন্তু সনতের পরিবর্ত্তে ধূলি-ধূসরিত পদ, ছত্রহস্তে অরুণকে দেখিয়া মীরা ও তাহার মা বিরক্তিতে মুখ ফিরাইল—ইলা নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। মীরার মা মুখে বিরাগ দেখাইলেও মনে মনে একটু স্বস্তিলাভ করিলেন যে, তাঁহারা সঙ্গীহীন হইয়া যাইতেছেন না। মেয়ের ভরসায় তিনি আশ্বস্ত না হইয়া এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যই ভাবিতেছিলেন।

অরুণ নিকটে আসিল না, দূরে থাকিয়াই যথাকর্ত্তব্য করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, করুণার কথা না জানিলেও অন্য খবরটা অরুণও বোধ হয় জানে। একবার সে কার্য্যগতিকে একটু নিকটস্থ হইবামাত্র মীরা সভ্রূভঙ্গে বলিল, "টিকিট করা তো হয়ে গেছে, এখন আপনি না গেলেও আমরা তিন জনে নেমে বাড়ী যেতে পারব—আপনার আর যাবার দরকার নেই।"

সরস্বতী মীরাকে বাধা দিবার ভাবে তাহার হস্ত আকর্ষণ করিলেন। ইলা নির্ব্বাক তিরস্কারভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল। অপ্রতিভ হইয়া মীরা মুখ নামাইল।

"জেঠিমার এই ইচ্ছা!"—অরুণ মৃদুস্বরে এইটুকু মাত্র বলিল। অরুণ তাহাদের ট্রেণে উঠিতে যথোচিত সাহায্য করিয়া শেষে নিজেও ট্রেণের কক্ষান্তরের দিকে চলিলে, সে ট্রেণে উঠিল কিনা ইলা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া লইল।

১৫

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ডাকিলেন, "মা!"

অরুন্ধতী কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন, রুগ্ন শ্বশুরের আহ্বানে ব্যস্তভাবে চোখ-মুখ মুছিতে মুছিতে নিকটে আসিয়া ঈষৎরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—

"কেন বাবা?"

"কিছু নয়, কাছে ব'স একটু, একা যে আর পারি না—'

চিরদিনের সংযতবাক্ শোকমৌন বৃদ্ধের এই সংক্ষিপ্ত আর্ত্ত ভাষাটুকু অরুন্ধতীর বুকের ভিতরে আবার একটি প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। নিঃশব্দে শ্বশুরের পার্শ্বে পাখা-খানা হাতে লইয়া বসিয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত

দেহের কম্পনটা পার্শ্বে শায়িত রুগ্ন ব্যক্তিরও অগোচর রহিল না।

কিছুক্ষণ উভয়েরই মৌনভাবে কাটিয়া গেল। একটু নড়িয়া একবার পাশ ফিরিয়া মৃত্যুঞ্জয় পুত্রবধূর পানে চাহিয়া বলিলেন, "হারু কার চিঠি তোমায় দিলে? অরুণের কি?"

"না, ইলার।"

"অরুণের কোন কথা লিখেছে কি?"

"লিখেছে।"

"কি লিখেছে আমায় প'ড়ে শোনাও—"

অরুন্ধতী পত্রটা আনিবার উপলক্ষে আর একবার চোখে-মুখে জল দিয়া আসিলেন। পরে পত্রের ভাঁজ খুলিয়া শ্বশুরের আদেশ মত পড়িতে আরম্ভ করিলেন—

"শ্রীচরণেষু, মা, অরুণবাবু সনৎদার খবর পেয়েছেন,—কিন্তু এখনো তাঁর দেখা না পাওয়ায় করুণার কথা—অর্থাৎ তাকে সনৎদা কোথায় রেখেছেন—জান্‌তে পারিনি। তাঁদের সমিতির গুরুতর কাজে সনৎদা সেইদিনই বোধ হয় পথে পথেই চাঁদপুরে চলে গেছেন; দেশের কাজ তাঁদের সকলের উপরে। দেশের খবর কিছু না কিছু বোধ হয়

আপনাদের কাছেও পৌঁছেচে। তাঁদের সমিতি সেই সব দুঃস্থ কুলিদের বাঁচাতে—সেবা কর্‌তে ছুটেছে। এই জন্যই আমরা এই আট দশ দিন তাঁর খোঁজ পাইনি। তিনিই তাঁদের দলের প্রধান কিনা, তাঁর কাজ—"

বাধা দিয়া রুক্ষকণ্ঠে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "এসব বাদ্ দিয়ে অরুণের খবর কি, তাই পড় মা, বাজে খবর শুন্‌বার ক্ষমতা আমার নেই। অরুণের খবর আর করুণার যদি কিছু কথা থাকে—" বলিতে বলিতে বৃদ্ধের উগ্র স্বর ক্রমশঃ একটা ক্ষীণতায় যেন নিমগ্ন হইয়া গেল। অরুন্ধতী একটু চুপ করিয়া খানিকটা কি যেন সাম্‌লাইয়া লইয়া আবার মৃদুতর স্বরে পত্রের শেষাংশ হইতে পড়িতে লাগিলেন—

"অরুণবাবু তাঁদের সমিতির লোকের কাছে জেনেছেন, শীগ্‌গিরই বোধহয় তাঁর ফেরার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অরুণ-বাবু করুণার খবর জান্‌বার জন্যই আর এমন করে' পথে পথে বেড়াচ্চেন না। তিনি বল্‌ছেন যে, সনৎ ফিরে এলেও তাকে আমি করুণার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌ব না বা তাকে সনতের হাত হ'তে কেড়ে নিয়ে অপমান করে' তার

এই বড় ভাইয়ের অধিকারকেও খর্ব্ব কর্‌তে পার্‌ব না। এতে করুণার কপালে যাই থাক্‌। আমার মুখে আপনার আদেশ, করুণাকে নিয়ে তবে তাঁকে ফিরে যেতে হবে এই কথা শুনে তিনি কল্‌কাতায় পথেপথেই প্রায় বেড়াচ্ছেন; করুণাকেও তিনি সনৎদার কর্ত্তৃত্ব হ'তে ফিরে নেবেন না, নিজেও হয়ত আর ঘরে যাবেন না! আপনি যে বলেছিলেন, করুণা ও তাঁকে আপনার কোলে ফিরে দিতে, তা আমার সাধ্যে তো হ'ল না মা! তিনি আমাদের বাড়ীও থাকেন না। থাক্‌তেন যদি, আমি পিসিমার কথা গ্রাহ্যই করতাম না। কিন্তু তিনি এখানে আমাদের পৌঁছে দিয়ে আমার কাছে করুণার কথা আর আপনার আদেশ শুনে সেই যে সনৎদার খোঁজে বেরিয়ে গেলেন, এর মধ্যে মাত্র দুটি দিন আমার একান্ত অনুরোধে এই খবরটুকু দিতে এসেছিলেন। জানি না কোথায় থাক্‌ছেন কি খাচ্চেন!—কেবল আমার অনেক মিনতিতে একটু ঠিকানা যা আজ দিলেন, তাতে—"

অরুন্ধতীর ভগ্নকণ্ঠ পত্রখানা শেষ হইবার পূর্ব্বেই থামিয়া গেল। স্তব্ধ বৃদ্ধও সহসা সজাগ সবলভাবে বলিয়া উঠিলেন,

"আর থাক্ মা! এক কাজ কর, আমার চশমাখানা আর তার পাশে ঐ যে ভাঁজ করা কাগজখানা আছে আমায় দাওতো।"

অর্দ্ধসমাপ্ত পত্রখানা মুড়িয়া নিজের হাতের মধ্যে লইয়া অগত্যা অরুন্ধতী শ্বশুরের নির্দ্দিষ্ট আদেশটি সম্পন্ন করিলেন এবং শ্বশুরকে সেই কাগজখানার মধ্যে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া একবার গৃহের বাহিরে যাইয়া একটু দম লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই মৃত্যুঞ্জয় ডাকিলেন, "মা, এই কাগজ-খানা একবার দ্যাখতো।"

চিরদিনের সর্ব্বংসহা সর্ব্বসময়ে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী বধূ আবার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি সহসা তাহার নত মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আজ থাক্ মা, এক সময়েই সকলে দেখো।"

ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া ক্লিষ্টস্বরকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "কিছু বল্‌বেন কি বাবা?"

"আজ থাক্—তুমি বাইরে যাচ্ছিলে যাও মা, আমার গায়ের কাপড়টা—"

"কেন বাবা?—শীত বোধ হচ্ছে কি আবার?"

"একটু সামান্য, এমন কিছু নয়, তুমি যাও মা, আমি একটু ঘুমুই।

গাত্রবস্ত্রে শ্বশুরের দেহ আবৃত করিয়া দিতেই অরুন্ধতী খানিকক্ষণ তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরে চিন্তিতমুখে বাহিরে আসিয়া হারুকে ডাকিয়া কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। সনৎ—অরুণ—করুণা—এদের চিন্তার উপরে তখন তাঁহার মনে আর একটি আশঙ্কা বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন বলিতেছিল এ যেন ভাল নয়। আবারও তাঁহার সম্মুখে কি একটা ব্যাপার যেন আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

'মা!'

ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধের মুখের সাম্‌নে বসিয়া অরুন্ধতী বলিলেন,—

"বাবা?"

" 'দেবত্র' কাকে বলে জান মা?"

"আপনি বলুন।"

"যে ফুলে দেবতার পূজা হয়—বুকের রক্তে ফোটা সেই ফুল, দেবতা ভিন্ন যাতে জগতে আর কারু অধিকার নেই—

তারই নাম দেবত্র, বুঝ্‌লে মা?”—কিছু না বুঝিয়াও বধূ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন, বুঝিয়াছেন।

একটু বিশ্রাম করিয়া আবার মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, “আর দেবতা কে—কারা—তা জান?”

“না।”

“যে দুঃখী, ভগবানের আর মানুষের দেওয়া দুঃখ দুই-ই নির্ব্বিচারে মাথায় তুলে নেয়—সেই-ই দেবতা—তাদের সেবাই দেবসেবা, বুঝেছ?”—

“হ্যাঁ।”

হারু আসিয়া বলিল, “কবিরাজমহাশয় আস্‌ছেন।”

“কবিরাজ! কেন মা? আমি তো বেশ ভালই আছি। তবে উনি এসেছেন ভালই হয়েছে। যা হারু আস্‌তে বল তাঁকে।”

হাত দেখিয়া কবিরাজের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় সেটুকু লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “মুখ গম্ভীর করাটাও কি তোমাদের ব্যবসা নাকি হে? এটা কি সর্ব্বত্রই কর্‌তে হবে? তোমার মনে পড়ছেনা আমার নামটি কি? মৃত্যুঞ্জয়! এখন বোস তো ভায়া, খানিক

গল্প-গাছা করি। বৌমা, খিদে পেয়েছে—একটু খাবার করে' আন তো মা!"

অরুন্ধতী বাহিরে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে একখানা কাগজ ও দোয়াত কলম লইয়া ইলার উদ্দেশে কয়েকটি ছত্র লিখিয়া ফেলিলেন—

"—মা ইলা, অরুণ কোথায় আছে, শীঘ্র তাকে পাঠিয়ে দাও। বোধ হচ্চে, বড় বিপদই আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত। বাবাকে বুঝি বেশী দিন আর রাখ্‌তে পার্‌ব না! সে হত-ভাগা হতভাগীদের এখন খবর দিও না। তারা এখন এলে বাবার হয়ত শান্তি নষ্ট হবে। কেবল অরুণকে চাই—আর কাউকে নয়; তাকেই শীঘ্র যেমন করে' হোক্ পাঠাও। ব'লো, তাকে কারু জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না, আমি ডাক্‌ছি তাকে, সে যেন শীঘ্র আমার কাছে আসে।

ইতি—অরুন্ধতী।"

পত্রটা রওনা করিয়া দিয়া শ্বশুরের খাদ্য প্রস্তুতান্তে তাঁহার ঘরে গিয়া দেখিলেন, গ্রামের অনেকগুলি মাতব্বর ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত। সকলে মৃত্যুঞ্জয়ের নির্দ্দেশে সেই কাগজখানায় সহি করিতেছেন। সকলেরই মুখে একটা

চাঞ্চল্য! সন্তোষ, অসন্তোষ এবং বিমূঢ়তা—প্রত্যেকের মুখে এর এক একটা ভাব স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিতেছে, তথাপি কেহ প্রতিবাদের সাহস করিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের কার্য্যের প্রতিবাদ করিবে এখনো কাহারো এমন সাধ্য নাই।

সকলে চলিয়া গেলে মৃত্যুঞ্জয় অরুন্ধতীকে ডাকিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলেন। তারপরে শান্তমুখে বধূর উদ্বিগ্ন মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাকেই সব আগে আমার দেখানো উচিত ছিল মা, কিন্তু মানুষ দুর্ব্বল, পাছে জোর হারাই সেই ভয়ে সব ঠিক্ না করে' ফেলে দেখাতে ভরসা পাই নি। এইবার আমার শেষ ইচ্ছাটা তুমি ছাখো।"

অরুন্ধতীর হস্তে কাগজটা কাঁপিতেছে দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় সহজকণ্ঠে বলিলেন, "মনকে শক্ত কর মা! আমাদের দুঃখী ছাড়া আর কেউ উত্তরাধিকারী হ'তেই পারে না। আমার বিশ্বাস তুমি আমার ইচ্ছায় কোন অন্যায় দেখতে পাবে না।"

অরুন্ধতী জড়ের মত পড়িয়া গেলেন—

"আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি 'দেবত্র' বলিয়া গণ্য হইল। ইহা দ্বারা মাত্র দেবতারই কার্য্য চলিবে। সেই

দেবতার সেবিকা আমার পুত্রবধূ শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী ইহার একমাত্র অধিকারিণী হইয়া থাকিবেন। তিনি অবর্ত্ত-মানে তাঁহার পালিতপুত্র শ্রীমান অরুণকুমার চক্রবর্ত্তী এবং পালিতাকন্যা শ্রীমতী করুণা দেবী এই দেবত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারীরূপে এই গ্রামে বাস করিয়া গ্রামের কল্যাণকর দেবসেবায় এই সম্পত্তি ব্যয় করিবেন। তাহাদের দেহান্তেও যদি এ সম্পত্তির কিছু অবশেষ থাকে, তবে তাহাদের উত্তরাধিকারীগণই যথানিয়মে সে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। স্বইচ্ছায় স্বহস্তে আমার এই শেষ ইচ্ছা আমি লিখিয়া গেলাম। ইতি—

(স্বাক্ষর) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য।"

ইহার পরে সাক্ষীদিগের দস্তখতের ধূম। অরুন্ধতী কাগজ হইতে দৃষ্টি সরাইয়া নিঃশব্দেই রহিলেন দেখিয়া মৃত্যু-ঞ্জয় বলিলেন, "তোমাকে মধ্যস্থ রেখেছি বলে অসন্তুষ্ট হ'য়ো না যেন! তোমার অবর্ত্তমানের জন্যই আমার ভাবনা, সে ভাবনার শেষ করে' গেলাম।"

অরুন্ধতী একটু পরে বলিলেন, "কিন্তু জগতের কাছে আমায় কুণ্ঠিত-লজ্জিত করছেন আপনি।"

আধিব্যাধিপীড়িত বৃদ্ধ যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কার সাধ্য তোমায় লজ্জিত করে মা! আমার এ সম্পত্তি বিলাস আর খেয়ালের ভোগে লাগ্‌তে পাবে না—এ দেবত্র, চিরদিন দেবতার কাজেই ব্যয়িত হবে।"

"মায়ের ত্রুটিতে মীরাকে কেন ত্যাগ কর্‌ছেন? সে যে একেবারে ছেলেমানুষ, তার জন্য—"

"মা-বাপের প্রায়শ্চিত্ত সন্তানকে চিরদিনই করতে হয়। তা ছাড়া যার নিজ কর্ম্মফল ভোগের বয়স হ'য়েছে, পিতৃমাতৃ-পুণ্যে সেও তো তর্‌তে পারে না, তাকেও আমি—"

"সে ভুগুক বাবা, তার বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই, কিন্তু মীরাকে আপনি এমন কর্‌বেন না।"

"এই জন্যই আমি সব শেষ করে' তবে তোমায় জানিয়েছি। এই শেষ দিন ক'টা আমায় শান্তিতে থাক্‌তে দাও মা, চিরদিন যেমন নিজে সব সহ্য করে' আমায় শান্তিতে রেখেছ এই ক'টা দিনও ঠিক্ তেমনিভাবে রাখ! আমার তোমায় এই শেষ অনুরোধ কিম্বা আদেশ যা বল, একে এই শেষ দিনে অগ্রাহ্য করে' আমায় দুঃখ দিও না! আমার দেবসেবা তুমি করবে, তারপর অরুণ আর—আর সেই

হতভাগা মেয়েটাকে যদি পাও—তারাই আমার আত্মার তর্পণ করবে, তাদের হাতের জলেই আমার তৃপ্তি হবে! তারাও যেমন হতভাগ্য—তুমি আমি আমরাও তাই! ওঃ—নারায়ণ! আর না মা—শরীরে বড় যন্ত্রণা—মাথায় কি অবসন্নতা! ঘুমুব আমি, ঘুম পাড়াও মা আমায়; এই বুড়ো মাথাটা কি কোলে নিতে পারবে না?—কেন পারবে না? তুমি যে আমার সত্যকারের মা!"

অরুন্ধতী নিঃশব্দে এই ব্যথিত আর্ত্ত, দেবতা ও মানবের নিগৃহীত বৃদ্ধের পানে করুণনেত্রে চাহিয়া শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের অন্তরের পানে বোধ হয় দেবতাই কেবল করুণনেত্রে চাহিয়া ছিলেন। জগতের কানে তাহার কোন ব্যথা কোন কথা এক বিন্দুও প্রবেশ করিতে এত দিনও পায় নাই, আজও পাইল না।

১৬

দিন দুই পরেই শীর্ণ মলিনকান্তি রুক্ষ শুষ্ক-মুখ অরুণ আসিয়া জেঠিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। অরুন্ধতী মাত্র একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দৃষ্টি নামাইলেন। একটু পরে অরুণের বাক্যস্ফূর্ত্তির ক্ষমতা আসিলেই সে বলিয়া উঠিল, "একি খবর জেঠিমা ?"

"খবর যাই হোক অরুণ—সব আগে তোমার যা করবার তাই কর, বাবার কাছে চল—তোমায় দেখ্‌বার জন্মই বুঝি তিনি—"

"কিন্তু এ যে আমি সহ্য করতে পারব না জেঠিমা !—গ্রামে ঢুক্‌তে'না ঢুক্‌তেই এ কি কথা আমার কানে এল ?

এ কি কথা বলে সকলে? সনৎকে—মীরাকে—এ কি ভয়ানক কথা? সনৎকে দাদামশাই—একি সত্য?"

শান্তস্বরে অরুন্ধতী আবার বলিলেন, "এ সব কথা পরে হবে অরুণ, আগের কাজ আগে কর!"

"কি বল্‌ছেন আপনি? এইটাই যে সব আগে দেখ্‌তে হবে। আপনি এই অন্যায় শুনেও কি বলে' চুপ করে' আছেন? দাদামশায় সনৎকে ত্যাগ করেছেন,—এত বড় অবিচারের কথা কি করে' আপনি সহ্য করে' আছেন?"

"হয়ত এই-ই ঠিক্ বিচার হয়েছে অরুণ। যাঁর বুকের রক্তে তাদের পোষণ হয়েছে সে রক্তকে এত অবহেলা করায় তাদের যে পাপ হয়েছে—সে পাপের এই-ই বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত।"

"এ আমি মান্‌তে পারব না, মাত্র তিনি সনতের এই ভুলটুকুই দেখ্‌লেন! তাঁর সনৎ যে কতবড় মহাপ্রাণ সেটা বুঝলেন না, একেবারেই তাকে চিন্‌লেন না! দুই একদিনের মধ্যেই সনৎ কল্‌কাতায় আস্‌ছে, দাদা-মশাইয়ের অসুখের খবর তাদের সমিতির লোককে দিয়ে

এসেছি, সে এলেই তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে তারা—মীরার মাকে এখুনি চিঠি লিখে দিচ্ছি—তিনিও আসুন, এসে—”

অরুন্ধতী রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন—অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অরুণকে শ্বশুরের ঘর দেখাইয়া বলিলেন, “সর্ব্বাগ্রের কাজ ত প্রথমে কর। বাবার কাছে একজন পরকে বসিয়ে এসেছি, এতগুলি স্বজন থাকতে তাঁর শেষ সময়ে মুখের কাছে কেউ নেই। আগে তাঁর কাছে যাও—বিষয় ব্যবস্থার কথা পরে।”

অরুণকে দেখিয়া কি একটা প্রত্যাশায় মৃত্যুঞ্জয় তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। একবার অস্ফুটে কি যেন উচ্চারণও করিলেন। অরুণ তাঁহার পায়ের নিকটে বসিয়া পড়িয়াছিল। মাত্র এই পনেরো দিন সে বাড়ী ছাড়িয়াছিল, ইহারই মধ্যে সেই তেজঃপুঞ্জ শরীর যাহা বার্দ্ধক্যের অধিকারকে পরাজয় করিয়া নিজের দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ কান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল তাহার শোচনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া অরুণের চোখে জল আসিল। সেই আধিব্যাধিমলিন পক্বকেশ পক্বশ্মশ্রু সুদীর্ঘ শুভ্র কান্তি মহিমময় বৃদ্ধের পানে চাহিয়া অরুণের পুরাণবর্ণিত ভীষ্মদেবকে

সহসা মনে পড়িল। যেন নিজের বুকের রক্তে পোষণ করা স্নেহের পাত্রদের বিদ্রোহ-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া শরশয্যাতেই তিনি শুইয়াছেন। অরুণের মুখে সহসা আর কোন কথা জোগাইল না। কেবল সে নিঃশব্দে তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিল। অনেকক্ষণ পরে মৃত্যুঞ্জয় একবার স্পষ্টই উচ্চারণ করিলেন "করুণা—আঃ—"

অরুণ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "তার জন্য আর ভাববেন না—সে ভালই আছে।—সনৎ তাকে—"

হস্তের ইঙ্গিতে অরুণকে বাধা দিয়া মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন, "গীতা আন।"

নীরবে অরুণ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া মুখের দিকে চাহিলে তিনি আবার আদেশ করিলেন, "একাদশ।"

অরুণ ধীর পরিস্ফুট উচ্চারণে একাদশ অধ্যায়ের 'অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন' পাঠ করিতে লাগিল। ধারণাতীত জ্ঞানাতীত ভগবৎরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া অর্জ্জুনের সুপ্রসিদ্ধ স্তবের পরও বিহ্বল বিমূঢ়ভাবে যেখানে অর্জ্জুন তাঁহাকে সৌম্য শান্ত রূপ ধারণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, পড়িতে পড়িতে ক্রমে অরুণ সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র মৃত্যুঞ্জয়

মাথা নাড়িয়া এইবারে কথা কহিয়া বলিলেন, "না—কিসের ভয়? পড় আবার পড়—

—"বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি, দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু, সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ, সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা, বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা, বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং, ভাসস্তবোগ্রা প্রতপন্তি
বিষ্ণোঃ॥"

অরুণ অবাক্ হইয়া সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধের এই অন্তিম উচ্ছ্বাস শুনিয়া যাইতেছিল, মুখের কাছে অরুন্ধতীও তেমনি নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। এতক্ষণ যিনি এক একটি শব্দও কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করিতেছিলেন তিনি সহসা যেন তাঁহার সেই মৃত্যু জড়তা বেদনাচ্ছন্ন অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া জীবনের সুস্থ শান্ত অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু এমনভাবে তিনি

কাহাকে অনুভব করিতেছেন ? ভীষণ মূর্ত্তি কালকে ? সৌম্য শান্ত ভক্তের ভগবানকে নয় ? মধুর সুন্দর হইয়া তিনি তাঁহার এ দিনে নিকটস্থ হইলেন না ? হইলেন এই সর্ব্বসংহারক কাল মূর্ত্তিতে ! অরুণের চোখে এইবার জল ভরিয়া উঠিল। গত পনেরো দিনের সংঘাতে বিধ্বস্ত জীবনের উপর দাদামহাশয়ের গুরুতর পীড়ার সংবাদ তাহার মনে শোকের যে কালো মেঘ তুলিয়াছিল গ্রামে প্রবেশ করিতেই গ্রামের লোকের মুখের বিচিত্র ভঙ্গীতে বিচিত্র সংবাদ পাইয়া সে মেঘ কোন্ শূন্যে মিলাইয়া গিয়া সেখানে আবার বিস্ময় লজ্জা দুঃখ ভয় প্রভৃতির একটা ঘূর্ণাবর্ত্তেরই সৃষ্টি করিয়াছিল। এখন আবার তাহার মনে হইল, তাহাদের অভিশপ্ত জ্বালাময় জীবনের শান্তিপাদপ এইবার বুঝি তাহাদের জীবনের মরুভূমিতে দাঁড় করাইয়া দিয়া নিজের বিপুল ছায়া সরাইয়া লইতেছেন।

আরও দুইদিন কাটিয়া গেল। অরুণ অধীর হইয়া কতবার উইলের কথা মৃত্যুঞ্জয়ের নিকট তুলিতে গেল আর তাঁহার হস্তের ইঙ্গিতে নির্ব্বাক হইয়া পড়িল। কতবার বলিতে গেল, "সনৎকে মীরাকে মাপ্ না করেন ওগো আমার প্রত্যক্ষ

দেবতা তবে আমাদের দয়া করুন! আমাকে এ লজ্জার হাত হ'তে উদ্ধার করুন! আজীবন আশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া এতবড় কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া দিবেন না, রক্ষা করুন"—কিন্তু ততবারই মুমূর্ষুর বেদনার আর্ত্ত কণ্ঠস্বরের কাতর নিষেধে অরুণ মূক হইয়া গেছে! সনতের উদ্দেশে আর মীরার মাকে পত্র লিখিতে গিয়াও অরুন্ধতীর নিকটে সে বাধা পাইয়াছে। শ্বশুর যাহা করিয়াছেন তাহার আর অন্যথা হইবে না—অনর্থক কেবল তাঁহাকে এই মৃত্যুকালেও যাতনা দেওয়া হইবে ইহাই অরুন্ধতীর ধারণা। অরুণ তাঁহার এ নিষেধও ঠেলিয়া মীরার মাকে পত্র লিখিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহার মনে হইতেছিল তাঁহারা আসিয়া পড়িলেই বুঝি সব বিষয়ের সুরাহা হইয়া যাইবে।

চারিদিন পরে যে দিন আর কাটে না—গ্রামস্থ বৃদ্ধেরা যেদিন মৃত্যুঞ্জয়ের গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতেছেন, সেদিনও সনৎ আসিয়া পৌছিল না,—পৌছিল মীরা এবং তাহার মাতা!—মীরার মুখে সংবাদ পাওয়া গেল, পুলিশের সহিত সংঘর্ষের অপরাধে কতকগুলি নির্দ্দোষীর পীড়নে বাধা দেওয়ায় তাহাদের কার্য্যস্থল হইতেই সনৎ ও তাহার সঙ্গী

কয়েকজন হাজতে গিয়াছে। শান্তি রক্ষায় বাধা এবং আরও গোটা কতক বড় বড় অপরাধের সঙ্গে তাহাদের নাম জড়িত হইয়াছে, সনতের এখন ছাড়া পাইবার কোন উপায় নাই। অরুন্ধতী একবার অরুণের পানে চাহিলেন। সেই রক্তলেশহীন বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখেও অরুণ যেন তাঁহার অকথিত শান্ত ভাষা শুনিতে পাইল—"দেখ্‌লে অরুণ, ভগবানেরও দণ্ড তার উপরে!"

কিন্তু অরুণ তো এমনভাবে শান্ত হইতে পারিল না। মীরা যখন তাহার দাদার আর্ত্তের জন্য এই প্রাণ উৎসর্গ, দুঃস্থ নির্য্যাতিত দরিদ্রদের দুঃখ মোচনের জন্য দুই সপ্তাহেরও অধিক অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া এখন আবার তাহার এই আত্মীয় জ্ঞানে দেশবাসীর পীড়নেরও অংশ লইয়া কারাগারকে স্বেচ্ছায় বরণ করা, ইহারই বর্ণনা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে অরুন্ধতীকে শুনাইতেছিল, মীরার মাতুল যখন তখনো যদি উইলটা বদলাইবার কোন উপায় করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টায় পাড়ার লোককে ডাকিতে পাঠাইতেছিলেন—আর মীরার মা শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া হতাশভাবে হাল ছাড়িয়া বসিয়া পড়িয়াছেন—তখন অরুণ সেই মুমূর্ষুর কানের কাছে

মুখ রাখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "আপনি কাকে ত্যাগ করলেন দাদামশায়? সনৎ যে আপনার দেবতা, তার একটু ভুলে আপনার এ চিরদিনের দেবত্র সম্পত্তিকে কাকে দিয়ে যাচ্চেন?

মৃত্যুঞ্জয় ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, "দেবতাকে।"

"আপনার বংশধর, আপনার রক্তে পুষ্ট সনৎই যে সেই দেবতা—কেন আপনি চিন্‌লেন না দাদা তাকে? আর আপনার মীরা—"

উপস্থিত দুই একটি প্রবীণ ব্যক্তি তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "আর এখন নয় অরুণ, দেখ্‌ছ না! শীগ্‌গির অন্তকালের ব্যবস্থা কর,—ওঠো ওঠো, তুমিই এখন ওঁর পুত্রস্থানীয়!" অরুণ দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

অরুন্ধতী শ্বশুরের মুখে গঙ্গাজল দিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া মীরা সহসা ফুকারিয়া কাঁদিয়া তাহার শৈশবের সেই ঠাকুর্দ্দার বুকের কাছে আছড়াইয়া পড়িল, "দাদু—আমার দাদু! আমাদের যে আর কেউ রইলো না! তুমি আমার ওপোর রাগ করে' যেও না—"

সম্পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের মত মৃত্যুঞ্জয় স্তব্ধনেত্রে

মীরার মুখের পানে অনেকদিন, পরে চাহিলেন,—অনেক কথা বুঝি তাঁহার মনেও আসিতেছিল। ধীরে ধীরে কেবল বলিলেন, "আর কেন?"

"তোমার আর যা খুসি তাই হোক্ দাদু। কেবল বল, আমার ওপর রাগ নিয়ে তুমি যাচ্চ না! তোমায় যদি দুঃখ দিয়ে থাকি সেই দোষটা কেবল মাপ করে' যাও দাদু! বল, ক্ষমা করেছ?"

"ক্ষমা? বড়—ওঃ—! হাঁ, আশীর্ব্বাদ, তবু করছি। দেবতার দেবত্র।"

"তাই হোক্, তুমি কেবল আমায় আর দাদাকে আশীর্ব্বাদই কর দাদু, আমাদের অপরাধ মাপ কর। বল, দাদাকেও ক্ষমা করলে।—"

মীরাকে উত্তর পাইবার অবসর না দিয়া সকলে মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে গঙ্গাযাত্রায় বাহির করিলেন। তিনি কেবল একবার গৃহের পানে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা বধূর পানে চাহিয়া শেষবাক্য উচ্চারণ করিলেন, "মা, দেবতার দেবত্র মনে রেখ! মীরা, তোর মা তুই—সুনন্দের তোরা—সুখী হ! অরুণ, মা, বল 'ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ওঁ রাম'।"

অনুযাত্রী সকলের মুখে তারক ব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে যেন জয় করিয়াই চলিয়া গেলেন। পুত্রবধূদ্বয়, পৌত্রী, অরুণ সকলেই তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিল। মীরা কাঁদিয়া আকুল হইতেছিল—তাহার ছোট বেলার 'দাদু'কে আজ তাহার বড় উজ্জ্বল হইয়াই মনে পড়িতেছিল। সনতের সম্বন্ধে সে যে দাদুর মুখ হইতে ক্ষমা বা আশীর্ব্বাদসূচক কোন কথা বাহির করিতে পারে নাই—সে শোকটাও তাহার মনে দাদুর শোকের মতই প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

শ্মশানে দাঁড়াইয়া অরুণের আর একদিনের কথাও মনে হইতেছিল। তাই যখন পুরোহিত মন্ত্র পড়িতেছিলেন—

"ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভ মোহ সমাবৃতং
দহেয়ং সর্ব্ব গাত্রাণি দিব্যান্ লোকাণ স গচ্ছতু।"

তখন সে মনে মনে ঘাড় নাড়িল। এই পবিত্র দেবদেহ যাহা অনাথের দুঃখীর একমাত্র আশ্রয় ছিল, শোকাগ্নিতে যে দেহ জর্জ্জর, সে দেহ ভস্ম করিতে এ মন্ত্রের সার্থকতা কোথায়! লোভ মোহ জীবনেও কি এ দেহকে স্পর্শ করিয়াছিল! এ যে কেবল দয়ার আধার—স্নেহের তীর্থস্বরূপ ছিল; সঙ্গে সঙ্গে

পুরোহিতের পূর্ব্বোক্ত একটা লাইন মনে আসিল—"কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা—"—ঠিক, অজানিত-ভাবে এই দেবতাও একটা দুষ্কর কার্য্য করিয়া গেলেন বটে! সেকালের ও একালের এই দ্বন্দ্ব, দুইটা মহাপ্রাণের এই সংস্কার বিরোধ, ইহার ফলে আজ তাঁহার বংশধর জগতের চক্ষে নিজ অধিকার হারাইল! কিন্তু অরুণের মনে হইতে-ছিল এই পবিত্র অগ্নিদগ্ধ হইয়া তাঁহার আত্মা মনের এই মোহ এই সংস্কার ত্যাগ করিয়া এতক্ষণ নিশ্চয় সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জাগতিক সামান্য ত্রুটিতে এখন আর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ নাই, আত্মার পরিচয়ই মাত্র এখন তাঁহার কাছে প্রামাণ্য। এখন আর তিনি সনৎকে কখনই অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছেন না। অরুণ নিজ মনেই একটি শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

১৭

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের দেহান্তের পরদিন অরুণ তাহার জেঠিমাকে বলিল, "আমি আজই যেতে চাই জেঠিমা!"

"সনৎকে আন্‌বার জন্য?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু সেকি সহজে সম্ভব হবে? মীরার মামা যা বলেছেন শুনেছ ত?"

"সেই অসহজ উপায়ই কর্‌তে হবে, ওঁর সঙ্গেই আমি বেরুবো, তার জামিনের জন্য আমায় কিছু টাকা দিতে হবে।"

"সে অল্প টাকার কাজ নয়, আর কাল বাবা যাকে

বর্জ্জন করে' গিয়েছেন তার জন্য তাঁর দেবত্র সম্পত্তির এত টাকা দেবার আমাদের অধিকার আছে কি অরুণ ?"

অরুণ ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে জেঠিমার পানে চাহিয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা, এ দেবঋণ আমি নিজের শরীর দিয়ে শোধ কর্‌ব, আমায় টাকা দিন।"

অরুন্ধতী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া অরুণের প্রার্থিত মত অর্থ বাহির করিয়া দিলেন।

সরস্বতী শুষ্কমুখে বলিলেন, "আমরাও দাদার সঙ্গে যাই ?"

অরুন্ধতী নতনেত্রে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা।"

"ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা নয় দিদি, আমাদের আর থাক্‌বার দরকারই বা কি—অধিকারই বা কি ?"

"যাও।"

অরুণ নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সরস্বতী তাহাদের উপর যে বিরক্ত, ইহা অনুভব করিত বলিয়াই কখনো সে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইত না বা সহজে কোন কথা কহিত না। সম্প্রতি সে বিরক্তির চরম কারণও ঘটিয়াছে। কিন্তু আজ অরুণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহার সহিত কথা কহিল, "দাদা-

মশায়ের শ্রাদ্ধ না হ'তে আপনি কি করে' যাবেন কাকিমা ?"

সরস্বতী সাভিমানে নীরবে রহিলেন। মীরা বলিল, "না মা, তা যাব না আর! দাদুকে আমরা বড় কষ্টই দিয়েছি মা, তাঁর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত থাকবার দরকার নিশ্চয়ই আছে আমাদের। আর জেঠিমা যতদিন বেঁচে থাক্‌বেন ততদিন আমাদের সব অধিকারও আছে।"

অরুণের অজ্ঞাতে তাহার কৃতজ্ঞ-দৃষ্টি মীরার মুখের উপর একবার পড়িতেই শোকে সগর্ব্বে অভিমানিনী বালিকা মুখ ফিরাইয়া উঠিয়া গেল। সরস্বতী স্বগতঃ ভাবিলেন, যিনি নিজের ছেলের জন্য টাকা দিতেও এমনি কর্‌ছেন, তাঁর কাছে আবার অধিকারের প্রত্যাশা? জায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, মীরার কথাতেই বোধ হয় সে অস্বাভাবিক সাদা মুখখানা সহসা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। অরুন্ধতী নিঃশব্দে অঙ্গের সিক্ত এক বস্ত্র শুকাইয়া লইবার জন্য রৌদ্রের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

অরুণ বিদায় লইবার সময় অরুন্ধতী বলিলেন, "এত নিয়মের সময়ে এক কাপড়ে খাওয়া শোওয়ার খুবই কষ্ট বাটি

তোমার অরুণ, এতটা নিয়ম রাস্তায় বেরুচ্চ যদি, নাই বা করলে।”

“কিছু কষ্ট হবে না আমার জেঠিমা, বলুন যেন সনৎকে আনতে পারি।”

“আমার সে বিষয়েও সন্দেহ আছে অরুণ। শুনছ না যখন—যাও, তাকে পাও বা না পাও করুণাকে নিশ্চয় এনো।”

“আশীর্ব্বাদ করুন মা, দু’জনকেই যেন আনতে পারি।”

মীরার মামাও সনৎকে অন্ততঃ জামিনে কয়েক দিনের জন্য খালাস করিতে উদ্যোগী হইয়া অরুণকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তাঁহার উপদেশে সরস্বতীও জায়ের নিকটে থাকাই স্থির করিলেন। গ্রামস্থ লোকের সাহায্যে অরুন্ধতী শ্বশুরের শ্রাদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে লাগিলেন, সমাজে তাঁহার যেরূপ মানসম্ভ্রম ছিল তদুপযুক্ত সমারোহের সহিতই তাঁহার শ্রাদ্ধ হওয়া উচিত। কোন সহৃদয় বলিতেছিলেন, “আহা, সম্প্রতি শ্রাদ্ধাধিকারীই এসে শ্রাদ্ধ করতে পাবে কি না সন্দেহ, অরুণ স্বতঃপরে যারা ন্যায্য অধিকারী তারাই হ’ল বঞ্চিত!

এ শ্রাদ্ধ কি সৌষ্ঠবে হওয়া সম্ভব? যেমন তেমন করে' কর্ত্তব্যটা সারামাত্রই শ্রেয় এ ক্ষেত্রে।"

অরুন্ধতী কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া উচিত মত যথাযথ ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন।

অশৌচান্তের দিন একামাত্র অরুণই ফিরিয়া আসিলে তিন জনেই বাক্যহীন ভাবে অরুণের হতাশাচ্ছন্ন মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রথমে মীরাই কথা কহিল, "দাদাকে আন্‌তে পারলেন্ না?"

"না।"

"জামিনে দু'চারদিনের জন্যও খালাস্ দিলে না?"

"জামিন্ সে দিতেই দিলে না। অত্যাচারীর কাছে এ দয়া ভিক্ষা সে কিছুতেই নিলে না।"

ক্ষণপরে শুষ্ক মুখে অরুন্ধতী বলিলেন, "বাবার শ্রাদ্ধও সে করতে ইচ্ছুক হল না?"

সে বল্লে, "আমার চেয়ে মা সে কাজ করলেই দাদামশায় বেশী সুখী হবেন। আমি তাঁকে ব্যথা দিয়েছি, আমার ওপর রাগ নিয়েই গেছেন তিনি! আমি একদিকে হয়ত অকর্ত্তব্যই করে' ফেলেছি, কিন্তু আমার এই কর্ত্তব্যটি

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে শেষ করতে দাও তোমরা। দেশের যে অবস্থা দিন দিন দাঁড়াচ্চে তাতে ঘরের কোণে সুখে বাস করতে আর তো পারব না, দলের সঙ্গে আমার যা হবার হোক্। এর পরেও আমার এই-ই পথ অরুণদা, দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঘরে আর আমার মন বস্‌বে না! মার ছেলে হয়ে তুমিই থাক,—আমার মায়া যেন মা আর না করেন! যদি জেলে যাই—জেনো খুব সুখেই থাক্‌ব তাতে আমরা।"

সরস্বতী বলিলেন, "সে বুঝি ঠাকুরের উইলের কথা জান্‌তে পেরেছে? সেই খেদেই একথা বলেছে নিশ্চয়।"

"না, তাকে একথা তো বলা হয় নি।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে অরুন্ধতী বলিলেন, "কিন্তু করুণা—অরুণ?"

"তাকে আন্‌তে তো যেতে পারি নি মা; সনতের যে বন্ধুর বাড়ীতে সনৎ তাকে রেখেছে সেও সনতের সঙ্গেই হাজতে আছে, একই ব্যাপারে তারা আটক হয়েছে। আর তার মা-বোন্‌রা এই ব্যাপারের পর তাদের দেশে চলে গেছেন। দাদামশায়ের কাজ আজ—আর দেরী করলে

তো পৌছুতে পার্‌তাম না। এর পরে তাকে আন্‌লেই হবে, সে ভাল জায়গাতেই আছে মা।"

"কোথায় তাঁদের দেশ?"

"বর্দ্ধমান জেলার একটা গ্রামে।"

"বাবার কাজের সময়ও তাকে পাওয়া গেল না! হায় হতভাগী!"

সরস্বতী জাকে ধমক্ দিয়া উঠিলেন, "দিদি, ধন্য তুমি! বংশের একমাত্র তিলক সনৎ—সেই বাবার শ্রাদ্ধ কর্‌তে পেলে না, তার চেয়ে তোমার করুণা না আসাই বড় হলো!"

"হ্যাঁ ছোট বৌ! সনতের হাতে বাবা পিণ্ড যে নেবেন না! এ ত আমি জান্‌তাম, আর সনৎ তো অগৌরবের মধ্যেও নেই! সে ঘরের চেয়েও দেশকে দশকে বড় বলে' বুঝেছে—তাই স্বেচ্ছায় তার জন্য আটক্ হয়েছে। হয়ত তার শিক্ষা-দীক্ষার উপযুক্ত কাজই সে কর্‌ছে। কিন্তু করুণা?—কোন্ সার্থকতায়, কোন্ সুখে, কোথায় সে আছে? কিসের জন্য তার কপালে এমন ঘট্‌লো? যার জন্য ঘট্‌লো সেও কি আর—"

"চুপ কর দিদি, আমাকেও লোকের কাছে মিথ্যোবাদী

বানিয়ো না, বাড়ীর নামে কলঙ্ক তুল' না। সবাই জানে যে, বিয়ে দেবার জন্য তাকে আমরা সঙ্গে করে' নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবার ব্যারামেও সে আমাদের সঙ্গে আসে নি দেখে যতবার সকলে আমায় তার কথা জিজ্ঞাসা করেছে ততবারই আমায় বলতে হয়েছে, তার বিয়ে দেওয়া হ'য়ে গেছে—সে শ্বশুর-বাড়ী! চারিদিকের মন খারাপে তাকে খবর দিতে পারা যায় নি। এখন বলতে হবে আমাকে, শ্বশুররা পাঠালে না। এ ভিন্ন আর কি বলতে পারি, বল? মনতের কাণ্ড তো কাউকে বলা চলে না—মিথ্যেই বলে যাচ্চি সর্ব্বদা! সেই কৈবর্ত্ত মাগী তো 'আমার করু মা-লক্ষ্মীর কেমন বর হলো ছোট বৌঠান্—কবে তাদের জোড়ে আনবে, এই বলে' বলে' আমায় জ্বালিয়ে মারলে! করুণাকে আনবার সময় অরুণ যেন এ সব কথা তাকে বলে' শিখিয়ে পড়িয়ে কপালে একটু রুলি ঘষে' দিয়ে বাড়ী আনে। এ ভিন্ন আর উপায় কি? মান বাঁচাতে মিথ্যে বলায় পাপ নেই।"

অরুণ নিঃশব্দে রহিল। অরুন্ধতী কয় ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া অরুণকে বলিলেন, "যাও, নাপিতের কাছে কামিয়ে গঙ্গা স্নান করে' এসে কালকের সব উদ্যোগ দেখ!—"

যথারীতি মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রাদ্ধ কার্য্য শেষ হইল। পৌত্রের পরিবর্ত্তে পুত্রবধূর দ্বারা শাস্ত্রমত তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সকল নিষ্পন্ন করাইয়া সমাগত পণ্ডিতগণ একবাক্যে একালের দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং কাল দোষেই যে দুর্ভাগ্য সনৎ তাহার এই অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। শুনিতে শুনিতে অরুণের মনে হইতেছিল, এ-দুর্ভাগ্য কি একা সনতেরই? তার হাতের শ্রদ্ধান্নে বঞ্চিত হয়ে স্বর্গগত মৃত্যুঞ্জয়ই কি আজ নিজেকে তৃপ্ত মনে করছেন? এই অতীত ও উদিত কালের প্রাণ স্বরূপ কোন্ মহাপ্রাণ দেশে উদিত হয়ে এ সমস্যার মীমাংসা করে' দেবে?

যথাকর্ত্তব্য শেষ হইলে অরুণ সনতের মাতাকে বলিল, "এইবার আমি যাই মা!"

"যাও।"

সরস্বতী ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন, "কিন্তু করুণাকে আনার আগে ছেলেটার কি গতি হোলো তাকি দেখা উচিত নয়, বাছা?"

অরুণ নিরুত্তরে তাহার জেঠিমার পানে একবার চাহিল

মাত্র। অরুন্ধতী বলিলেন, "তবে আর ও এত ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্চে ছোট বৌ?"

"সেইজন্ত! তাও ভাল। যে তোমাদের কর্ত্তব্যের বাড়াবাড়ি, আমি বলি তার জন্ত বুঝি আর কিছু করবারই নেই তোমাদের।"

"অরুণের এ যাওয়া মাত্র সার হবে, যা হবে তাতো হবেই। খালাস পেলে সে আপনিই আস্‌তো, কেবল করুণাকে আনার দেরী হয়ে যাচ্চে মাত্র। কিন্তু অরুণকে তো থামাতে পারছি না!"

"ধন্ত মা তুমি! অরুণের তবু যাহোক্ একটু কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে দেখে খুসী হ'লাম।"

মীরা ধূয়া ধরিল—"দাদার মোকর্দ্দমার যদি ভাল করে' তদারক না হয়! চল আমরাও যাই—মামাকে দিয়ে সেগুলো ভাল করে' করাতে হবে। আমরা না গেলে কি কতটুকু হবে চল আমরা যাই।"

সরস্বতীর এতদিনে অনেকটা কাণ্ড-জ্ঞান আসিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "নারে বাপু, অরুণ যখন যাচ্চে সব হবে। দাদা আছেন—"

"বড় মামা ! তাঁর তো সবই খানিকক্ষণ—তার পরেই সব ভুলে বসে' থাকেন। তাঁর পেছনে একজন লেগে না থাক্‌লে হাজার বড় কর্ত্তব্য কাজও—"

"সেখানেও তো ইলা আছে, তুই যা কর্‌বি ইলা তার একটুও কম কর্‌বে না ! তোর জেঠিমা একেবারে একাটি থাক্‌বেন, তোর যাওয়া এখন হ'তেই পারে না বাছা।"

মীরা আর আপত্তি তুলিল না। জেঠিমার কথা যে তাহার মনে পড়ে নাই সেজন্য একটু লজ্জাই অনুভব করিয়া সে নিঃশব্দে রহিল।

বিদায়ের সময় অরুণ অরুন্ধতী ও সরস্বতীর পদধূলি লইলে সরস্বতী বলিলেন, "মীরা, তুই যে তোর মামাকে আর ইলুকে চিঠি লিখেছিলি, অরুণের হাতেই দে না !" গৃহান্তর হইতে মীরা উত্তর দিল, "ডাকে পাঠিয়ে দেব।" "কেন বাপু, লেখা হয়ে' গেছে যখন হাতে দিলে দোষ কি ? অরুণ, নিয়ে এস তো বাবা ওর কাছ থেকে চিঠি দু'খানা ! ডাকে পৌঁছোতে একদিন দেরী হবে তো, হাতে শীগ্‌গির যাবে।"

অরুণের "ডাকেই পাঠিয়ে দেবেন—" এই উত্তরের আধ

থানা মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতে মীরার তীব্র স্বর সকলের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল।

"বল্‌ছি তাকে পাঠিয়ে দেব, তবু এক কথা একশোবার।"

"তাই দিস বাপু, তাই দিস"—বলিয়া সরস্বতী নিজ মনেই অর্দ্ধোক্তি করিলেন, "সবই মেয়ের এক রকম যেন!"

অরুণ চলিয়া গেলে সরস্বতী মীরাকে এক সময় নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, "অরুণের নাম করলেই তুই অত চটে' উঠিস্ কেন বল্‌ত!"

মীরা ক্রুর দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল। দাঁতে দাঁত রাখিয়া বলিল, "আর তুমিই বা এখন এত ওঁর নামে গলে' যাচ্চ কেন বলত?"

মেয়ের কথা কহিবার রকম দেখিয়া সরস্বতী থতমত খাইয়া গেলেন। তবুও এক কথাতেই হাল্ না ছাড়িয়া বিজ্ঞ-ভাবে মেয়েকে একটু উপদেশ দিতে চেষ্টা করিলেন, "তুই কি চিরদিনই ছেলে মানুষ থাকবি মীরা? কখনো তোর জ্ঞান বুদ্ধি হবে না?"

"অর্থাৎ পরের দুয়োরে মানুষ বলে', গরীব বলে', যাকে আমরা হতশ্রদ্ধা করেছি এখন তাকেই সর্ব্বস্বের মালিক

জেনে খোসামোদ করে' না চললে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে না—না মা!"

সরস্বতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সক্রোধে কন্যাকে বলিলেন, "লেখাপড়া শিখিয়ে মেয়ের এই বিদ্যা আর এই ব্যবহারই তো পাওয়া উচিত। আমি কি তোকে খোসামোদ করতেই বলেছি? সাধারণ ভাবে চলার নাম কি খোসামোদ? এই যে করুণাকে আন্‌তে গেল সে এখন তোরই প্রাপ্য বিষয়ের মালিক হ'য়েছে বলে' কি তুই তার সঙ্গে কথাও কইবি না? এক জায়গায় থেকে—"

"কে বলেছে আমি এক জায়গায় থাক্‌ব? করুণা এলেই আমি চলে' যাব। তুমি মনেও ভেব না তাদের কাছে আমি হাত জোড় করে' থাকব।—তার চেয়ে মামার বাড়ী পড়ে' থাক্‌ব চিরদিন। সেও শতগুণে ভাল—তবু—"

সরস্বতী রুদ্ধ ক্ষোভে যেন নিজ মনে গুম্‌রাইয়াই বলিয়া উঠিলেন, "যাবি তো বলছিস্—যাবি কোথায় শুনি?—বড় তো আদর সেখানেও, তাই—"

মীরা ক্ষণেক মাতার পানে স্থির চক্ষে চাহিয়া শেষে ধীর স্বরে বলিল, "যাই হোক, তবু সেই জায়গাই আমাদের

গতি।——মা, আমি তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছি না মনে কোরো না। কিন্তু একটা কথা বলি, তুমি মাপ্ কোরো। শেষে যদি এমনি তোমার রুচি হবে তবে কেন মা আমার দাদুকে অত কষ্ট দিয়েছ? কেন তাঁকে অত কাঁদিয়েছ? অমন করে' ফেলে গিয়েছ? তিনি যেই তোমায় তার প্রতিশোধ দিয়ে গেলেন, অমনি মত বদলিয়ে—বিষয়ের জন্য—ছি ছি মা, এতো নীচ বংশে আমার জন্ম নয়! আমার দাদু যাদের তাঁর সম্পত্তি দান করে' গেছেন, আমরা আবার তারই প্রত্যাশায় কুকুরের মত তাদেরই পেছনে ছুট্‌ব? দেখো দাদাও নিশ্চয় এর জন্য একটুও মনঃক্ষুণ্ণ হবে না। আমরা যা দান করেছি ওদের,—আবার তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভোগ কর্‌বার ফন্দী এঁটো না মা—ছি! তোমাতেও এ শোভা পায় না! করুণা আসুক, দাদার কি হয় শুনি,—তারপর দাদার সঙ্গে এ দান করা সম্পত্তি—এই বাড়ী থেকে চলে' গিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা অবস্থামত আমরা নিজেরাই করে' নেব। এর জন্য তুমি অত ব্যস্ত হয়ো না!"—মীরা আস্তে আস্তে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল, আর তাহার মাতা নির্ব্বাক্ ভাবে মেয়ের গতিপথের পানে চাহিয়া কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

১৮

বর্ষার শেষ হইয়া শারদশ্রী তখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গৃহ হইতে বর্ষার প্রারম্ভে ও মধ্যভাগে যাহারা চলিয়া গিয়াছে তাহারা কেহই এ পর্য্যন্ত আর ফিরিয়া আসে নাই। জেঠিমাকে একা ফেলিয়া যাইতে মীরার ইচ্ছা হয় নাই, তাহার মাতারও ইহাতে আপত্তি ত ছিলই না, বরং মেয়ের ইচ্ছার আবরণে নিজের ইচ্ছাকে ঢাকিতে পাইয়া তিনি বাঁচিয়াই গিয়াছিলেন। কাজেই তাঁহারা দুইজনে অরুন্ধতী দেবীর নিকটেই বাস করিতেছেন।

অরুণের পথ চাহিয়া যখন আর তাহাদের দিন কাটে না, মীরা যখন তাহার মামাকে ও ইলাকে পত্র লিখিয়া লিখিয়া সনতের সংবাদ দিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, তখন তাঁহাদের প্রেরিত একখানা সংবাদ-পত্রে মীরা দেখিল যে চাঁদপুরের কুলি-ঘটিত মামলার আসামীগণ কুলিদের পক্ষ লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে নানা দফার অপরাধে অপরাধী হওয়ায়, দোষের তারতম্য অনুসারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। দুই চারি ছয় মাস হইতে বৎসর কাল পর্য্যন্ত সে দণ্ডের জের। সনৎকুমার ভট্টাচার্য্য এবং আরও দুই একটি নাম এই দণ্ডের গুরুতর পর্য্যায়েই স্থান পাইয়াছে। অরুন্ধতীকে কেহ এ সংবাদটা মুখে না বলিলেও মীরার রোদন-রক্ত চক্ষু এবং সরস্বতীর শুষ্কমুখই তাঁহাকে তাহা জানাইয়া দিল। তিনি কেবল মৃদুস্বরে বলিলেন, "কতদিন ?"

"এক বৎসর। দু'তিনটি কেস্ তাঁদের নামে যে।" —অরুন্ধতী আর কিছু বলিলেন না।

এ ঘটনা প্রকাশের দিন কয়েক পরে একদিন মীরা অসহিষ্ণুভাবে তাহার জেঠিমাকে বলিল, "তোমার এঁরা আর কতদিন দেরী করবেন জেঠিমা ? করুণা কবে আস্‌বে ?

দাদা তো এখন আর আস্‌ছে না! তাঁরা এলেও আমরা যে—” বলিতে বলিতে সহসা মীরা জেঠিমার মুখ পানে চাহিয়া থামিয়া গেল।

অরুন্ধতী ধীরে ধীরে বলিলেন, “অরুণেরও তো কোন সন্ধানই জানি না! তারাই যে আস্‌বে তারই বা ঠিক কি মীরা?”

সরস্বতী মেয়ের কণ্ঠ শুনিয়া একটি হাঙ্গামের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন, “তুইওতো তার খবর ইলার কাছে নিতে পার্‌তিস্? সত্যিইতো সে-ই বা কেন আসে না?”

মীরা একবার দীপ্ত চক্ষে মায়ের পানে চাহিয়া লইয়া শেষে অরুন্ধতীর কথার উত্তরে শান্তস্বরে বলিল, “করুণার খবরও বোধ হয় ইলাদির কাছে পাওয়া যেতে পারে! ইলাদিকে লিখ্‌ব কি জেঠিমা?”

“লিখ।”

কিন্তু লিখিতে আর হইল না, কিছুক্ষণ পরেই একখানা গরুর গাড়ী বাড়ীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। সরস্বতী আর মীরা একযোগে বলিয়া উঠিলেন, “ঐ করুণা এল।”

অরুন্ধতী গৃহমধ্য হইতে গবাক্ষপথে যানের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, "না,—তাহ'লে অরুণ কই ? ঐযে তোর মামাতো ভাই মীরা, বুঝি ইলা এসেছে।"—বলিয়া অরুন্ধতী গৃহের বাহির হইলেন। সরস্বতী আর মীরা সহসা ভয়চকিতভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলেন। আবার কি কোন মন্দ সংবাদ না কি ? সনৎ জেলে ভাল আছে ত ? করুণা ও অরুণ,—তাহাদের কোন অমঙ্গল হয় নাই তো ?

অরুন্ধতীর পশ্চাতে ইলা নিঃশব্দে তাহাদের নিকটে আসিয়া সরস্বতীর পদধূলি মাথায় লইয়া দাঁড়াইল,—অরুন্ধতীকে প্রণাম পূর্ব্বেই সারিয়া লইয়াছিল ! মীরার তখনো বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। নিঃশব্দে সে কেবল ইলার পানে চাহিয়া রহিল।

সরস্বতী শুষ্কমুখে বলিলেন, "খবর কি ইলু, সবাই ভাল আছে তো ?"

"হ্যাঁ।"

"সনতের খবর পাস্‌তো তোরা ?—ভাল আছে সে ?"

"আছেন।"—

"অরুণ কোথায় ? সে যে করুণাকে আন্‌তে গিয়েছিল—করুণাকে পায়নি নাকি ?"

"পেয়েছেন।"

"কোথায় ?—তাকে কলকাতায় তোর কাছেই নিয়ে গেছে নাকি অরুণ ?"

ইলা বিস্মিত দৃষ্টি পিসিমার পানে তুলিয়া বলিল, "তা নিয়ে যাবেন কেন ? করুণাকে সনৎদা যেখানে রেখেছেন সে সেইখানেই আছে।"

"কোথায় রেখেছে তাকে সনৎ ? করুণা কোথায় ?"

"শুনেছতো, বর্দ্ধমানের কোন একটি গ্রামে।"

অরুন্ধতী এইবার কথা কহিলেন, "চল ইলা, আগে মুখ-হাত ধুয়ে নাও ; ছোট বৌ, তোমার ভাইপোকে মুখ-হাত ধুইয়ে জল খেতে দাওগে,—মীরা দাঁড়িয়ে থাকিস্ না, যা !"

"যাচ্ছি দিদি—মীরা তুই যা, হাঁরে করুণাকে কি আন্‌তে যায় নি অরুণ ?"

"কেন যাবেন না ? করুণা আসেনি। সেও সেইখানে থাক্‌তে চাইলে, আর অরুণ দাদাও দেখেশুনে তাই রেখে

এলেন। সনৎদাদার সেই বন্ধু প্রমথ—তাঁরই মা-বোনের "কাছে আছে করুণা।"

"সেই প্রমথদের বাড়ী! ও মা, সে যে—ভয়ানক গরীব, সে যে—"

অরুন্ধতী ইলার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া চলিলেন। অগত্যা সরস্বতীও ভ্রাতুস্পুত্রের সন্ধানে গেলেন। মীরা যন্ত্র-চালিতের মত ইলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

ইলা নিঃশব্দে অরুন্ধতীর আদেশমত নিজের পথক্লান্তি-নাশের ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত করিল। অরুন্ধতীর শান্ত অথচ পাণ্ডুরাভাযুক্ত মুখের দিকে সে চাহিতেও পারিতেছিল না, সেই বিষণ্ণ বেদনা-নত দৃষ্টির সামনে থাকিতেও ইলার অন্তরটা যেন কেমন করিয়া উঠিতেছিল। সেই নির্ব্বাক সহনশীলা নারীর অন্তরের কথা সবটা বুঝিবার মত সেখানে কেহই ছিল না!"

ইলাকে জল খাওয়াইতে খাওয়াইতে একসময়ে অরুন্ধতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "অরুণ কোথায় ইলা?"

ইলা একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল, দেখিল মীরা ম্লানমুখে তাহার পশ্চাতেই বসিয়া পড়িয়াছে, সরস্বতীও

আবার ব্যগ্রভাবে তাহাদের দিকে আসিতেছেন। ইলা উত্তর দিল, "তিনি ন্যায়শাস্ত্রের পরীক্ষা দেবার জন্য আরও কি কি পড়্‌বার জন্য কোন একটি বড় টোলে পড়্‌বার সব ঠিক্ কর্‌ছেন!"

"কোথায় থাকবে সে?"

"সে-কথা তো আমায় বলেননি মা।"

"করুণাকেও আন্‌লো না, নিজেও ছেড়ে গেল তা হলে' আমাকে অরুণ—ইলা?"

ইলা ব্যথিতভাবে একবার অরুন্ধতীর পানে চাহিল; তার পরে বলিল, "করুণা নাকি নিজেই কিছুতে আস্‌তে চায়নি! সেটা যে অনেক কারণেই তাতো আপনি বুঝ্‌ছেন—"

"বুঝেছি, আর অরুণও সেইজন্য ঘর ছাড়্‌লো? ঠাকুর যে এই-ই ব্যবস্থা করে গেলেন!"

সরস্বতী ততক্ষণ তাহাদের নিকটে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন। কথাগুলার সবটাই প্রায় তিনি শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, "অরুণ সে-কথা করুণাকে বলতেই বা গেল কেন? বাড়ীতে এনে বল্‌লেই তো হত! পরের বাড়ীতে আইবুড়ো মেয়ে—"

ইলা বাধা দিয়া বলিল, "ও-কথা ছেড়ে দাও পিসিমা, সনৎদা উপযুক্ত জায়গাতেই রেখেছে নিশ্চয়।"

"রেখে দে বাছা তোদের উপযুক্ত জায়গা ;—সেই প্রমথর বাড়ীতে তো ? প্রমথ, তার মা-বোন যে নিজেরা ধান ভানে জল আনে, এই রকম গল্প নিজেই আমাদের জাঁক করে' শোনাতো।"

"করুণাও তাদের সঙ্গে সেই রকমে বেশ সুখেই আছে পিসিমা। প্রমথবাবুও তো সনৎদার সঙ্গে জেলে। পুরুষ মাত্র তাদের বাড়ীতে নেই ;—দু'টি বিধবা, একটি কুমারী মেয়ে আর করুণা। সনৎদা ফির্‌লে তখন তাকে জোর করে' আনা যাবে, সে এখন আর একদল দুঃখীর মধ্যে মিশে বেশ আছে! এখানে এসে সুখে থাক্‌তে সে পারবে না বোধ হয়।" নিজের পিসিমা ও বোন্‌কে শুনাইয়া এই কথা বলিয়া ফেলিয়া ইলা তাহার সম্মুখে অন্তর্গূঢ় বেদনার আর সহিষ্ণুতার একটি মূর্ত্তিমতী ছবি দেখিয়া মাথা নামাইল।

সরস্বতী একবার থামিয়া আবার ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কিন্তু অরুণ—সেও কি সনৎ জেলে গেল বলে' সেই লজ্জায় কারুকে মুখ দেখাবে না প্রতিজ্ঞা করেছে ?"

"ছোটবৌ, সনতের এ জেলে তো লজ্জার কিছু নেই। সে যে-জীবন বরণ করেছে, তার পক্ষে এটা প্রার্থনারই বস্তু, অনেকের দুঃখের অংশ সে নিজে নিতে পেরেছে। তার জন্য তো কারও ব্যথা পাবার কথা নয়, অরুণই কি তা বোঝে না? কিন্তু এমন করে' অরুণ গেল কেন? এখানে থাকতে পারবে না বল্লে আমি তো তাকে বাধ্য কর্‌তাম না। একবার আমায় বলেও গেল না।"

ইলা বিষণ্ণ মুখে বলিল, "আপনার কাছে এলে হয়ত আর যেতে পার্‌তেন না। নিজের মনের দুর্ব্বলতা বুঝেই বোধ হয় এ-রকম কর্‌লেন, আর সনৎদার জন্যও তাঁর বাড়ীতে থাকা আর ভাল লাগ্‌ছিল না। বল্লেন, পড়া ভিন্ন আর তো আমার কোন পথ জানা নেই, সনতের সঙ্গী হতে পেলাম না, কিছুতে মন দিতে পারছি না, পড়ার দিকেই এগিয়ে চলি একটু।"

সরস্বতী একবার জায়ের পুত্র-গৌরবে ঈষদারক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "সবাই আপন আপন কথাই ভাব্‌লে, ঘরের কথা কেউ ভাব্‌লে না! আমাদের সুখ-দুঃখ দেখা-শোনারও তাদের যদি দরকার না থাকে—এই যে এত

বড় দেবত্র সম্পত্তি বাবা তাদের দিয়ে গেলেন এর কথাও একবার অরুণ ভাবছে না ? এ কে দেখ্‌বে-শুন্‌বে—বাবার ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা কর্‌বে ? বাবা কি এই জন্য তাদের সব দিয়ে গেলেন ?”

ইলা পিসির পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, “তোমরা এই কথা মনে কর বলেই বোধ হয় অরুণবাবু ঘরে ফিরলেন না ! দাদামশায় তো সব ভার বড় পিসিমাকে দিয়ে গেছেন। তিনিই সব দেখছেন সব করছেন চিরদিন ! অরুণবাবু কি জানেন ! ঘরের কথা তাঁরা কেন ভাব্‌বেন, তাঁরা ভাববেন বাইরের কথা,—ঘরের ভার তো তোমাদের, পিসিমা।”

ভ্রাতুষ্পুত্রীর সামনে এইবার সরস্বতী ঈষৎ অন্তর্গূঢ় লজ্জায় মুখ নামাইতে বাধ্য হইলেন। ক্ষণপরে যেন একটু নিঃশ্বাসের সহিতই বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু করুণা—আহা সে বেচারার এ কি অবস্থা কর্‌লে সবাই মিলে ! তাকে কেন——”

“যাও ইলা একটু জিরিয়ে নাও গে ! ছোটবৌ রান্নার একটু ভালমত ব্যবস্থা করিস্‌, ছেলেটির যেন খেতে কষ্ট না

হয়! দুধের খানিকটা ক্ষীর আর ছানা কর, দু'-একটা নতুন রকম মিষ্টি—মীরা পার্‌বি তো? সে দিন যেমন ঠাকুরকে করে' দিয়েছিলি?" মীরা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

ইলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "জিরুবার আর দরকার হবে না, আপনি কোথায় যাচ্চেন?"

"যাই নি কোথাও, হারুকে দিয়ে পাড়ার দু'চার জন প্রধান লোককে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি, তাঁরা এলেন কিনা খোঁজ নিই।"

"কেন মা?"

"গ্রামে ঢুকবার প্রথম রাস্তাটা এই বর্ষায় বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্চে ক'বছর থেকে। বাবা গত বারই সেটার সংস্কার করতে গিয়েছিলেন—নানা বাধায় হয় নি। এখন সে কাজটা আরম্ভ করা চলে কি না, কত খরচ পড়্‌বে, এইগুলো তাঁদের জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে।"

ইলা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে একবার বলিল, "এই সময়ে———?"

"এই তো ঠিক সময় মা।"

ইলা তাঁহার সঙ্গে চলিতে চলিতে ব্যস্তভাবে বলিল, "কথায় কথায় এতক্ষণ বল্‌তে ভুলে গেছি' অরুণবাবু আমার কাছে অনেকগুলো টাকা চাপিয়েছেন যে,—বাক্‌সে আছে টাকাগুলো। সনৎদাদার মোকদ্দমা চালাবার জন্য তিনি দেবত্র থেকে যা ধার নিয়েছিলেন সেই টাকা সনৎদাদা তো, না জামিন, না উকীল ব্যারিষ্টার খরচ, কিছুই করতে দেয়নি তো, সেই টাকাগুলো অমনিই আছে! অরুণবাবু আপনাকে দিতে দিয়েছেন, নেবেন চলুন।"

"দাও, এখনি কাজে লাগ্‌বে।"

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীও গৃহ-কর্ম্মের জন্য উঠিতে বাধ্য হইলেন; কেবল মীরাই স্তব্ধভাবে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া তেমনি বসিয়া রহিল।

দিন দুই পরে একদিন সরস্বতী ইলার নিকট হইতে সনতের সংবাদ যথাসম্ভব আদায় করিতেছিলেন; অরুন্ধতীকে কিছুক্ষণ পরে কর্ম্মান্তরে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া যেন আপন মনে মৃদুস্বরে বলিলেন—

"ধন্য মা যাহোক!"

ইলা তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"আজ বলে' নয়, চিরদিনই ছেলের সম্বন্ধে এমনি !—মা কি এ-রকম কঠিন হলে' ভাল লাগে ?"

"উনি কঠিন ?—না পিসিমা। আমার তো বড় ভাল লাগে ওঁর এই ধরণটা।"

"কোন্ ধরণ বলছিস্ ?"

"সবই ! তুমিও কি বোঝনা পিসিমা, নিশ্চয়ই বোঝ ! উনি চিরদিনই এমনি সংযত গম্ভীর—না ? দেখ্‌লে না মুখটা কি রকম হচ্ছিল সনৎদার নামে ?"

সরস্বতী অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "তবু আমাদের যেন বেশী বলেই লাগে। মায়ের এত সংযমে কি দরকার ? আচ্ছা ইলা—অরুণ কেন বাড়ী এল না বল্‌তে পারিস্ ?"

"শুনেছ ত সব পিসিমা।"

"হাঁরে সে আর কিছু বলেনি। আর কিছু মনে করেনি তো ?"

"আর কি মনে কর্‌বে ?"

ইলার সরল প্রশ্ন ও দৃষ্টি দেখিয়া সরস্বতী আর কিছু বলিলেন না ! বিষণ্ণ মুখে "না তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"—বলিয়া কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলেন।

কয়েক দিন অরুন্ধতীর নিকটে কাটাইয়া ইলা যাইতে চাহিলে অরুন্ধতী বলিলেন, "আরও দিন কতক থাক্ মা, তুই থাক্‌লে মনে হয় না যে করুণা নেই।"

ইলাকে এক সময়ে একলা পাইয়া মীরা বলিল, "ভাই, তোর সঙ্গে আমার একটি পরামর্শ আছে। কিন্তু আগে থাকতেই ব'লে রাখ্‌ছি, আমার দিক্‌টা তোকে আগে দেখ্‌তে হবে।"

ইলা কয়দিন হইতেই মীরার অত্যন্ত অন্যমনস্কত্ব, ঈষৎ শুষ্ক মুখ, অল্প-স্বল্প কথাবার্তা, চাঞ্চল্যহীন ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। মীরা যেন সহসা অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন তাহার এই পূর্ব্ব স্বভাবের অনুরূপ আব্‌দার, চঞ্চল স্বর ও কথায় একটু আশ্বস্ত হইয়া ইলা হাসিয়া বলিল, "মন্দ নয়, পরামর্শের আগেই পক্ষ-সমর্থনের আদেশ।"

"হ্যাঁ, শুন্‌বি কিনা?"

"বল্ ভাই!"

"তুই আর দিন কতক জেঠিমার কাছে থাক্‌বি, আমি আর মা নন্তুদাদার সঙ্গে একবার বর্দ্ধমান যাব।"

ইলা চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বর্দ্ধমান যাবি? করুণাকে আন্‌তে?"

"হ্যাঁ।"

"পিসিমাদের বলেছিস্?"

"মাকে বলেছি, মা মত্ দিয়েছেন!"

"আর তোর জেঠিমাকে?"

"না।"

"তবে কি করে' হবে?"

"কি করে' হবে কি রকম? তুই অরুণবাবুর কাছে ঠিক্ ঠিকানা যা জেনেছিস্ আমায় আর নন্তুদাদাকে ব'লে দে, আমরা খুঁজে খুঁজে ঠিক্ উঠ্‌বো।"

"সে না হয় উঠ্‌বি, কিন্তু জেঠিমা না বল্লে কি ঠিক হবে ভাই?"

মীরা ক্ষণেক ইলার দিকে স্থির চক্ষে চাহিয়া বলিল, "আমি কি আগেই বলিনি যে তোকে আমার দিক্‌টা সর্ব্বাগ্রে দেখ্‌তে হবে?"

"তাতে আমি কি অ-রাজী ভাই? কিন্তু অরুণবাবু তাকে আন্‌লেন না, তোমাদের জেঠিমাও কিছু বল্‌লেন না, মাঝে হতে আমরা এ-রকম কর্‌লে যদি—"

"যদি এতে কিছু নেই, তুমি কি বোঝনা যে তাঁরা কেন করুণাকে নির্ব্বাসনে রাখ্লেন ?"

ইলা অপলক দৃষ্টিতে ক্ষণিক মীরার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিল, "তোর কি তাই মনে হয় মীরা ?"

"শুধু মনে হওয়া নয় দিদি, নিশ্চয় জেনো এই জন্যেই করুণাকে এই অবস্থাতেও ঐখানেই রাখা হল, জেঠিমাও তাই নিঃশব্দে সহ্য করছেন ! এ সবই আমাদের জন্য।"

"না না মীরা, যতটা মনে করছিস ততটা নয়। আমি শুনেছি, করু দাদামশায়ের বন্দোবস্ত শুনে যতটা কেঁদেছে তিনি মারা যাওয়া বা সনৎদার জেল শুনেও তত কাঁদেনি। সে হয়ত নিজেই লজ্জায় দুঃখে মুখ দেখাতে চায়নি—আর তা ছাড়া সনৎদা তাকে—"

"হোক দিদি, তবু আমরাই কারণ হচ্ছি না কি ? এটা আমাদের পক্ষে কতখানি দুঃখের আর লজ্জার কারণ আমার দিক্ থেকেও বোঝ আগে একবার।"

"তা হ'লে কি যাবি সত্যি-ই ?"

"হ্যাঁ, কালই যাব আমরা।"

তাহাদের যাবার উদ্যোগ দেখিয়া অরুন্ধতী সবই বুঝিলেন ; একবার কেবল বলিলেন, "মিছে কষ্ট কচ্ছিস্ মীরা, সে আসবে না। জোর করে' কিছুই লাভ নেই, যা হয়ে চল্‌ছ তাকে মেনে চলাই ভাল, নইলে কেবল অনর্থক আরও খানিক কষ্টেরই বৃদ্ধি করা হয় মাত্র। অরুণও যখন তাকে আনতে পারলে না, তখন হয়ত এই-ই উচিত। অন্য-রকম করতে গিয়ে যা আছে তাও আমার রাখ্‌বি না মীরা। তাই বলছি এ চেষ্টা ছাড়।"

সরস্বতী কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহাকে কথা কহিতে না দিয়া মীরা তাহাকে একদিকে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পরে যাত্রার সময় অরুন্ধতীর পদধূলি লইয়া দাঁড়াইতেই অরুন্ধতী জ্যোৎস্নারাত্রে বিদ্যুতের মত নিষ্প্রভ হাস্যে বলিলেন, "এইবার তোমার যাবার পালা,—না মীরা ? একে একে সবাই তো গেল—তোমরাই বা কেন থাকবে আমার কাছে! কি বলিস ছোটবৌ ?"

মীরা উত্তর দিতে পারিল না। সরস্বতীর, জায়ের মুখের পানে চাহিয়া, সত্যই চোখে জল আসিল। তাঁহার যাইতে সত্যই ইচ্ছা ছিল না, মেয়ের জেদেই যাইতেছিলেন মাত্র।

তিনি জায়ের পদধূলি মাথায় লইয়া বলিলেন, "না দিদি, এতদিন যাই করে' থাকি আমি আর তোমার কাছ ছাড়া কোথাও থাকব না। আমি এলাম বলে'।"

পথে যাইতে যাইতে বিমনা ভাবে মীরা ভাবিতেছিল, "জেঠিমা কি ভবিষ্যৎও বলতে পারেন? সত্যই কি এবার আমারও যাবার পালা তাঁর কাছ থেকে? যাদের দাদু সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন তারা যদি কেউ ঘরে না ফেরে, কোন্ লজ্জায় আমরাই বা তাদের জায়গা দখল করে' থাকব? লোক কি হাসছে না আমাদের ব্যাপার দেখে,—ভাবছে না এ যারা এদের এতদিন কোথায় ছিল?"

১৯

আতপের সঞ্চয় প্রকৃতিদেবী বর্ষাকালে সেবারে প্রচুররূপে বোধ হয় দান করিয়া উঠিতে না পারিয়া অপ্রসন্নমনে ছিলেন, তাই শরতের মধ্যভাগে সহসা নিজের ত্রুটি শোধনে এমনভাবে লাগিলেন যে, সেই অকাল বর্ষণে সকলে বিপর্য্যস্তই হইয়া পড়িল।

বর্দ্ধমান জেলার একটি ক্ষুদ্র ও অতি পল্লীগ্রামে এই ঘোর বর্ষণের মধ্যে একখানা গরুর গাড়ী অতিকষ্টে প্রবেশ করিতেছিল। গাড়ীর মধ্যে মীরা ও সরস্বতী, আর গাড়ীর মন্থর গমনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটা জীর্ণ শতছিন্ন ছত্র মস্তকে অরুণ

তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। গাড়ী যখন কাদায় পড়িতেছে, শীর্ণ কঙ্কাল-সার মূর্ত্তি বলিবর্দ্দযুগল যখন সেই অচল রথের চক্রোদ্ধারে অসমর্থ হইয়া উভয় হস্তে গৃহীত-লাঙ্গুল মাথালি-মাথায় তাহাদের সারথি মহাশয়ের উৎকট তাড়নাও 'খাতির নদারৎ' ভাবে উপেক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে, তখন অরুণকুমার সেই সকর্দ্দম চক্রপাণি হইয়া উভয় হস্তে তাহাদের চালিত করিবার সাহায্য করিতে করিতে যাইতেছিল।

সরস্বতী ইলার নিকট হইতে অরুণের যতটুকু ঠিক্ ঠিকানা পাইয়াছিলেন তাহার দ্বারাই অরুণকে পথে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের যতখানি কষ্ট হইবে ভাবিয়া অরুণ ইলার ভ্রাতাকে অর্দ্ধপথ হইতে ফিরাইয়া দিয়া নিজেই ইঁহাদের অভিযানের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার চতুর্গুণ কষ্টকর ব্যাপারের মধ্যেই তাঁহারা পড়িয়াছেন। অরুণের প্রাণপণ চেষ্টায় সে কষ্টের অতি সামান্যই লাঘব হইতেছিল। তথাপি সরস্বতী পুনঃ পুনঃ কন্যাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিলেন, "দ্যাখ দেখি, তুই যে বড় রেগেই আগুন হচ্ছিলি, আজ যদি অরুণকে না

নিয়ে নন্তর সঙ্গে এই পথে আসতে হ'ত তা হলে' কি খোয়ারই না জানি আমাদের পেতে হত।"

মীরা দুই একবার চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বিরক্তির আধিক্যে বলিয়া উঠিল, "একটু চুপ করতো বাপু, খোয়ারের এই-ই বড় কম হচ্ছে কিনা।"

"তবুতো বাছা গাড়ীর মধ্যে বসে যাচ্ছিস্। দেরীতে পৌঁছুন হবে এই যা, নৈলে আমাদের আর কি কষ্ট!"

"বটে! এমনি করে' মানুষকে দিয়ে চাকা টানাতে টানাতে গরুর অধম করে'—এ ভারি সুখের, না?"

সরস্বতী ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে বলিলেন, "সেই কথাই তো আমিও বল্‌ছি বাপু। কষ্ট যা তাতো আমাদের পোয়াতে হচ্চে না, কিন্তু অরুণ ব্যাচারাকেই আধমরা কর্‌লাম আমরা।"

"তুমিই তো—"এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া মীরা থামিয়া গেল, আর সরস্বতী নিজ মনে বলিয়া চলিলেন, "কিন্তু সেই যখন যেতেই হবে তখন অরুণকে না পেলে যে কিছুই হতো না। নন্ত হলে' কি এমনি করে' আমাদের নিয়ে যেতে পার্‌তো? ইষ্টিশনের মাঠের মধ্যেই পড়ে থাক্‌তে হ'ত। আর তোর তো কেবল 'এই তোমার করতেই হবে মা'

বলে' আমার ওপর জুলুমধরাটি আছে, আর তো কোন জ্ঞান নেই। এই যে,—যে জন্য এত কাণ্ড করা যাচ্চে, অরুণ না গেলে তাই-ই হয়ত মিথ্যে হ'ত। তারা যদি বল্‌ত যে 'সনৎ আমাদের কাছে করুণাকে রেখেছে, তার ভাই অরুণ এসেও দেখে-শুনে রেখে গিয়েছে, তোমরা কে যে তোমাদের সঙ্গে করুণাকে যেতে দেব?'—তখন কি হ'ত বল দেখি? আমি যখন অরুণকে কটু দিব্য দিয়ে কত রাগ ভাব দেখিয়ে এখানে আসতে লিখি, তখন কি এই বাদল বর্ষার কথা জান্‌তাম, না, এত কষ্ট পেতে হবে বুঝেছিলাম, আমিতো মাত্র ঐ ভয়েই অরুণকে অমন করে' লিখি।"

"ইস্, তাই বৈকি শুধু? রাস্তায় পাছে কষ্ট পাই এ ভাবনাও কি তোমার ছিল না নাকি? আর করুণাকে দেবে না—অমনি বল্লেই হল কিনা! ভারি সাধ্য তাদের! তাকে ধরে' রাখবার কে তারা? ভারি!—"

"কবে যে তোর বুদ্ধি হবে মীরা! তারা কেউ নয় বটে, কিন্তু করু যদি না আস্‌তে চায়, আর অরুণও যদি কিছু না বলে, তা হ'লে তারা স্বচ্ছন্দেই আমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে।"

"পারে বৈকি,—" বলিয়া মীরা যানের পশ্চাতে অনুসরণকারী অরুণের উদ্দেশে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আপনি কি সমস্ত রাস্তা এই রকম করে' চাকা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আর ভিজ্‌তে ভিজতেই যাবেন ?"—অরুণ একমনে পথ ও বাহন-যুগলের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতেছিল, সহসা মীরার এইরূপ সম্ভাষণে একটু সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া গাড়ীর পানে দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখিল, মীরা তখনো সেইভাবে মুখ ঝুঁকাইয়া যেন তাহার উত্তরেরই প্রতীক্ষায় আছে। অরুণ তখন অপ্রস্তুতভাবে উত্তর দিল, "এই যে পৌঁছে গেছি, এই গ্রামেই—আর খানিকটা চল্‌লেই বাড়ী পাওয়া যাবে।"

"তাতো যাবে; কিন্তু আর এরকম কাদাও পাওয়া যাবে কি বল্‌তে পারেন ?"

"না, গাড়োয়ানটা পথছেড়ে চষা ভূঁয়ে নেমে পড়ে' পথ সংক্ষেপ কর্‌তে গিয়ে বিপত্তি বাড়িয়েই ফেলেছিল। এইবার—"

"পাশেই খানিকটা জল রয়েছে দেখছেন। ইচ্ছা কর্‌লে কাদাগুলো খানিক ধুয়ে নিতেও তো পারেন !"

"তাই নিই।—তুই এই সোজা গাড়ী হাঁকিয়ে চল্‌রে, আমি পিছনে যাচ্চি।"—গাড়োয়ানকে এই বলিয়া অরুণ জলাশয়ের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া দেখিল, গাড়োয়ান কথামত কার্য্য না করিয়া তাহার অপেক্ষায় গাড়ী থামাইয়াই আছে, এবং গাড়ীর সম্মুখের দিকে মীরা একইভাবে বসিয়া আছে। অরুণকে দেখিয়া মীরা আবার কথা কহিল, "এখনো বৃষ্টি পড়ছে, আপনার ও-ছাতাটি মিথ্যে কেন মাথায় ধরে' আছেন, উভয় পক্ষেরই ওতে নাহক্ কষ্ট। পথের মধ্যে এমন ছাতা কোথায় পেলেন?"

অরুণ গাড়োয়ানের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই বেচারার! আমায় সম্বলটি দিয়ে নিজে ভিজ্‌ছে।"

"ওর মাথায় যে চুপ্‌ড়িটি আছে সে আপনার ছাতার চেয়ে ঢের বেশী সম্ভ্রান্ত। মা আর আমি এদিকে সর্‌লেও গাড়ীর সামনে আপনার যথেষ্ট জায়গা হবে। গ্রামের মধ্যে একটু ভদ্রলোকের মতই চলুন।—উঠে আসুন।"—বলিয়া মীরা ভিতরের দিকে অদৃশ্য হইল।

গাড়োয়ান অপেক্ষা করিতেছে দেখিয়া অরুণ বলিল, "গাড়ী চালানা; আর বেশী পথ নেই।"

"সেতো শুনেছি, আর সেই জন্যই আপনাকে ঐখানে বস্‌তে বল্‌ছি। আমাদের গোটা কতক কথা আছে আপনার সঙ্গে,—গাড়ী দাঁড় করিয়ে অনর্থক সময় নষ্টের চেয়ে যেতে যেতে বলা চল্‌বে।"

"কি কথা বলুন।"

মীরা আর কথা কহে না দেখিয়া সরস্বতী এইবার বলিলেন, "দেখ্‌ছই ত বাছা, মেয়ের জিদ্, উঠেই বস তুমি! এতটা পথ কষ্ট করে' হেঁটেই তো এলে আমাদের সঙ্গে, এখন কি এটুকু যেতে পার্‌তে না? ও কি বল্‌বে তাই এত জেদ্ কর্‌ছে! শুনে উপযুক্ত বোঝো রাখ্‌বে, না হয় রাখ্‌বে না, তার জন্য কি,—উঠে ব'স। আমাদের জন্য তো অনেক কষ্টই—"

আর কথা বাড়িতে না দিয়া অরুণ নিঃশব্দে গাড়ীর সম্মুখে প্রায় গাড়োয়ানের স্থানেই উঠিয়া বসিল। গাড়োয়ান বেচারা গরুর পাশে পাশেই তাহাদের হাঁকাইয়া নিয়া চলিল।

মীরা একটুও বিলম্ব না করিয়া বলিল, "আপনিও আমাদের সঙ্গে করুণাদি'কে বাড়ী ফির্‌তে বল্‌বেন তো?"

অরুণ উত্তর দিল না, গাড়োয়ানের সাহায্যেই সে একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

"আপনি গরু চালাতে পারেন কি না দেখ্‌বার জন্যই আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠিনি। আমার কথার উত্তর দিন, করুণাদি'কে আমরা আন্‌তে পারব তো ?"

"জেঠিমার কথায় আমিও তাকে আন্‌তে গিয়ে ফিরে এসেছি, আপনারা দেখেছেন তো ?"

"সে নিশ্চয়ই আপনিও তার ইচ্ছার ওপর জোর করেন নি বলেই ঘট্‌তে পেরেছে।"

অরুণ আবার চুপ করিয়া রহিল। মীরা এবার ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিল—

"এখনো কি আপনি সেই রকমই কর্‌বেন ? স্পষ্ট কথা বলুন।"

"তার ইচ্ছার ওপোর আমি এখনো জোর কর্‌ব না।"

"আমিও এই আশাই করেছিলাম আপনার কাছ থেকে।"—বলিয়া মীরা ক্রোধে গুম্‌ হইয়া বসিল। সরস্বতী করুণস্বরে বলিলেন, "কেন বাবা, আমাদের এমন করে' দুঃখ দেবে তোমরা ? আমি যে এই জন্যই তোমায় অমন করে' দুঃখ দিয়ে ডেকেছি, তুমিও যদি—"

"এই অজানা পথে আপনাদের বিষম কষ্ট হবে বলেই

আমি এসেছি কাকিমা, করুণার জন্য নয়। আমি জানি সে আস্‌বে না, আমিও তাকে এজন্য বাধ্য কর্‌ব না। তা করলে সে-বারেই নিয়ে যেতাম। আপনিও দয়া করে' আমায় এ অনুরোধ কর্‌বেন না।"

সরস্বতী অরুণের মুখভাবে আর বেশী কিছু বলিতে সাহস না পাইয়া চুপ করিলেন। মীরা বলিল, "বুঝ্‌লাম, আপনাকে সঙ্গে এনে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হ'ল।"

"আমি এইবার নাম্‌তে পারি?" বলার সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ নামিয়া পড়িল এবং "আর বেশী দূর নেই, এই পথে আয়" বলিয়া গাড়ীর অগ্রপথে অগ্রসর হইয়া চলিল। গাড়ী মন্থরগমনে তাহার অনুসরণ করিল।

সামান্য দুই তিনখানা খড়ের ঘর ও সেইরূপ বেড়ায় ঘেরা একখানা মেটে বাড়ী। তাহারই সাম্‌নে গাড়ীখানা থামাইয়া অরুণ বলিল, "নামুন।" সরস্বতী কুণ্ঠায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, মীরা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া নামিয়া পড়িল এবং কাহারো অপেক্ষামাত্র না করিয়া ত্বরিতপদে বাড়ীটার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। সরস্বতীও অগত্যা তাহার অনু-

সরণ করিলেন। অরুণ নিস্তব্ধভাবে বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বারের সম্মুখেই ছোট একখানা চালা, তাহাতে ঢেঁকি পাতা। দুইটি অল্পবয়সী মেয়ে সেই ঢেঁকিতে পাড় দিয়া ধান ভানিতেছে। একটি প্রৌঢ়বয়সী নারী বসিয়া সেই ধান নাড়িয়া চাড়িয়া দিতেছেন, এবং মাঝে মাঝে নিকটস্থ ছোট একটি চুপড়ি হইতেই তুলা লইয়া সেই তুলা পিঁজিয়া পাঁজ তৈরী করিতেছেন। নিকটেই একখানা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া একটি বৃদ্ধা চড়কা কাটিতে কাটিতে সকলের সঙ্গে কথোপকথন চালাইতেছিলেন। সহসা মীরাকে দেখিয়া চারিজনেরই কার্য্য স্থগিত হইয়া গেল।

বর্ষীয়সী নারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া "কে বাছা তুমি?"—বলিয়া মীরার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, মীরা ইতিমধ্যে তীক্ষ্নচক্ষে ঢেঁকি-শালার কোণে সহসা বসিয়া-পড়া মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গিয়াই ডাকিল, "করুদি,—আয়, বেরিয়ে আয়,—উঠে আয়।"

কে উঠিবে বা বাহির হইয়া আসিবে! করুণা সেই খানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া থর থর করিয়া

কাঁপিতেছিল। মীরা তাহার নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিল—ঈষৎ আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "আমার কাছে তোর কিসের লজ্জা ভাই? আমরাই যে এর জন্য দায়ী, ওঠ, মুখ খোল, চল্—মা এসেছেন তোকে নিতে, বাড়ী চল্।"

"মীরা!" করুণার ক্ষীণ স্বর কণ্ঠ হইতে যেন বাহির হইতে চাহিতেছিল না। "কাকিমাও এসেছেন! আমি কি কর্‌ব তবে ভাই? কি করে' মুখ দেখাব তাঁকে?"

"কেন কিসের জন্যে? দাদা আর আমার কীর্ত্তিতেই তো তোর এই দশা। তোর কিসের লজ্জা? ওঠ, ঐ দ্যাখ মা এসেছেন।" করুণা মুখ খুলিয়া একবার সেই দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র, তার পরে আবার মুখ ঢাকিয়া দ্বিগুণ কাঁপিতে লাগিল। সরস্বতীও তখন তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। করুণার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার তখন অনেক কথাই মনে পড়িল। গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যার যা অদৃষ্টে ছিল ঘটেছে, এখন এমন করে' পরের দুয়ারে পড়ে' থেকে তো আর তা উল্টে দিতে পার্‌বে না! বাড়ী চল বাছা, তারপর যার যা কপালে আছে হবে।"

করুণা তবুও উত্তর দেয় না—উঠিতেও পারে না, দেখিয়া

প্রৌঢ়া রমণীটি করুণার নিকটে আগাইয়া গেলেন এবং তাহার মাথায় মুখে হাত দিয়া নিজের মেয়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ্‌ছিস্ কি যমুনা, একটু জল নিয়ে আয়! মেয়ে যে কেমন নৈতিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছিস্ না?"—তার পরে আঁচলের বাতাস দিতে দিতে ডাকিলেন, "করুণা - করুণা, কেন মা তুমি অমন অস্থির হ'লে? তুমি যে সকলকে বিপদে কত সুস্থির কর, তোমার মত ধৈর্য্য তো কারু নয়, তুমি কেন আজ এমন হচ্চ মা!"—তিনি করুণার এলায়িত দেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন এবং অন্য বালিকা ও বৃদ্ধাটি ব্যস্তভাবে করুণার মাথায় বাতাস ও মুখে-চোখে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। একটু পরেই করুণা সামলাইয়া লইয়া প্রৌঢ়া নারীর হাত ধরিল।

"থাক্ মাসীমা, আর না, আমি উঠি!"

"আর একটু সুস্থ হও মা!"

"না - না —" তারপরে চোখ্ বুঁজিয়াই করুণা আর্ত্তকণ্ঠে যেন কাঁদিয়া উঠিল, "মীরা—মীরা—আমার মা কেমন আছেন, আমার জেঠাইমা?"

মীরা উত্তর দিল না কিম্বা দিতেই পারিল না। করুণার

ম্লান পরিপাণ্ডু মুখকান্তি কৃশ শরীর সংকীর্ণ জীর্ণ বসন আর সেই অতি ক্ষীণমূর্ত্তি মীরার চোখে খানিকটা জল আনিয়া গলাটা বুজাইয়া দিয়াছিল।

সরস্বতী উত্তর দিলেন, "ভগবান যেমন রেখেছেন তেমনি আছেন! সনতের চেয়েও তাঁর তোমার জন্য কষ্ট বেশী তা কি তুমি জান না? অরুণ নিতে এল—তবু গেলে না, এই কি তোমার মাকে ভালবাসা? তাই সেও আর বাড়ী গেল না! আমরা তোমাদের জন্যে তাঁর কাছে আর অরুণের কাছে যে লজ্জায় মরি। মীরা তো একদণ্ড থাক্‌তে চায় না, অথচ তাঁকে একেবারে একলা ফেলেও চ'লে আস্‌তে পারি না! আমরা তোমার কি করেছি বাছা, যে, আমাদের এ লজ্জায় ফেল্‌ছ?"

মীরা মায়ের দিকে একবার ভ্রূকুটি করিয়া তাঁহাকে নীরব হইতে সঙ্কেত করিল। তার পরে করুণার ব্যথাবিবর্ণ সূক্ষ্ম দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর ও নিমীলিত চক্ষুর পানে চাহিয়া বলিল, "বাড়ী চল ভাই করুণাদি, আর কষ্ট দিস্‌নে।"

করুণা তেমনি চোখ্ বুজিয়াই মীরার দিকে হাত বাড়াইল। তারপরে তাহাকে নিকটে পাইয়া তাহার কানে

কানেই যেন বলিল, "ভগবান যে আমায় সব রকমেই বাড়ী থেকে দূর করলেন ভাই। দাদামশায়কে দুঃখ দিয়েছিলাম, তাই তিনি তার প্রতিফল দিয়েছেন যে। আমায় যে তিনি বাড়ীতে আর ঢুকতে দেবেন না!"

"কি বলিস্, ও আমরা গ্রাহ্যই করি না। আমার পড়া হচ্ছে না, চল্ বাড়ী চল্ এইবার।"

"দাদাও চলে গেছেন। তিনিও একাণ্ডে থাক্তে পারবেন না বুঝতেই পেরেছিলাম। দাদামশায় আরতো থাক্তে দিবেন না মার কোলে আমাদের।"

"আবারও এই কথা বলছিস্? দাদাও কি তবে তোকে বাড়ী যেতে বারণ করে' এইখানেই থাক্তে বলেছে?"

করুণা মীরার এই ঈষৎ রূঢ় ভাবের কথায় সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তাহার মাসীমা-সম্বোধিতা প্রৌঢ়া নারীই তাহার হইয়া উত্তর দিলেন, "না মা, সনৎতো সে সব কিছুই বলে নি। আমার সঙ্গে এসে করুণা-মাকে আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখে তারা দুই ভাই দেশের কাজে চলে গেছে। আমাদেরই উচিত নয়, মাকে সনতের হাতে ছাড়া অন্য কারু হাতে দিই। করুণার ভাই এসেও সেদিন এই

গরীবের ঘরেই মাকে রেখে গেলেন। তবে মা তোমরাও যে করুণা-মার আপনার লোক তা বুঝ্ছি, মা যদি যেতে চান্ আমাদের যেতে দিতেই হবে, কিন্তু—”

করুণা এক হাতে সহসা তাঁহার পা চাপিয়া ধরিল, “মাসীমা, আমায় তাড়িয়ে দিও না !”

‘মাসীমা’ আস্তেব্যস্তে হাতখানি নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া তাহাতে চুম্বনের ভাবে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করাইয়া বলিলেন, “বালাই, তুমি যদি তোমার এই মাসীমার কোলেই থাক্তে চাও, কে তোমায় আমার কোল্ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে মা ? আমরা তো কাউকে চিনি না, চিনি কেবল তোমায় আর সনৎকে। তোমরা মত না কর্লে কেউ তোমায় আমার ঘর থেকে নিয়ে যেতে পার্বে না।”

মীরা ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ-স্বামিনীর দিকে ফিরিল, “আপনি বলেন কি ? আমাদের মেয়ে, অভিমান করে’ যেতে না চাইলেও জোর করে’ আমরা নিয়ে যাব, আপনারা বাধা দেবার কে ?”

“কেউ নই মা, কিন্তু আমরা সনৎকে মাত্র জানি, সে

করুণাকে আমাদের কাছে রেখে গেছে, সে ফিরে এলে তবে করুণাকে যেতে দিতে পারব।"

"আপনারা এই কুঁড়ে-ঘরে করুণাকে ধান ভানিয়ে, চাল কুটিয়ে, নিজেদের কাজ করিয়ে নেবার সুবিধার জন্য রাখতে ব্যস্ততো হবেনই,—কিন্তু সে কে জানেন ? একজন লক্ষ-পতির উত্তরাধিকারিণী, আপনাদের—"

করুণা সহসা যেন প্রাণ-শক্তি ফিরিয়া পাইল। ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধা দর্পিতা মীরার মুখে হাত চাপা দিয়া তাহার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণকে রোধ করিয়া দিল। তাহার ক্ষীণ কণ্ঠের যতখানি শক্তি ততখানি উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যা কথা, মিথ্যা-এ, আমি তোমাদের আশ্রিতা, তোমাদেরই দয়ার পালিতা,—মীরা ! ফিরে যাও তোমরা, কাকিমা ফিরে যান্, আমি এখান হ'তে কোথাও যাব না,—মার কোলেও না, যাও, তোমরা যাও !" বলিতে বলিতে করুণার শক্তিটুকু ফুরাইয়া গেল। সে আবার সেই খানে বসিয়া পড়িতে, তাহার মাসীমা আবার আসিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

করুণা কাঁদিয়া উঠিয়া আবার তাঁহার পায়ে হাত দিল,

"মাসীমা, আমার অপরাধ নেবে না বল, আমার জন্যে এ অপমান সয়েও আমায় তাড়িয়ে দেবে না বল।" তিনি আবার সাদর সান্ত্বনায় করুণাকে প্রকৃতিস্থ করিতে লাগিলেন।

মীরাকে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সরস্বতী রুক্ষস্বরে কন্যাকে বলিলেন, "এইবার সখ মিট্‌লোত, এখন বাড়ী যাবি, না, আরও কিছু দরকার আছে ?"

"না—চল এইবার" বলিয়া মীরা অগ্রসর হইতেই করুণার মাসীমা উঠিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলেন "মা, তোমার দাদা সনতের মাসীমা আমি, তোমার দাদার নাম করে' বল্‌ছি, মা, একটু জিরিয়ে একটু জল মুখে দিয়ে তবে যাও।"

মীরা এইবার সেই উদারহৃদয়া গ্রাম্য রমণীর সরল মুখের দিকে চাহিল। এখনি সে ইঁহাকে কি-না কটূক্তি করিয়াছে, —তাঁহারই এই উচ্চ ব্যবহার! মীরা আর বেশী কথা না কহিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দেন্‌ কি খেতে দেবেন, আমাদের এই গাড়ীতেই যেতে হবে কিন্তু।"

"ট্রেনতো সেই রাত্রে, এখনো অনেক সময় আছে মা।"

"রাস্তাও যে অনেক!"

"তাহোক একটু বস মা। যমুনা, মাকে ঘরে নিয়ে যা।"

গৃহকর্ত্রী গিয়া সরস্বতীর হাত ধরিলেন, "দিদি, গৃহস্থ আমি, ছেলে-মেয়ের মা। যে জন্মেই হোক এ কুঁড়েয় যখন পা দিয়েছ সেই পা দুটি ধুয়ে, সেখানে একটু আসন পরিগ্রহ কর একবার, এর বেশী কিছু বল্‌বার আমার সাধ্য নেই।"

সরস্বতী দেখিলেন, মীরা যমুনার সঙ্গে সেই চালের ঘরের মধ্যের একখানায় ঢুকিয়া পড়িল। অগত্যা অপ্রসন্নমুখে তিনিও যমুনার মার হাত হইতে জলের ঘটি লইয়া পা ধুইয়া উঠানেরই এক দিকে একখানা পীঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন বৃষ্টি ছাড়িয়া গিয়াছিল। করুণা এক-ভাবে সেই ঢেঁকীর ঘরেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মীরা ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "চল মা।"

কন্যার উৎফুল্ল সহাস্য মুখের দিকে চাহিয়া মা বুঝিলেন কন্যা জলযোগটি বেশ ভালরূপেই সারিয়াছে। অসন্তুষ্ট স্বরে বলিলেন, "নিজে তো খেলি, বাইরে যে ছেলেটি গাড়ী ঠেলে ঠেলে হায়রাণ হয়ে পড়ে আছে তার কথা একবার মুখেও আন্‌লিনে?"

মীরা হাসিয়া বলিল, "আমি তার কি করব! মাসীমার যে মিষ্টি দুধ চিড়ে আর পাকা মর্ত্তমান কলা! ছড়া কতক এতক্ষণ গাড়ীতেও উঠেছে, গাড়োয়ানটিও বোধ হয় ফাঁক্ যায়নি।"

যমুনা বিনীত মুখে জানাইল "অরুণদাদারও হাত-মুখ ধোয়া, জল খাওয়া শেষ হইয়াছে।"

বৃদ্ধা বর্ষীয়সী সরস্বতীকে বলিলেন, "মা, আমি তোমাদের মায়ের বয়সি—"

সরস্বতী তাঁহাকে আর বেশী বলিতে না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "এই জল বৃষ্টির সময় যেতে চাস্তো আর দেরী করিস্ না মীরা।"

মীরা যমুনার মাতা ও দিদিমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আপনারা ভাব্বেন না, রাস্তায় দু'-একটা পুকুর আছে দেখেছি আপনাদের এদিকের জল ভাল, মাকে পথে ফল জল খাইয়ে নেব। আর দেরী করা চলবে না।" তারপরে যমুনার দিকে চাহিয়া চোখের দৃষ্টিতে বিদায় লইয়া মীরা করুণার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "এইবার তো চল্লাম, তোর দাদার সঙ্গেও দেখা করলি না?"

করুণা নিঃশব্দেই রহিল।

"আচ্ছা থাক, তোর কাউকেই দেখে কাজ নেই, দাদা ফিরে আসুক, তারপর দেখ্‌ব তোর কত জেদ্‌, তখন তো বাড়ী যেতে হবে।"

করুণা এই বার দুইহাতে মুখ ঢাকিল।

মীরা ঈষৎ ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "চল্লাম মাসীমা, দাদারা ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে আবার আস্‌ব দুধ-চিড়ে খেতে! যমুনাকে নিয়ে আপনাদেরও তখন যেতে হবে একবার আমার জেঠিমার বাড়ী, এই আমি বলে রাখ্‌লাম।"

"এসো মা 'শুভসূচনী'—সেইদিনই শীঘ্র আসুক—ভগবান করুন।"

সরস্বতী তাঁহার এই বিচিত্রচরিত্রা মেয়ের দিকে একটু অবাক হইয়াই চাহিতে চাহিতে চলিলেন। যাহাদের সঙ্গে এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে কুবাক্য প্রয়োগ করিয়া কলহ করিতেছিল, তাহাদেরই নিকট হইতে যেন কতদিনের আত্মীয়ের মত ভাবে বিদায় লইতেছে, করুণাকে লইয়া যাইতে না পারার জন্য কোন ক্ষোভ, কোন লজ্জাই, যেন তাহার মনে নাই।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া মীরা দেখিল, করুণা দ্বারের নিকটে আসিয়া ঈষৎ অন্তরাল হইতে তাহাদের লুকাইয়া দেখিতেছে। মীরা সঝঙ্কারে বলিয়া উঠিল, "যাও—যাও, তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, খুব্ হয়েছে।" অমনি করুণার সঙ্কুচিত দেহ দ্বিগুণ সঙ্কুচিত হইয়া অদৃশ্য হইল। মীরা তখন আবার গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার নিকটে গিয়া তাহার স্কন্ধে হাত দিল। করুণা অশমিত ক্রন্দনে ফুলিতে ফুলিতে অর্দ্ধ-রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মাকে বলো—"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মাকে বল্‌বো তাঁর ছেলে বৌ এক সঙ্গে বাড়ী যাবে, বৌর একা আসা ভাল দেখায় না।" করুণা আবার আড়ষ্ট হইয়া নীরব রহিল।

"তোর দাদাকে প্রণাম কর, মাকে প্রণাম কর" বলিয়া মীরা করুণাকে এক প্রকার টানিয়া আনিয়াই তাঁহাদের প্রণাম করাইল। তার পরে ঈষৎ ম্লান হাসি মুখে গাড়ীতে উঠিয়া মায়ের পাশে বসিল।

গাড়োয়ান গাড়ী চালাইয়া চলিল, অরুণ যথাপূর্ব্বং পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

২০

পথে মীরা অরুণকে বলিল, "আমাকে কল্‌কাতায় মামার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে আপনি মাকে জেঠিমার কাছে নিয়ে যাবেন।"

অরুণ সরস্বতীর মুখের পানে চাহিল।

সরস্বতী রুষ্টস্বরে বলিলেন, "ওর যা ইচ্ছা করুক, আমায় দিদির কাছে দিয়ে এস বাছা, আমি আর কোথাও যাব না।"

অরুণ নম্রস্বরে বলিল, "আমি আপনাদের কল্‌কাতা পর্য্যন্ত পৌঁছে দেব, তারপর নন্তবাবু আপনাকে বাড়ী নিয়ে যাবেন, তাঁর সঙ্গে আমার এই বন্দোবস্ত আছে।"

সরস্বতী কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিলেন, "তুমিও বাড়ী যাবে না, মীরাও জেদ্ ধর্‌লো, করুণা সনৎ তো নির্ব্বাসনেই রইলো, সকলে মিলে বুড়ো বয়সে দিদিকে কি পাগল করেই তুলবে তোমরা? এতগুলো ছেলে-মেয়েকে মানুষ করে' কি তাঁর এই সময়ে এই অবস্থায় কাটাতে হবে? তোমরা একবার কেউ তাঁর কথা ভাব্‌ছ না।"

মীরা সবেগে তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি চুপ করতো মা, তাঁর কথা তোমারও ভাবতে হবে না। পাগল যদি কেউ করে, তা তুমিই তাঁকে কর্‌বে—যদি সকল সময় এমনি করে' বক্‌তে থাক। তাঁর কাছে থাক যদি, তাঁরই মতন চুপটি করে' থাক্‌তে শিখো ত!"

"তোর আর আমাদের ভাবনা ভেবে কাজ নেই"—বলিয়া সরস্বতী মেয়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

মীরা অরুণের পানে চাহিয়া বলিল, "আপনার তো আমাদের কাছ থেকে এরকম ঢের পাওনাই সওয়া অভ্যাস আছে, এটুকুতে বোধ হয়—"

অরুণ মীরার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু আপনিও কেন আপনার জেঠিমাকে এমন করে' কষ্ট দিতে ইচ্ছে

করছেন? আপনি বোধ হয় তাঁর সব অভাব পূরণ করতে পারতেন।"

প্রগলভা বাক্‌পটু বালিকা এইবার একটু নীরব হইয়া গেল। খানিক পরে—তখনো তার কণ্ঠের অশ্রুজড়তা যায় নাই—বলিল, "আপনি বোধ হয় সব জানেন না অরুণবাবু, আমরা তো চিরকাল তাঁকে আর দাদুকে এই রকম দুঃখ দিয়েই আস্‌ছি, আমাদের পক্ষে এ নতুন নয়।"

"আগের কথা যেতে দেন, এখন যে তিনি সম্পূর্ণ একা; দাদাম'শায় আর সনৎ চলে যাওয়া থেকে আপনারাই তাঁকে আপন জনের অভাব জান্‌তে দেন্‌নি।"

"সেটা যে কেবল তাঁরই দরকারের জন্য এ কথা কে বল্‌তে পারে অরুণবাবু? আমরা হয়ত নিজেদের স্বার্থেই সেই থেকে তাঁর কাছে কাছে আছি। আমাদেরই বা দ্বিতীয় স্থান কোথায়?"

অরুণ মাথা হেঁট করিল, মীরার তীক্ষ্ণ বাক্যের আর কোন উত্তর দিল না। ক্ষণপরে আবার মীরাই কথা কহিল, "মনে করবেন না অরুণবাবু, যে আপনাকে দুঃখ দেবার জন্যই আমি এ কথা বল্‌ছি। নিজের মনের সঙ্গে অ...ার

এই দ্বন্দ্বই চলে। আমি এও জানি যে, আমার জেঠিমা আমায় কতখানি ভালবাসেন, আমি কাছে থাকলে তিনি সত্যই কতখানি আনন্দে থাকেন—তবু—"

"তবু কেন আপনি তাঁকে ত্যাগ করছেন?"

"আপনারা কেন আপনাদের সব ত্যাগ করেছেন অরুণবাবু?—এই মনের দ্বন্দ্বেই তো আমাদের সম্বলের মধ্যে যে জেঠিমার স্নেহ, তাও ত্যাগ করা দরকার মনে হল!"

সরস্বতী এতক্ষণ নীরবে মেয়ের বাদানুবাদগুলি শুনিতেছিলেন। এইবার সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু কিসের জোরে ত্যাগ করবে শুনি বাপু? থাকবে কোথায়? মামার বাড়ী, মামার বাড়ী করছ, মামার নিজের মেয়ে যে সেই তো বোর্ডিংয়ে গেছে বাপ-মায়ের আদরের দাপটে; সে তবু বিশ টাকা করে স্কলারশিপ পায়—অনেক সাহায্য আশ্রয় আছে তার, বোর্ডিং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও তাকে মেয়ের মত ভালবাসে, সে এক রকমে নিজের কাজ করে' নেবে। তুমি মামার বাড়ীতে কি ভাত রাঁধবে, না বাসন মাজবে? পড়তে-শুনতে পাবে সে আশা মনেও স্থান দিও না।"

মীরা শান্তভাবে মায়ের পানে চহিয়া বলিল, "তাই-ই যদি করি তাতেই-বা দোষ কি মা? করুণা পরের বাড়ী ধান ভান্‌তে পার্‌ছে, আর আমি মামার বাড়ীর বাসন মাজ্‌তে পার্‌ব না? অরুণবাবু কি কর্‌ছেন? কি করে' নিজের পড়াশুনার ব্যবস্থা করছেন তাও কি দেখ্‌ছ না?"

"অরুণ বেটা ছেলে,সে যা পার্‌ছে তুই কি তাই পার্‌বি?"

"চেষ্টা করে' দেখা তো উচিত, নিতান্ত না হয় মামার বাড়ী তো আছেই।"

অরুণ মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি কি পড়াশোনা কর্‌বার জন্যই চলে আস্‌ছেন তা হলে?"

"যার জন্য আমরা দাদুকে ব্যথা দিয়েছি, তাঁদের পর করেছি, সেই জিনিষটাকে কি এক কথায় জীবন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারা যায়, অরুণবাবু?"

"না, কিন্তু তাও তো এমন করে' না গিয়ে, জেঠিমা আর ইলা দেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে', জেঠিমার মত নিয়ে, স্বচ্ছন্দে ইলাদেবীর সঙ্গেই বোর্ডিংয়ে থাকতে প্যর্‌তেন।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চান সুখ সুবিধা থাকতে কেন আমি তা নিচ্ছি না? একবার জেঠিমাকে বল্লেই তিনি

আমায় নিশ্চয় ইলা-দিদির কাছে পড়্‌তে পাঠাবেন। কিন্তু আপনার মনে আছেতো অরুণবাবু, দাদার জন্তে টাকা খরচ করতে আপনাকে দাদুর দেবত্র সম্পত্তি থেকে ধার নিতে হচ্চিল? দাদার সঙ্গে আমাকেও তো তিনি ত্যাগ করেছেন, আমিই বা কেন তাঁর দান-করা জিনিষের প্রার্থী হব?"

"কিন্তু আপনার জেঠিমার স্নেহ—আপনিতো জানেন জেঠিমারই সব; কেন, আপনি তাঁর স্নেহের—"

"এইটুকু—মাত্র এইটুকু আমার ত্যাগ করবার আছে অরুণবাবু। আপনাদের বিষয় সম্পত্তির অধিকার আপনারা ত্যাগ করে' মহত্ব দেখাতে পারলেন, আমারতো তা নেই, আমার আছে মাত্র—জেঠিমার ওপোর ঐ দাবীটুকু। আমিও এইটুকুই ত্যাগ করবার তপস্যা কর্‌ব, আপনাদের মত—করুণার মত।"

অরুণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে যেন ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "কিন্তু এ যে আপনি কি বরণ করে' নিচ্ছেন তাকি বুঝতে পারছেন? করুণা যার মধ্যে আছে তাতে দুঃখের এমনতো কিছুই নেই। সে তো অতি সরল সুন্দর সুখের মধ্যেই রইলো। বাকি আমার কথা? জানেন আপনি,

দাদামশায় আমার পা দিয়ে দাঁড়াবার জমি তৈরী করে' দিয়ে গেছেন, আমার নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা করা আমার পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত হয়নি। আপনি যাকে ত্যাগ বা মহত্ত্ব বলছেন তার এ ক্ষেত্রে কিছুমাত্র দাম নেই জান্বেন! মাত্র এক জেঠিমাকে একটু দুঃখ দেওয়া ছাড়া তার আর কোন মূল্যই নেই। কিন্তু আপনি যা সঙ্কল্প করছেন তাতে যে কতখানি দুঃখ, কতটা লজ্জা ও অগৌরব আপনাকে মাথায় করতে হবে তা বোধ হয় আপনার ধারণাতেই নেই!"—

মীরা মৃদু হাসিয়া বলিল, "আছে অরুণবাবু, আমি এত ছেলেমানুষ নই! তবুও আমি তাই-ই দেখ্ব। অবশ্য ইলা-দি'র খানিক সাহায্য নিতেই হবে—বাকিটা আমার কতটুকু সাধ্য আমার দেখতেই হবে।"

অরুণ মীরার পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা আমরা আপনাকে দেব না। আপনি নিজে অভিমানে দেখতে না পান, আমাদের সেই জীবন্ত দেবতা ৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের আপনি কে তা আমার জানা আছে। আমাদের মায়ের চেয়েও বড় জেঠিমার আপনি সন্তানের চেয়েও বেশী; আমায় দাদামশায় আপনাদের অভিভাবক

করে' রেখে গেছেন, তা জানেন? আপনি ইলাদেবীর কাছে থেকে পড়ুন, কিন্তু যথেচ্ছা করতে পারেন না।"

মীরা মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা হ'লেই বুঝুন দাদামশায়ের সম্পত্তি সম্বন্ধে আপনার কি রকম ধারণা! জেঠিমা কক্‌খোনো তাঁর দেবত্র সম্পত্তি হতে এরকম বাজে খরচ হতে দিতে চাইবেন না; তিনি যার দাদাকে জেল মুক্ত করবার খরচই দেবার অধিকার নেই বলেছিলেন—এতো দাদামশায়ের সম্পূর্ণ অমতের ব্যাপার। আপনি এ ক্ষেত্রেও নিজে দায়িত্ব নিয়ে আমার এ ব্যবস্থা করবেন নিশ্চয়—কেন না জানেন যে, ভবিষ্যতে আপনিই ও-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।"

অরুণের মুখের উপর প্রভাত অরুণের রক্ত আভা যেন ছাইয়া পড়িল। সে ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমি আপনার কাছে শপথ কচ্চি, আপনার দাদামশায়ের সম্পত্তি না ছুঁয়ে মাত্র নিজের সামর্থ্যে আমি—"

"আমাকে পড়ার সাহায্য করবেন? কিন্তু কিসের জন্য? কেন আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্চেন বলুন তো?"

"বলেছি সে-কথা আপনাকে। আপনি ৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের নাত নি, যিনি আমার জীবন্ত ভগবান।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ সেটাও মনে রাখবেন! আমার প্রাপ্য অধিকার আপনি পেয়েছেন। আপনার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ, হিংসা-দ্বেষের সম্বন্ধ, বৈরতার সম্বন্ধ। আমি আপনার কাছ থেকে এ অনুগ্রহ কি নিতে পারি? অন্যত্র ভিক্ষাও করতে পারি—কিন্তু আপনার এ দয়া নেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্যই জানবেন।"

অরুণের আঁরক্ত মুখ দেখিতে দেখিতে একেবারে ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, সে অধোমুখে নিঃশব্দে রহিল। মীরা বিজয়গর্ব্বে একবার অরুণের সেই আনত মুখের পানে চাহিয়া পথের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। তাহার অধরে যে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিল সেটুকুতে রক্তের আভা বেশী ছিল না, সেটুকু যেন রুগ্নের অধরের মলিন হাসি মাত্র। সরস্বতী মীরা ও অরুণের এই বাক্‌দ্বন্দ্বের মধ্যে আগাগোড়া কাঠের মতই বসিয়া ছিলেন, এখনো একভাবেই কন্যার প্রতি অপলক নেত্রে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

২১

দুই বৎসর অতীত হইয়াছে।—হেমন্তের প্রথম মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য বাড়ী মাসব্যাপী কার্ত্তিকী "নিয়ম সেবার" উৎসব শেষ হইয়াছে, এখন অগ্রহায়ণের নবান্ন ভোজনের আশায় গ্রামবাসী উৎসাহিত। ৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের রাঢ়ের ব্রহ্মোত্তর জমী হইতে ভূরি ভূরি ধান্য গাড়ী করিয়া ভট্টাচার্য্য বাড়ী যাইতে দেখিয়া তাহারা সানন্দে গাড়ীগুলি গণনা করিতেছিল। সকলেরই জানা আছে যে, ইহার অধিকাংশই চাউল ও চিপিটক আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের গৃহে গৃহে বিতরিত হইবে।

সূর্য্যাস্ত অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, প্রায় সন্ধ্যা। খান কয়েক গাড়ী গিয়া ভট্টাচার্য্যের গোলাবাড়ীর দুয়ারে লাগিল। পুরাতন ভৃত্য হারু বাহিরে আসিয়া গাড়োয়ানদের সহিত একটু বকাবকি জুড়িয়া দিল।—"বেলা একেবারে শেষ করে' এলি ব্যাটারা? এই ভর্ সন্ধ্যেয় কি লোকে ধান তোলে?"

একজন গাড়োয়ান অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিল, "আরে কইলে কি মশাই? ঘরে ধান তোল্‌বা তা রাতই বা কি সাঁজই বা কি? পথ কতখানি তাতো জানো না? দিন-রাত সমান আসছি, তবু রাঁত হয়নি এই ঢের। নেন্, আটচালার দুয়োরটা খোলো, এখন পাটায় পাটায় এমনি থাক, সকালে মেপেজুপে দেব।"

আটচালার দ্বার খুলিতে খুলিতে হারু তাহার তিরস্কারকে মুলতুবি রাখিল না।—"আর দিন-কতক পরে নবান্ন হয়ে গেলে ধান দিয়ে যেতে পারলিনে? কবেই বা চাউল চিঁড়ে তৈরী হবে? আর কি দিন আছে? কেউ তো বল্‌বার দেখ-বার নেই, যা খুসি করে' যাচ্ছিস্।"

"বল্‌বার দেখবার নেই সে তো আমাদেরই মন্দ বরাত রে ভাই। যতদিন আমাদের জগদ্ধাত্রী মাঠাকরুণ আছেন

ততদিন ; তারপর যে আমাদের কি হবে, কার তাঁবেদারীতে আমরা পড়ব, তাই ভেবেই প্রাণ শুকোয়। নবান্নর ধান কত নিবিরে ভাই ? মোড়লরা তো একগাড়ী ধান আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।" ধানের বস্তা তুলিতে তুলিতে একজন কৃষক হারুকে মিষ্টমুখে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল।

হারু জবাব দিল, "হুঁ! তাতে কি এ-বাড়ীর খরচ পোষায় ?"

"হাঁ ভাই, এবারে কি দাদাঠাকুর দিদিঠাকরুণরা আসবেন তাই এত ঘটা ? তানাদের—"

বাধা দিয়া আর একজন কৃষক উত্তর দিল, "মেসো, তুমি নতুন মানুষ জান না—প্রিতিবারই এ বাড়ীতে নবান্নের দিন সারাখানি গাঁ ভোজ খায়, অথিত পথিত ভিখিরি কাঙালী কেউ বাদ যায় না।"

প্রথম কৃষকের কি যেন মনে পড়িল, চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের সঙ্গে যে লোকটা মাঠ হতে একত্তরে আস্‌ছিলো সে গেল কোথায় ? এই বাড়ী অতিথ হবে বল্লে যে !"

"কে জানে কোন্‌দিকে গেল, আপনিই এখন নিজের উপায় দেখ্‌বে, তুই আপন চর্‌খায় তেল দে।"

সরস্বতী প্রদীপ ও ধূপাধার হস্তে গোলাবাড়ীতে সন্ধ্যা দিতে আসিলেন। হারুকে বলিলেন, "নে, এখন বকুনি রাখতো বাপু, দিদি ঠাকুরঘরে যেতে পার্‌ছেন না, গাড়োয়ানদের জলখাবার সিধে-পত্তর সব বার করে' নিয়ে আয়, ওদেরও জলটল দে।"

ছোট কর্ত্রীকে সম্মুখে দেখিয়া গাড়োয়ানরা শশব্যস্তে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং তাঁহার সম্মুখে যোড়হস্তে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইল।

সরস্বতী বলিলেন, "তোমাদের সঙ্গে অতিথ কে এসেছে? সে আবার কি খাবে—নিজে রেঁধে খাবে, না ঘরে খাবে?—হারু তার কি চাই ছাখ্।"

পূর্ব্বোক্ত কৃষক আস্তেব্যস্তে অতিথকে খুঁজিতে বাহির হইল, সরস্বতী সে অঙ্গন পার হইয়া বসতবাটীর প্রাঙ্গণে পা দিয়া দেখিলেন, তাঁহাদের স্বর্গগত শ্বশুরের গৃহের দ্বারে কে একজন নতভাবে যেন প্রণাম করিতেছে। অন্ধকারে ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেরে ওখানে?"

প্রণত ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল। হস্তের প্রদীপালোকে সরস্বতী দেখিলেন, মলিন বসনে সর্ব্বাঙ্গ তাহার আবরিত;

লম্বা লম্বা চুল মুখের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চুলের বোঝায় মাথাটিও প্রকাণ্ড দেখাইতেছে, কৃশ অথচ সতেজ দীর্ঘ মূর্ত্তি। সরস্বতীর চকিতে কি যেন মনে পড়িল, বলিলেন, "তুই অতিথ নাকিরে বাপু? তা এদিকে এখানে কেন—বার-বাড়ী যা।"

অতিথ তথাপি ধীরে ধীরে তাঁহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সরস্বতী তাহাকে একটা পাগল বলিয়া ভাবিলেন।

"দিদি!" বলিয়া ডাকিয়া পিছাইতেই অরুন্ধতীর সঙ্গে তাঁহার অঙ্গ-সংঘর্ষ হইল। দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার দিদি দুই হস্ত সেই পাগলটির দিকেই প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, আর সেই ঝাঁকড়া-চুলো মাথাটা একেবারে তাঁহার বুকের মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অরুন্ধতীর মুখে শব্দমাত্র নাই—পাগলটা পাগলের মতই ডাকিতেছে, "মা—আমার মা!"

"সনৎ—সনৎ—সন্তু!" ডাকিতে ডাকিতে সরস্বতী উঠানের মধ্যেই বসিয়া পড়িলেন, অপ্রত্যাশিত আনন্দে তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। সনৎও তাহার সেই চুলের বোঝা-ভরা মাথাটা মায়ের বুকের উপর

হইতে তুলিয়া বলিল, "কাকিমা, আপনি আমার মাকে ফেলে যান্ নি? মার কাছেই আছেন? আমারও তাই মনে হ'ত যে, বোন্‌টি আর আপনি কখনই মাকে একলা রাখেন নি। আমার বোন্‌টি কৈ কাকিমা? ভাল আছে তো?" বলিতে বলিতে মাতার আলিঙ্গন হইতে যেন অনিচ্ছায় মুক্ত হইয়া সনৎ প্রথমে মায়ের পদধূলি মাথায় দিল, পরে কাকিমার পায়ের গোড়ায় মাথা নামাইতেই সরস্বতী দুই হাতে তাহার মাথাটা ধরিয়া সরোদনে বলিলেন, "আমারই বা আর কে আছে সনৎ, দিদি ছাড়া আর কার কাছে থাক্‌ব?"

রুদ্ধশ্বাসে সনৎ উত্তর দিল "সেকি ছোটমা? বোনটি আমার? মীরা? কোথায় সে?"

অরুন্ধতী সনতের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সে মামার বাড়ী সনৎ—পড়্‌ছে সে। চল ঘরে চল।"

"তবে কেন ছোটমা ওকথা বল্‌ছেন? সত্যি বল মা, আমার বোনটিতো ভাল আছে?"

"বালাই ষাট্। ছোট বৌ কি যে তোর কথা কবার ধাঁজ! তোমার ছোটমার অমতেই মীরা পড়্‌তে গেছে

বলে' তিনি ওকথা বল্‌ছেন সনৎ। চল, স্নান করবে চল।"

সুস্থতার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনৎ বলিল, ঠাকুর-দাদার ঘরে আলো জ্বলছে; তিনি থাকতে যেমন ধূনোর গন্ধ বেরুত তেমনি গন্ধ বেরুচ্চে। কে আছে মা ঘরে?"

"কেউ না, তাঁর খড়ম, তাঁর পূজার জিনিষপত্র বিছানা —এই সব।"

সরস্বতী আবার কথা কহিলেন, "এক বৎসর পরেই তো তোর আসার কথা সনৎ, কেন এত দেরী হল?—একবার ঐ কাণ্ড করেও কি তোর সাধ মেটেনি? জেলের মধ্যেও আবার কি করেছিলি?"

মুখের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া চুলগুলা পশ্চাতে সরাইয়া সনৎ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাইরেও যা, ভেতরেও তাই ছোটমা, ঐ ঘরেই আমার চিরদিনের জন্য আড্ডা পাততে হবে বোধ হয়। তোমাদের জন্য এদানি বড্ড মন কেমন করত, মার জন্য বড্ড প্রাণ অস্থির হত, তাই একটা মাস চুপ-চাপ করে' ভেড়ার মত পড়ে' ছিলাম। তোমাদের একবার না দেখে আর চলছিলুই না।"

"এই তোর আমাদের জন্যে প্রাণ কেমন করা? আবারও তুই কার না কার জন্যে হাঙ্গামা বাধিয়ে কয়েদের মেয়াদ বাড়িয়ে ফেলেছিলি, কোন দূর-দূরান্তরের জেলে তোকে ঠেলেছিল। বাবা গেলেন, তাঁর সোনার সংসার ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, আর তুই এমনি করেই আমাদের কথা ভাবছিলি!"

"কি করব কাকিমা, মানুষ ত আমি? সেক্ষেত্রে যারা পড়েছে তারাই আমার মত কাজ করতে বাধ্য হয়েছে, আমি বেশী কিছুতো করিনি। তোমরাও যদি দেখতে তোমরাও তাই করতে।"

"কেন, তোর বন্ধু প্রমথ? সেতো এক বছর পরেই খালাস্ হয়ে ফিরেছে শুনেছি ইলার কাছে—"

বাধা দিয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "চল সন্টু, স্নান করবি, ঠাকুর প্রণাম করবি—"

"চল, আগে দাদুর ঘরে যাব মা, মনে হচ্চে, যেন দাদু ঐ ঘরেই আছেন।"

"কে কথা কচ্চে বড়মা? এ কার গলা শুনচি?" বলিতে বলিতে হারু ভিতরে প্রবেশ করিল, তার পরে

উন্মাদের মত বলিল, "আমাদের হারা মাণিক কি ফিরে এলো!"

"দাদামণি রে—" বলিতে বলিতে ভৃত্য হারাধন ছুটিয়া আসিয়া সনৎকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই ছাড়িয়া দিয়া আবার সঙ্কিতভাবে মুখের পানে চাহিল। এ যেন সে সনৎ নয়। সেই গৃহের আনন্দের ধন কিশোর বালকের স্বভাব যেন এই দুই বৎসরে একজন প্রৌঢ় যুবকে পরিণত হইয়াছে। চোখে-মুখে কি একটা তীব্রতা, ঝুলিয়া-পড়া চুলের আড়ালে চোখ দুটা যেন তারার মতই ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দেহ ক্ষীণ, কিন্তু অনেকখানি লম্বা! এই কি তার সেই দাদামণি?

হারুর সঙ্কোচ দেখিয়া এইবার সনৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ভয় পেলি নাকি হারুদা?"

সেই পুরাতন সনতের হাসিই বটে! এইবার সাহস পাইয়া হারু গদ-গদ স্বরে বলিল, "ফিরে এলে দাদামণি? একি সত্যি? 'পিত্যয়' যে হচ্চে না দাদা!"

"কেন 'পিত্যয়' হবে না, আমি কি মরে' গিয়েছিলাম? ভূত মনে কচ্চিস্ নাকি? আয় তবে, তোর ঘাড় ভাঙ্গি

হারুদা!”—বলিয়া সনৎ হারাধনের স্কন্ধ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল।

সুখের সুখী দুঃখের দুখী ভৃত্য সরোদনে বলিয়া উঠিল, “এইবার ‘পিত্যয়’ হয়েছে দাদা! ছোটমা গো, শীগ্‌গির উঠে জোগাড় কর—আমি যে কত মেনে রেখেছি। পাড়ার ছেলেমেয়ে সব ডেকে আনি—‘দাড়া সুবচুনি’ দাও, ‘হরিল্লোট’ দাও, পান গুয়ো বাতাসা মণ্ডা কিনে আনি।”

তাহার পীঠে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে সনৎ হসিয়া বলিল, “আজ নয় হারুদা—কাল, সব কাল!”

“আমার যে কত দেব-দেবীর মানসিক আছে! গাঁয়ের ঠাকুরদের যোড়া ঢাক বাজিয়ে পূজো দিতে হবে। এবার নবান্নের আগে ‘সত্যিনারাণ’ করতে হবে ধূম করে’।—এখনি আমরা বলাবলি কর্‌ছিলাম। ভাল করে’ গাড়োয়ান-গুলোকে খাইয়ে দেব’ আমি! ওদেরই পেছন্ পেছন্ এসেছ তুমি এবাড়ীতে অতিথ্ হব বলে’—নয় দাদা? আহা, একজন নতুন কেষাণ এখনি বল্‌ছিল, দাদাঠাকুর দিদিঠাক্‌রুণরা সব এসেছেন নাকি? তার মুখে ফুল-চন্দন

পড়ুক। এস দাদা, স্নান করবা। আমি ওদের বলেই আসি এ শুবো খবর।"

বৃদ্ধ হারু যেন নব যৌবন পাইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। তাহার উচ্ছ্বাস দেখিয়া হাসিতে হাসিতে সনৎ বলিল, "অরুণ-দা কই মা? তাকে—"

পুত্রের উন্মুখ মুখের পানে চাহিয়া অরুন্ধতী আবার বলিলেন, "অরুণ এখানে থাকে না, ন্যায়-শাস্ত্রে উপাধি পেয়েছে সে, আরও পড়ছে, কলকাতায় আছে।"

"তোমার কাছে না থেকে অরুণদাদা উপাধির জন্য ব্যস্ত হয়েছে, কি হবে সে উপাধিতে? আর করুণা—তাকে তোমরা আমার খবর পাবার পর বাড়ী এনেছ তো?"

অরুন্ধতি উত্তর দিলেন না। সরস্বতী বলিলেন, "আগে এই বেশ ছাড় বাছা, শুন্‌বি সব পরে, আগে কিছু খা।"

উদ্বিগ্ন হাস্যে সনৎ বলিল, "ছোটমা, আমার কি আজ ক্ষিধে-তেষ্টা আছে? তোমাদের কোলে এসেছি, বাড়ী এসেছি, কিন্তু আমার দাদু নেই, ভাই-বোন্‌দেরও দেখ্‌তে পাচ্চি না, এতে কি আমার মন খেতে বস্‌তে পার্‌বে?

আর এ বেশ. এ দেখতে কষ্ট বোধ করছ কেন? এই বন্দীর বেশই তো আমাদের নিজস্ব পোষাক, আমরা তো জেলখানারই কয়েদী!" তখনি অন্য কথা উল্টাইয়া সনৎ বলিল, "আগে আমার বোনটির কথা বল কাকিমা। মা ব'স এইখানে, আগে সব শুনি। করুণাকে ডাক।"— বলিয়া সনৎ মাতার কণ্ঠ দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিতেই মাতা নির্ব্বাকভাবে বসিয়া পড়িলেন। সনৎও তাঁহার ক্রোড়ের নিকটে বসিল।

সরস্বতী ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, "আগে নেয়ে-খেয়ে নে একটু সন্টু! দিদি, তুমিও বস্‌লে যে?"

"না না ব'স তোমরা, বল আগে আমায়—আমার ভাই-বোনরা কই?"

সরস্বতী তবুও কথা কহিতে পারেন না।

সনৎ মাতার মুখের পানে আবার চাহিতেই অরুন্ধতী এইবার মুখ তুলিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "করুণা সেখান হ'তে আর আসেনি। মীরা ছোটবৌ অরুণ এরা তাকে আনতে গিয়ে ফিরে এসেছে। প্রমথ জেল হ'তে ফিরে এসে তাকে দিয়ে যেতে চাইলেও সে আসেনি।"

"কেন, তুমি ডেকেছ তবুও করুণা আসেনি? সেই তিনকড়ি ভট্চায্যের ছেলের ভয় তার কি এখনো যায় নি?"

সনতের ঈষৎ হাসিভরা মুখের দিকে চাহিয়া অরুন্ধতীকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া সরস্বতী ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "করুণা কি সেই ভয়ে বাড়ী থেকে পালিয়েছে নাকি? সে তেমন মেয়েই নয়, তাকে কেটে ফেল্লেও সে উচ্চবাচ্য কর্‌তো না। তোমাদের ইচ্ছেতেই সে বাড়ীছাড়া হয়েছে। এ কাণ্ডটি করেছ তুমি, আর তোমার দস্যি বোন্‌টি! তাই তিনিও দাসীপনা করে' নিজের পড়ার উপায় কর্‌ছেন। মামার বাড়ীর বাঁদীপনা আর ক'টা পরের মেয়ে পড়িয়ে পরের খোসামোদ করে' একটা পাশ দিয়েছেন, আর একটা পড়্‌ছেন। সে 'হাড়ির হাল' আমার চোখে বরদাস্ত হয় না, তাই দিদির কাছে তবু দু'দণ্ডও ভুলে আছি। যতদিন দিদি আছেন ততদিন তো থাকি, তার পর ওরা যা করছে আমিও তাই করব! আর তোমার করুণারও— তুমি তাকে যেখানে যেভাবে রেখে এসেছ সেইখানে তেমনি-ভাবেই সে থাক্‌বে তুমি বাড়ী না আসা পর্য্যন্ত, এই তো তোমার বোনের মুখে করুণার কথা শুন্‌লাম! তিনিও

ধান ভান্‌ছেন, চরকা কাট্‌ছেন! সেই-ই তাঁদের নাকি পরম সুখ।”

সরস্বতী এক নিশ্বাসে যতটা পারেন বলিয়া ফেলিয়া দম লইলেন। সনৎও এতক্ষণ মীরার সংবাদের সঙ্গে কাকিমার আত্মকথা শুনিতে শুনিতে অবাক্ হইয়া কাকিমার মুখের পানে চাহিয়া ছিল, এখন করুণার কথা শুনিয়া দৃষ্টি অবনত করিল এবং তাহার শীর্ণ পাংশু মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। মায়ের পানে চাহিয়া অস্ফুট কণ্ঠে সনৎ বলিল, “তোমার ডাকেও সে আসেনি—একি সত্যি মা?”

অরুন্ধতী এইবারে পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, “আরও কিছু কারণ আছে সনৎ, যার জন্য করু আস্‌তে পারে নি!”

“কি কারণ মা?”

সরস্বতী আবার সনৎকে স্নানাহারের অনুরোধ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া অরুন্ধতী অম্লান স্থির চক্ষে পুত্রের মুখের পানে চাহিয়া অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, “বাবা মীরা আর তোমাকে উত্তরাধিকারী না করে’ তাঁর সমস্ত ‘দেবত্র’ সম্পত্তি অরুণ আর করুণাকে দিয়ে গেছেন।”

সনৎ একটু যেন বিস্ময়াবিষ্ট হইল—একবার একটু ভাবিয়া বলিল, "বোন্‌টিকেও—মীরাকেও দাদু এই করে' গেছেন? তাঁর যাবার সময়ে মীরাও কি আমার মত অপরাধী হয়েছিল তাঁর কাছে?"

"মীরা সে সময়ে এসেছিল—তাঁর আশীর্ব্বাদ পেয়েছিল, কিন্তু তোমরা সকলে চলে' যাবার পরেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি 'দেবত্র' করেন। আর আমারই তার সমস্ত ভার নিতে হয়।"

"তবে?—তবে কেন তারা এমন কর্‌লে? তুমি যতদিন আছ মা ততদিনও তো তারা এ অভিমান না কর্‌তে পার্‌তো। মীরা কি জন্য এত কষ্ট কর্‌ছে? অরুণ-দা কেন এমন হয়ে আছে? কৈ, কাকিমাতো তোমায় ফেলে যান্‌নি? তিনি তো ওদের মত পাগল হন্ নি?"

কাকিমা সনতের এই মন্তব্যে ঈষৎ যেন খুসী হইয়া বলিলেন, "আমরা যে বুড়ো হয়েছি, আর তাদের যে রক্ত গরমের বয়স বাবা!"

সনৎ হা হা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া বলিল, "আমার তা হ'লে তোমাদের চেয়েও বয়স হ'য়েছে কাকিমা, আমি

তোমাদের একেবারে বুড়ো বাবাই হ'য়ে গেছি।—আমার যে এদের কাণ্ড দেখে ভয়ানক হাসি পাচ্ছে। কবে কে কার কি পাবে না পাবে সেই অভিমানে কেউ ঘর ছেড়ে—নিজের মায়ের কোল ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ মুখ দেখাতে পারছে না! মজা মন্দ নয়!—দেবত্র? - মন্দ কি?—ভালই তো! অরুণদাকে তার সেবাইত করে' ঠাকুরদাদা খুব ভালই করে' গেছেন।—তবে মীরা? বোন্‌টি যে ছোটবেলা থেকেই অভিমানিনী মা কাকিমা,—কিন্তু তোমাদের এই মনস্তাপ ভোগের মধ্যেও 'দাদুর' এ ব্যবস্থায় মস্ত একটি কাজ হয়েছে তা দেখ্‌ছ? তাঁর এই ঠেলায় তাঁর ছেলে-মেয়েগুলি সব মানুষ হ'বার জন্য উঠে-পড়ে' লেগেছে। আমিই কেবল তাঁর এ আশীর্ব্বাদের অংশ পাইনি এতদিন! কিন্তু আজ তো পেলাম। আমায়ও কি দিয়ে গেছেন তিনি, তা এক এক বার বিদ্যুতের মত এমনি চোখে পড়্‌ছে।—ওঠো কাকিমা, স্নান কর্‌তে যাই,—মা, খাবার বাড়ো।—হারুদা নবান্নর কথা বলছিল না? এবার সকলে একসঙ্গে নবান্ন কর্‌ব! মীরাকে করুণাকে আন্‌তে কালই যাব। অরুদা ত খবর পেলেই এসে পড়্‌বে।"

২২

৺চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ক্লিডন ষ্ট্রীটের উপরেই। তাঁহার চারি পুত্র এখন তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র কলিকাতাতেই বাস করেন, ছোট তুইজন কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকেন। মীরা এখনো ইহাদের সংসারেই বাস করিতেছে। তবে যখন তাহার জ্যেঠতাত ও পিতামহ আর গৃহকর্ত্তা মাতামহ বাঁচিয়া ছিলেন, তখন আদরের সহিত প্রতিপালিত হইত—আর এখন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবেই সে আছে।

অগ্রহায়ণের শেষ বেলা। পাঁচটা বাজিতেই কলিকাতার ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রায় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আকাশ বাতাস

ধূমাচ্ছন্ন। যাহাদের শরীর সুস্থ নয়, সে বাতাসে তাহাদের বুকের মধ্যে হাঁপ ধরিয়া যাইতেছে। রন্ধন-গৃহের দিকের ব্যাপার অধিক গুরুতর। দুই-তিনটা উনানের ধোঁয়ায় অপরিসর গৃহ ও অঙ্গন একেবারে বেলুন-যন্ত্রের মত হইয়া যেন উড়িবার উপক্রম করিতেছে। কল্‌তলায় রাশীকৃত আধ-ভিজা কাপড়ের স্তূপ, উঠানে উচ্ছিষ্ট বাসনের রাশি, রাঁধুনি উড়িয়া ব্রাহ্মণ রান্নার যোগাড় শীঘ্র না পাইলে আট্‌টার মধ্যে ছেলেদের খাইতে দিতে পারিবে না এবং এমন অসুবিধার কাজ সে শীঘ্র ত্যাগ করিবে বলিয়া সতেজে ঘোষণা করিতেছে। চাকর কলের জল ধরিতে ধরিতে জানাইতেছে, ঝির জ্বর হইয়াছে—বাসন কে মাজিবে? তাহার এখনো জল ধরা বাট্‌না বাটা সমস্তই বাকি, সে এর বেশী আর পারিবে না। গৃহের নবীনা গৃহিণী 'ভাণ্ডার' দিতে বাসন না পাইয়া তীব্রকণ্ঠে তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন। উপরে বারান্দায় দাঁড়াইয়া মেজবধূ ছেলে-মেয়েদের এখনো খাবার হয় নাই বলিয়া চাকর-বামুনকে একযোগে তিরস্কার করিতেছেন ও বয়সে অনেকখানি ছোট অথচ সম্পর্কে জ্যেষ্ঠা বড় জা'র উপরেও ঈষৎ টিপ্পনি চালাইতেছেন। ক্রুদ্ধা বড় জা' তখন

তাহাকে জানাইয়া দিলেন, "খাবার তৈরী ত দূরেই থাক, কল্‌তলায় এখনো কাপড় প'ড়ে, উঠোনে বাসন প'ড়ে, ঝিয়ের জ্বর।"

মেজ বৌ সঝঙ্কারে উত্তর দিলেন, "কেন, চাকর বামুন একটা কুলি ধরে' এনে কাজগুলো করিয়ে নিতে পারে নি?"

চাকর বামুন উত্তর দিল, তাহাদের নিজের কাজ লইয়া মাথা চুলকাইবার অবসর নাই, পরের কাজের ভাবনা ভাবিবার তাহাদের সময় কোথায়? ঝিয়ের যখন কাজ সে কেন যথাসময়ে কর্ত্তৃপক্ষকে সে-কথা জানায় নাই?—বাস্, তাহাদের জবাবদিহি ফুরাইয়া গেল।

তখন দুই গৃহিণী কি করিয়া অতঃপর এ সমস্যার সমাধান হয় সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। উভয়েই একযোগে চাকর বামুনকে কুলি ধরিবার জন্য তাগিদ দিলেন, কিন্তু বামুনঠাকুর জানাইলেন, তাহার দুই উনান জ্বলিয়া যাইতেছে, মায়েরা কেহ তাহা হইলে উনানের নিকটে আসুন, সে কুলি খুঁজতে যায়। চাকর যাহা জানাইল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, এই 'গো-শৃঙ্গে সরিষাবৎ'

কলের জল তাহা হইলে উচিতমত ধরা হইবে না, এখনো জল ধরা হয় নাই। ঠাকুর এখনি বাটনা চাহিবে—মায়েরা এ বিষয়ে অবধান হউন।

মায়েরা বুঝিলেন, চাকর বামুন তাহা হইলে এই অবসরে ঘণ্টা-কতক সান্ধ্য-ভ্রমণও সারিয়া আসিবে। সভয়ে তাহারা বলিলেন, যে যা করিতেছে তাহাই করুক, তাঁহারা যাহা হয় উপায় করিতেছেন। কিন্তু উপায় যে কি হইবে তাহাও ভাবিয়া পাইতেছিলেন না এবং নিজেদের সান্ধ্যসজ্জার পর রান্নাঘরের মধ্যে প্রবেশের অবশ্যম্ভাবী চিন্তাতেও কাতর হইয়া পড়িতেছিলেন।

উপায় কিন্তু হইয়া গেল। মীরা কলেজ করিয়া তাহার একজন সহপাঠিনীর ছোট ভাই-বোন কয়টিকে পড়াইতে তাহাদের বাড়ী নিত্য যেমন যায় তেমনি গিয়া দুই ঘণ্টা পড়াইয়া তখনি বাড়ী ফিরিয়াছিল। এক্ষণে মামীদের ও চাকরবাকরের উচ্চ কলরবে সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যাপারটা বুঝিল। নিমিষে চাকরের হাত হইতে বালতি টানিয়া লইয়া বলিল, "দে, আমি জল ভরছি বাটনা বাটছি, —তুই বাসন মাজার লোক ধরে' আন।"—বড়মামী চেঁচাইয়া

উঠিলেন, "তুমি বাপু ইস্কুলের কাপড়ে খাবার জল ছুঁয়োনাত, যে তোমাদের মেলেচ্ছ ইস্কুল! ব্রাহ্ম ক্রিশ্চান্ মোসলমান কোন্ জাত বাদ? তাদেরই ছোঁয়া—"

"আমিতো কাপড় ছেড়েছি বড় মামীমা!"

"কাপড়খানাই না হয় ছেড়েছ, সেই সেমিজ পেটিকোট সবই তো রয়েছে।"

মীরা অনুপায়ভাবে চারিদিক চাহিয়া বলিল, "তবে না হয় তোমাদের একটা কাচা সেমিজ জামা দাও, আমি রান্নাঘরে যাচ্চি,—নারাণ-ঠাকুর তুমি যাওত্তো—ছাখতো—"

বড় মামীমা দ্বিগুণ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "হেঁসেল ছুবি?—না নেয়ে?"

মীরা চকিতে একবার নারাণ-ঠাকুর ও রামদীন চাকরের মসীনিন্দিত বস্ত্র ও জামার পানে চাহিয়া দেখিল—তারপরে ঝুপ করিয়া উঠানে নামিয়া পড়িয়া বাসনের গাদার মধ্যে স্থান করিয়া লইল।

"রামদীন—চাট্টি ভাল ছাই এনে দেত, আর খানিকটা শাল পাতা।" কোনদিকে দৃষ্টি না করিয়া সেই শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকার উঠানে বসিয়া মীরা ঘস্ ঘস্ করিয়া বাসনের

স্তূপ মাজিয়া ধুইয়া তুলিতে লাগিল। মামীমা একটুখানি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শেষে চাকরকে হুকুম দিলেন, "উঠানে একটা আলো দে—বাসনে সকড়ি থাকবে। আর কাল সকালে যদি বাসন মাজার লোক না পাওয়া যায়, তা হলে' তোমরা বুঝতে পারবে।"—শাসনের পর দুই মামীই বোধ হয় চক্ষু লজ্জা এড়াইবার জন্য উপরে উঠিলেন। উপরে গিয়া মেজ মামী নিজের ছেলে নেওয়া ছোক্‌রা চাকরকে ডাকিয়া শিশুকে নিজে কোলে লইলেন এবং কল্‌তলার কাপড়গুলা তাহাকে কাচিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

মীরা শুনিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "ওর আর কাপড় ভিজিয়ে কাজ নেই মেজ মামী এই শীতের রাত্রে। একজনেই ভিজুক। আমি তো এখনি গা ধোবই, কেচে নিয়ে যাচ্চি একেবারে।"

চাকর মনিবের ক্রোড় হইতে সস্নেহে শিশুকে টানিয়া লইয়া এই ব্যাপার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একরকম ছুটিয়াই পালাইল। মেজ বৌয়ের বড় মেয়ে'দু'টি উপর হইতে মুখ বাড়াইয়া মীরাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিল "বা মীরা-দি, রোজ রোজ এমনি হবে বুঝি? আমাদের আর পড়ে' কাজ

নেই, তুমি রোজই বাসন মাজো আর বাটনা বাটো, নয়তো রাধো। বেশ মজাতো!”—তারপর মায়ের দিকে ফিরিয়া দুই বোনে নাকে কান্না জুড়িয়া দিল,—“ও মাঁ, আঁমাদের আর দঁশ দিন বাদে একজামিন, আমাদের আলাদা মাষ্টার রেখে দাও তঁবে।”

মেজবৌ মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “এ সংসারে এখন এই তো হয়েছে! নিত্যি ঝি চাকর বামুনের অসুখ! মেয়েদের পড়া আর হবার জো নেই। সাধে কি ইলা বোর্ডিংয়ে গেছে?”

বড় বৌ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, “বড় কাজই করেছে! ইলার মত স্বাধীন মেয়েই যেন সব হয়! মেয়েদের বিয়ে দেওয়া কি তাদের ঘর-সংসারের কাজকরানো এসব এখন উঠেই যাক্! থাক্ কেবল পুরুষের মত তাদের লেখা আর পড়া! ঘর-সংসার উচ্ছন্ন যাচ্ছে এই জন্যেইতো!”

মেজবধূ বড় বেশী কলহপ্রিয়া ছিলেন না, জায়ের উত্তরে শান্তকণ্ঠেই বলিলেন, “বিয়েই বা দেবে না কেন, ঘর-সংসারই বা করতে শিখবে না কেন, সে তো সারা জীবনই পড়ে আছে! প্রথম বয়সে যে লেখাপড়াটুকু করে’ নিতে পারবে

তাইতো মেয়েদের পুঁজি হবে? বাপ-মায়ে যতদিন বিয়ে না দেয় ততদিন যা পারে সেটুকু তো শিখে নিক্।”

বড় বৌ উষ্ণভাবে বলিলেন, “কেন, বিয়ে হলে’ পরে আর কি লেখাপড়া শিখ্‌তে নেই মেয়েদের?—অমন ধাড়ী করে’ না রেখে সময়মত বিয়ে দিয়ে তারপর শেখালে হয় না? এমন কথাও তো এখন ঢের লোকে বল্‌ছে। এঁদের কি যে ঝোঁক,—”

মেজ বৌ হাসিয়া বলিল, “ঐ বলা পর্য্যন্তই সার দিদি! ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ এনে তাকে লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত ক’টা দেখেছ বল দেখি? এই যে শ্বশুর-ঠাকুর এত মেয়েদের লেখাপড়ার পক্ষপাতী ছিলেন, এঁরাও তাই, তবু আমি আর বড়দিদি বৌ হয়ে এসে কত লেখাপড়া বা আমোদ-প্রমোদ করতে পেরেছি? বৌদের সেই একই অবস্থা! বরং যাঁরা যত বাইরে বক্তৃতা করেন, তাঁদের বাড়ীর বৌদের তত বেশী হাড়ির হাল্! বাড়ীর মেয়েরা বটে খানিকটে বাড়ীর মতের স্থবিধা ভোগ করতে পারে! বৌদের সর্ব্বত্র একই দশা। কেবল যদি বৌদের শ্বশুর শাশুড়ী বা সেই রকম ওপরওলা না থাকে, স্বামী সেই মতের

হয়, তবেই ক্বচিৎ কেউ পড়াশোনা করতে পারে! ইলুর বিয়ের জন্য বড় ঠাকুর এইবার যে রকম চেষ্টা করছেন—আর দু'বছর যদি না থামেন তা হলে' বি-এ একজামিন আর তাকে দিতে হবে না! আর মীরার এমন করে' কতদূর পড়াশোনাই বা হবে, আর পরেই বা মেয়েটার যে কি গতি হবে—"

বড় বৌ শ্লেষের সহিত বলিলেন, "তোমার বাপের বাড়ী তো খুব শিক্ষিত মেজদি! মীরাকে তো তোমার ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতেই চেয়েছিলে! ইলা না হয় গরীবের মেয়ে—মীরাকে তো তোমাদের পছন্দ হয়েছিল! মীরাকে ভাইয়ের সঙ্গে বিয়েই দাওনা কেন? মীরার লেখাপড়াও হবে—এসব ঝক্কিও সইতে হবে না তাকে।"

মেজ বৌ জায়ের ঝাঁজটাও বুঝিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন, "নিজেদের বৌকে তারাও কতখানি পড়াশোনা করতে দিতে পারবে যে, সে কথা ভাই আমিও বল্‌তে পারিনে। আর সে এম-এ পাশ ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে' মেয়ের বাপের একেবারে কিচ্ছু খরচ কর্‌ব না—সাবেক্ বৈদিকী চাল্ চেলে "পঞ্চ হরিতকী" দিয়ে কন্যা দান কর্‌ব—এ বল্লে কি আজ্‌কের কালে চলে ভাই? সে

ছেলে বিলাত যাবে! ইলার সঙ্গে তার তো সবই মানান্ হত। বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে—”

“কেবল ধনেই মিল্‌লো না! এক মেয়ের জন্যেই তো উনি ফতুর হ'তে পারেন না। তোমরা যে মীরার ঠাকুর্দ্দা মীরাকে কত সম্পত্তি দিয়ে যাবে—সেই দিকেই এতদিন চেয়ে ছিলে ভাই! আজ না হয়—”

“কাকিমা—মীরা কই?”—উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন ইলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

“এই যে—মীরা—মীরা—ইলু এসেছে—শীগ্‌গির আয়! টুনু—মণি—ওরে তোদের দিদি এসেছে।”—বলিয়া সোর্-গোল্ বাধাইয়া মেজ বৌ মীরার সম্বন্ধীয় লজ্জাটা ঢাকিতে গেলেন।

ইলা কিন্তু ভুলিল না; বারান্দার রেলিং ধরিয়া উঠানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিমাতাকে বলিল, “মীরার কথা কি বল্‌ছিলে বৌমা?”

বড় বৌও মেজ জা'র ঢাকাঢাকির দিকে না গিয়া সোজা কথার পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

ইলা অঙ্গনস্থ মীরার জলসিক্ত ক্লিষ্ট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া

বিমাতার বাক্যের অর্দ্ধপথেই বাধা দিয়া বিষাদভরাকণ্ঠে বলিল, "তা' হ'লে কি মীরার আজ এই দশা হ'ত বৌমা?" —কথা আর বাড়িতে না দিয়া ইলা মীরার ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া বসিল। মীরাও কোন রকমে তাহার কাজ শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাড়াতাড়িতে তাহার শুষ্ক বস্ত্র খানিক খানিক ভিজিয়া গিয়াছিল। শুক্‌না একটা ছেঁড়া কাপড়ে গা-হাত মুছিতে মুছিতে মীরা বলিল, "আমার কি বেশী দেরী হয়ে গেল ইলুদি? বসতে পার্‌বি তো আর একটু? আজ তোর পড়ানো নেই?"

"না,—মীরা, আমার মিনতি রাখ, আমার কাছে চল, যেমন করে' পারি তোর আমার খরচ আমরা দু'জনে জোগাড় করে' নেব। এমন করে' কি তোর পড়াশোনাই হবে! আর এই পরিশ্রম! উঃ!"—মীরা মুখ তুলিয়া দেখিল, ইলার চোখ্‌ দিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতেছে।

ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মীরা বলিল, "আমারতো তেমন কষ্ট হয়নি ভাই, রোজও তো কর্‌তে হয় না। আর এ একটু রকমফেরের কাজ দিদি—রোজ রোজ নিজের ক্লাসের পর নীহারদের বাড়ী পড়ানো, আবার বাড়ী এসে টুনি মণিকে

রাত ৯টা পর্য্যন্ত পড়ানো—এতেই আমায় এক এক দিন বেশী ক্লান্ত করে। বাসন মাজতে কাপড় কাচতে বেশ মজা লাগছিল দিদি! আজ তো আর ওদের পড়াতে হবে না। এইবার এস, তোমার সঙ্গে গল্প করি খানিক।"

"খেয়েছিস্ কিছু ?"

"নীহাররা চা না খাইয়ে তো ছেড়ে দেয় না! ভাগ্যে তুমি এটা জোগাড় করে' দিয়েছিলে দিদি! না হ'লে কি পড়া হোতো আমার ? বাড়ী পৌঁছুতে গাড়ী পর্য্যন্ত দেয়! নীহাররা সত্যি খুব ভাল লোক।"

ইলা দুই হাতে তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিল। তাহার মনে হইতেছিল, সেই মীরা—সেই সকলের আদরিণী অভিমানিনী মুখরা মীরা! মীরার কপালের উপর নিজের মুখটা রাখিয়া ইলা বলিল, "চল ভাই, আমার কাছে চল।"

"আবারও সেই কথা! স্কলারশিপের টাকায় আর এক বেলা মেয়ে পড়িয়ে নিজের সব চালাচ্ছ! বাড়ীতে থেকে পড়া হয় না—স্কলারশিপ্ রাখতে পার না বলে' বোর্ডিংএ গিয়েছ—সেজন্যে বড় মামা বড় মামিমা তোমার খরচপত্রই দেন না রাগ করে'! এর পর যদি

আমাকেও ঘাড়ে তোল—পড়াশুনা কি হবে আর তোমার? আমি সত্যি বল্‌ছি, আমার তেমন কষ্ট তো হয় না। রাত্রে ঘুমিয়ে সব ক্লান্তি সেরে যায়।"

দুই হাতে মীরার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া ইলা বলিল, "আয়না থাক্‌লে দেখাতাম কি হয়ে যাচ্ছিস্ দিন দিন! এবারে যে বড্ড খারাপ দেখ্‌ছি! আর আমি কিছুতেই শুন্‌ব না! তোর জেঠিমাকে এইবার আমি তোর কথা সব লিখ্‌ব, পিসিমা এতখানি নিশ্চয়ই জানেন না, জান্‌লে নিশ্চয় একটা কিছু করতেন।—চল্ তুই আমার কাছে; আমি বড় পিসিমাকে চিঠি লিখ্‌ব এইবার।"

মীরা তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "আমি সে দাদুর দান-করা সম্পত্তি থেকে কিছু নিলে তো তুমি চিঠি দেবে? আমি এইখানে থাকব, কিছুতেই তা এবারেও পারবে না দিদি! মিছে কেন তাঁকেও কষ্ট দেবে? আমার অন্য কিছুতে কষ্ট হয় না—কেবল সকালে যদি ভাত না পাই, কলেজের গাড়ী পাছে চ'লে যায় এই ভয়ে না খেয়ে যদি কোন দিন যেতে হয়—তবেই কষ্ট হয় সেদিন বেশী। তা বড় হয় না, মেজ মামিমার মেয়েদের পড়াই বলে'

তিনি এটুকু লক্ষ্য রাখেন। আর ওরাও স্কুলে যায় কিনা, সেই টানে আমারও হয়ে যায়। বড় মামিমার নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়ার দিকেও দৃষ্টি নেই, পরেরও না। কেবল এ বাড়ীর ধেড়ে মেয়েদের যে বিয়ে না দিয়ে পড়ায় ব্যস্ত রাখা হয় এই আলোচনাতেই তিনি অস্থির! এ কথা যাক্, বাড়ীতে আর একটা কথা যে শুন্‌ছি দিদি, তোর বিয়ের সম্বন্ধ করছেন যে বড় মামা! জানিস্? তোর যদি বিয়ে হয়ে যায় আমার কি ইতভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ করবি নাকি?"

ইলা হাসিয়া বলিল, "আমি বাবাকে বুঝিয়ে বল্‌ব, যদি এতদিনই আমায় পড়্‌তে দিলেন তো আর ছুটো বছর—আমি—"

"মীরা—মীরা—কে এসেছে ছাথ, কে এসেছে তোর—" তাহার মেজ মামির উচ্চকণ্ঠে বিচলিত হইয়া মীরা গৃহের বাহির হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ইলাও বাহির হইল। বারান্দার উজ্জল বিদ্যুতালোকে উভয়ে দেখিল, একটি দীর্ঘ শীর্ণ দেহ, লম্বা লম্বা চুলের মধ্যে উজ্জল ছুইটি চক্ষু! "দাদা—দাদা"—বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া মীরা সনতের বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

২৩

"অরুণদা, তুমিও যে মীরার দৌরাত্ম্যে বাড়ী ছাড়্লে? এ এক মজা মন্দ নয়! কষ্ট যা পাবার তা তো চূড়ান্ত ভোগ করছ দেখছি, কোথায় লাগে আমার পাথর ভাঙ্গা! মীরাটা তো আধমরা হ'য়ে গেছে। তবে এই দুঃখ-কষ্ট সইবার অভ্যাস—এই একটা মস্ত লাভ তোমাদের হ'য়ে গেল,—সান্ত্বনার এইটুকুই এর মধ্যে, না?"

অরুণ সনতের সেই শীর্ণোজ্জ্বল মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে বলিল, "ভাই, আমার আর করুণার জীবন তো এর চেয়েও শতগুণ মন্দ অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়বার কথা। যে

দেবতা তাকে অসঙ্গত উঁচুতে তুলে দিয়েছিলেন তিনি যে আবার তাদের স্বভাবে কন্টকটাও ফেলে দিয়েছেন এর জন্য তাঁকে প্রণাম করাইতো উচিত! কিন্তু পারতো মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। ইলা দেবীর কাছে সেদিন যা শুনলাম—"

"তাকে ফিরাবো কি জন্য? লেখাপড়া কর্‌ছে করুক না। কষ্ট হচ্চে বটে, কিন্তু এই রকম স্বাবলম্বনে নিজের চেষ্টার উপর নির্ভর করে' মীরাও যদি ইলার মত পড়তে চায় পড়ুক,—কিন্তু করুণাকে নিয়েই যে মুস্কিলে পড়লাম। কাকিমা বলে' দিলেন, তিনি গ্রামে প্রচার করেছেন করুণার বিয়ে হ'য়ে গেছে! তাঁকে সকলের কাছে মিথ্যাবাদী না হতে হয়। প্রমথতো রাজী ছিল আগে, কিন্তু এখন গিয়ে তাকে সে-কথা বলতেই সে কি যে মাথামুণ্ড বক্‌তে লাগল! তার মা-বোনরাও সেই কথা বলে' সঙ্গে আস্‌তে চান্‌। মীরি পোড়ামুখি এই সব কাণ্ড করে' এসেছে দেখছি! করুণা তো সহজে আমার সামনেই এলো না, কাছে গেলাম তো মুখ ঢেকে কাঁদতেই রইলো শুধু; কোন রকমে এনে তাকে মীরার কাছে ফেলেছি। কি কর্‌ব একটা পরামর্শ দাও।"

"ভাই সনৎ, তাকে নিয়ে গেলে তোমরা যে বিব্রত হবে তা বুঝতে পারছি। সে যেমন ছিল তেমনি তাকে রাখ্‌লে না কেন প্রমথর বাড়ী? প্রমথর মা-বোন তাকে যেমন ভালবাসেন দেখেছি, তাতে—"

"কি বল্‌ছ অরুণদা? তুমি কি ভুলে যাচ্চ করুণা আমার ঠাকুরদাদার অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারিণী? সে তাঁর 'দেবত্র' সার্থক করে' তুলবে; তাকে আমি পরের বাড়ী ফেলে রাখ্‌ব? আর তুমি অরুণদা! তুমিও যে এমনি করে' ভিক্ষা করে' মুটের মত খেটে—"

"সনৎ, সনৎ, যদি সত্যি 'দাদা' বলে' মনে কর এই একটা প্রার্থনা আমার রাখ—আমাদের এই পরম ও চরম দুর্ভাগ্যের কথা আর আমার সাম্‌নে উচ্চারণ কোরো না।"

সনৎ অরুণের মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সেই আরক্ত সুন্দর মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু দু'টি নিষ্প্রভ, দৃষ্টি মাটির দিকে। সনৎ আবেগভরে কহিল, "কেন দাদা, তুমি এতে এত দুঃখিত হ'য়েছ? ঠাকুরদাদা ঠিকই বুঝেছিলেন যে, আমার দ্বারা তাঁর 'দেবত্র' চলবে না। তুমিই তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তুমি তার ইচ্ছাকে

অবহেলা করে' পাপ করছ অরুণদাদা! একা মার উপর সব ফেলে রেখেছ। আর করুণার যে অবস্থা আমি করেছি এতে তারও একটা উপায়ের তো দরকার। যে জন্যে আমি করুণাকে তাঁদের কাছ থেকে নিয়ে পালাই সে বিষয়েও যে আমি সফল হব না তা ঠাকুরদা যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। মীরা তার দাদার কৃতকার্য্যেরই প্রায়শ্চিত্ত করছে। আমার জন্যেই সে এমন বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু তবু এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি, করুণাকে তার প্রাপ্য দেওয়ার জন্য সে কখনই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বোন্‌টি আমার নীচ নয়।"

বাধা দিয়া অন্তর্গূঢ় বাষ্প-সমাচ্ছন্ন-কণ্ঠে অরুণ বলিল, "সনৎ, দেবতার সন্তান তোমরাও যে তাই তা কি আমায়ও বলে' তুমি বোঝাবে? আমি কি তোমাদের ক্ষুণ্ণতার আশঙ্কা করি সনৎ? তা নয়। কেবল তোমাদের অবস্থার খানিক অংশ নিতে চাই মাত্র। তোমরা যা করছ আমিও তাই করি, এতে ভাই একটু শান্তি পাই? জেঠিমার কোলে তোমরা নেই, সে কোলে আমি সুখে থাকতে পারি না— পারি না ভাই! তোমরা—"

"আমি যে জন্যে জেল খেটেছি জানতো দাদা, আশীর্ব্বাদ কর দেশের জন্য দশের জন্য আবার যদি দরকার হয়—"

"হ্যাঁ ভাই, সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি।"—বলিয়া অরুণ সনৎকে বুকে জড়াইয়া ধরিল। সনৎ তাহার বুকে মাথা রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আর আমার বোন্‌টিও ছোট থেকে এই রকমই আদুরে, ঝোঁক-ধরা! ও নাকি বলে, 'দাদুর দান-করা জিনিষে আমরা ভাগীদার হতে যাব—আমরা কি এতই ছোট লোক!' কাকিমার মুখে শুনলাম আমরা ভাই-বোনে খেটে খাব এই তার প্রতিজ্ঞা, যাক্ এ সব কথা পরে হবে, এখন করুণার কি করা যায় একটু বুদ্ধি দাও অরুণদা!"

অরুণ স্তব্ধভাবে সনতের কথাগুলি শুনিল। ক্ষণপরে তাহার সেই বিবর্ণ পাংশুমুখ তুলিয়া সনতের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "তোমার মনে আছে সনৎ, তুমি ন'কড়ি ভট্টাচার্য্যের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধে আমায় সম্মতি দিতে দেখে তিরস্কার করেছিলে? যদিও জেঠিমা সে-কথা আমাকে একবারও বলেননি, কিন্তু বলতেন যদি নিশ্চয়ই আমি সম্মতি দিতাম। কি তুচ্ছ করুণার

জীবন—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ আমার জীবন—যাতে আমাদের জন্য তোমাদের সংসারে অশান্তি আসে! কিন্তু হতভাগ্যদের ভাগ্যদোষে তাই-ই এসেছে। তোমায় বিচলিত করবার জন্যই তোমার মা সেই ন'কড়ি ভট্টাচার্য্যের ছেলের কথা বলেন আর, তারই ফলে তুমি করুণাকে নিয়ে চলে এলে, যাতে দাদামশায় এই ব্যবস্থা করলেন! মীরা আর তার মা কি অসঙ্গত অপমানকর প্রস্তাবে দুঃখিত হয়ে বাড়ী হ'তে চলে' আসেন তাও আমি জানি। তারই ফলে করুণার ও আমার এই চরম অবস্থা, যাতে তোমাদেরও পথের ভিখারী দেখ্‌তে হোলো।—যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আমার একটা কথা রাখ, করুণার জন্য আর ব্যস্ত হয়ো না। তাকে আমার কাছে দিয়ে তোমরা দুই ভাই-বোনে মায়েদের কোলে কিছুদিন অন্ততঃ থাকগে। সেই ক'টিদিন আমি কল্পনায়ও অন্ততঃ—"

"অরুণদা, ভুলে যাচ্ছ কি তুমি না গেলে, করুকে না পেলে, মা আমাদেরও কোলে নিতে পারবেন না?"

"সে পথ যে দাদামশায় একেবারে বন্ধ করে' দিয়েছেন ভাই,—এ ছাড়া আর উপায় নেই যে!"

পাশের ঘরের একটা দরজা খুলিয়া যাইতেই উভয়ের

দৃষ্টির সহিত মীরার দৃষ্টির বিনিময় হইল। সে ঘরের মধ্যে আরও কেহ যেন ছিল, মীরা দ্বার খুলিতেই সে সরিয়া গেল। মীরা সনৎ ও অরুণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া সনতের পানে চাহিয়া বলিল, "আমাদের পরামর্শ তোমাকে বলতে এসে তোমাদের পরামর্শও শুনে ফেলেছি দাদা! অরুণবাবু তোমায় যে কথা বল্‌ছেন আমি তোমার হ'য়ে তার উত্তর দিচ্চি। করুণাদি'কে নিয়ে যাবার তাঁর কোন অধিকার নেই। তার যা ব্যবস্থা কর্‌বার আমরাই তখনো করেছি, এখনো কর্‌ব। তখনো যখন তিনি কথা কন্‌নি, এখনো কইতে পাবেন না।"

সনৎ হাসিয়া উঠিয়া অরুণের পানে চাহিয়া কহিল, "শুন্‌ছ দাদা ওর জুলুম! এর সঙ্গে কি কেউ পার্‌বে?"

অরুণ নিঃশব্দে রহিল দেখিয়া সনৎই মীরার কথার উত্তর দিল, "তুমিই কি ব্যবস্থা কর্‌লে শুনি?"

"সে এখন শুন্‌তে পাবে না, বাড়ী গিয়ে ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। কালই বাড়ী যাবার ব্যবস্থা কর।"

"সেইতো মুস্কিল বাধ্‌ছেরে, করুর তো বিয়ে দিতে পারিনি—কাকিমা যে বলেছেন—"

"কাকিমাকে তোমার মিথ্যাবাদী হ'তে হবে না, যত যা মিথ্যার ভার সব আমার উপর রইলো।"

"শুনি তবু—কি কি ভার তুমি নিলে?"

"বল্লাম তো এখন কেউ-ই শুনতে পাবে না।"

"কে এ ব্যবস্থা করলেন? তুমি আর করুণাই কি? ইলা আসেন নি? তাঁকে—"

"আমি এর মধ্যে নেই জান্‌বেন। সেবারেও যেমন আপনি আর মীরা—এবারেও তাই।"—বলিতে বলিতে ইলা ঘরের মধ্য হইতে দ্বারের নিকটে আসিল।—"হাঁ, একমাত্র মীরা, আর তা সমর্থন করেছে সেই করুণাই!"

মীরা ইলার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়াই উত্তর দিল,—"এবং সেই তর্কই এতক্ষণ ইলাদিদির সঙ্গে তার চল্‌ছিলো।"

সনৎ তাঁহাকে দেখিয়া সহর্ষে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনিও এসেছেন? আপনার সঙ্গেও এখন যে দেখা হবে তা মনে করতে পারিনি। আপনি—"

ইলা ক্ষীণ হাস্যে বলিল, "আমায় 'আপনি' বল্‌তে শিখে গেলেন যে এই দু'বছরে?"

"হু'বছর কি কম সময় ? আপনার বাবাকেও অরুণদার সঙ্গে সেবারে দেখেছি, আপনার কথাও অরুণদার মুখে শুনেছিলাম। আপনার দৃষ্টান্তে আমাদের মীরাটিও খুব সাহস পেয়েছে দেখ্‌ছি।"

"মীরার সাহস আমার চতুর্গুণ বেশী ! আমি যা পারিনি সে অম্লানবদনে তাই পার্‌ছে ! যাক্, এক বছরের কথা ছিল, আর এক বছর নিজগুণে বাড়িয়ে ফেলেছিলেন ! এখন মীরাকে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন তো ?"

"হ্যাঁ, মাকে কাকিমাকে বলে' এসেছি সবাই গিয়ে এক সঙ্গে 'নবান্ন' কর্‌ব ! আমাদের সংসারের সঙ্গে আপনি অকারণে অনেকটা জড়িয়েছিলেন বলে' ঐ কথাটা যখন তাঁদের বলি—অজ্ঞাতে মনে আপনার নামটিও এসেছিল। আমাদের এদিনে আপনিও কি গিয়ে একটু আনন্দ কর্‌বেন না ?"

মীরা সহসা বলিয়া উঠিল, "আঃ দাদা, কানে বড় লাগ্‌ছে কিন্তু তোমাদের এই 'আপনি' 'আজ্ঞা' কথাগুলো।"—সনৎ মৃদু হাসিল। ইলা মুখ নত করিয়া বলিল, "এবারটা মাপ্ কর্‌বেন। আমি আর আপনাদের আপন কই ? তা হ'লে কি 'আপনি' 'আজ্ঞা' কর্‌তেন ?"

"এই জন্য ? তা হ'লে বল এখনি এর সংশোধন করছি।"

"এবারটি আপনারাই যান; আমি এর পরে যাব। আপনি তো ছিলেনই না, মীরাও এবার যায়নি, কিন্তু আমি গরমের ছুটি পূজার ছুটি পিসিমাদের কাছেই প্রায় এখন কাটাই যে।"

"তা শুনেছি, আর সেই জন্যই তো আশ্চর্য্য হচ্চি যে, যখন আমার মা-কাকিমাকে অন্য কেউ দেখেনি সে সময়ে একমাত্র যিনি তাঁদের সান্ত্বনা দিয়েছেন—সাহায্য করেছেন—এখন এই আনন্দের দিনে তিনিই তাঁদের একবার দেখবেন না !"

"আনন্দের দিন আসুক সেদিন নিশ্চয়ই যাব।"

"আজও বুঝি সেদিন আসেনি তোমার মতে ?"

"না !"

অরুণ এতক্ষণ নিঃশব্দেই ছিল—এইবার ঈষৎ দৃঢ়স্বরে বলিল, "সনৎ, করুণাকে ইলাদেবীর কাছে রেখে যেতে হবে তোমায়। তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন দরকার নেই এখন। আমি চেষ্টা দেখি যদি তাকে পাত্রস্থ করতে পারি, তারপরে নিয়ে জেঠিমার কোলে দিও।"

"কেন বলুন দেখি ?"

সনৎকে বাক্যব্যয় করিতে না দিয়া মীরা উগ্রস্বরে অরুণের কথার উত্তর দিল। তার পরে তাহার দিকে তীব্র চক্ষে চাহিয়া বলিল, "সে যদি বিয়ে না করে ?—আপনার কি জোর আছে ?—কিসের জন্যে আপনি তাকে এমন করে' রাখ্‌বেন ? জানুন, তার বিয়ে হ'য়ে গেছে—কপালে তার সিঁদুর দিয়ে দিলে আর তো তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে কোন ভয় নেই ! এইবার আপনি আর কি আপত্তি কর্‌বেন ?"

মীরা ঝড়ের মত সে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল। সনৎ বিস্মিত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ইলার দিকে চাহিল।

ইলা নতমুখে বলিল, "আমিও এসে শুন্‌লাম করুণাকে সে এই কথাই বল্‌ছে। দেশে গিয়ে তারা বল্‌বে যে, করুণার স্বামী নিরুদ্দেশ, এই পরামর্শ ঠিক্ করেছে মীরা ! এতে কেউ কিছু আর বল্‌তেও পারবে না, সেও এই খোলসের ভেতর নিরুপদ্রবে নিজের ঘরে বাস কর্‌বে।"

সনৎ সবেগে বলিয়া উঠিল, "না না, এ রকম হ'তেই

পারে না। তার চেয়ে অরুণদা যা বল্লেন তাই হোক্! করুণা তোমার কাছেই থাক্! আমরা পাত্র দেখ্ছি—”

ইলা নত মুখেই বলিল—“যা সম্ভব নয় সে চেষ্টা আর করবেন না, আপনাদের দু’জনকেই বল্ছি! হয় সনৎ-দা করুণাকে বিয়ে করে’ বাড়ী নিয়ে যান্—নয়ত এই পথ! মীরা অনেক ভেবেই এ কথা বলেছে।”

“আমি বিয়ে করবো, তুমিও এই কথা বল্ছ মীরার মত? তা হ’লে ঠাকুর্দ্দাকে কেন এত কষ্ট দিলাম?—তা ছাড়া বিয়ে করা—আমি প্রমথকে বল্ছি, সে আমার কথা কখনো ঠেল্বে না।”

গমনোদ্যত সনৎকে থামাইয়া ইলা বলিল, “কি করছেন আপনি পাগলের মত! সে যদি সম্ভব হ’ত প্রমথবাবু তখনি সম্মত হতেন। আর তিনিও তো আপনারই মত জীবন নিয়েছেন, নিজের দায় মুক্ত হ’তে অন্যায় জোর কেন করবেন তাঁর ওপরে?”

সনৎ অরুণের পানে চাহিয়া হতাশভাবে বলিল, “উপায় কি অরুণদা!”

অরুণ ব্যগ্রস্বরে ইলাকে বলিল, "আপনি একবার করুণাকে আমার কাছে এনে দেন্, সে কি কর্‌ছে তাকে আমি বুঝিয়ে বলি।"

"করুণা কিছু করছে না অরুণবাবু, যে কর্‌ছে তাকেই আপনি বলুন।"

"বলুন—কি বল্‌তে চান্?"

মীরা আসিয়া অরুণের সম্মুখে দাঁড়াইল। অরুণ উত্তর দিল, "করুণাকে আমার কাছে এনে দেন একবার!"

"তাকে আপনারা পাবেন না।"

অরুণ ইলার পানে হতাশভাবে চাহিয়া বলিল, "আপনি উপায় করুন কিছু।"

"কাউকেই উপায় কর্‌তে হবে না, ঐ দেখুন করুণা আপনিই পালিয়ে এসেছে।"—ইলা উত্তর দিল।

প্রতি পদক্ষেপে তাহার পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতেছিল—তবুও প্রাণপণ বলে সে যেন চলিতে চায়। সেই ম্লান ছায়াখানির দিকে চাহিয়া সকলেই যেন চম্‌কাইয়া উঠিল। মীরা ছুটিয়া গিয়া যেন তাহাকে বুক দিয়া আশ্রয় দিবার জন্য জড়াইয়া ধরিল।—"আমি দরজা বন্ধ

করে' দিয়ে এলাম তবু কোন দিক দিয়ে পালিয়ে এলি ভাই ?"

অরুণ আর্ত্তস্বরে বলিল, "করু, আমার কাছে এস দিদি, ছোটবেলার কথা মনে আছে কি তোমার ? বাবার কথা, তোমার ভাইদের কথা, তাদের অবস্থা। যে দেবতারা তোমায়, আর তোমার দাদাকে মানুষের সমাজে স্থান দিয়ে তাঁদের স্নেহের ছায়ায় মানুষ করে' তুলেছেন, নিজের তুচ্ছ সুখ-দুঃখের জন্য তাঁদের মধ্যে আর বিপ্লব এনো না ! একেই তো যথেষ্ট হ'য়ে গেছে—আর না, এস আমি—"

মীরার বুকের মধ্য হইতে রোদনরুদ্ধস্বরে করুণা বলিল, "আমি তো যেতে চাই দাদা, মীরা কিছুতে যেতে দিচ্চে না আমায় ! আমায় যে বন্দী করে' রেখেছে সে !"

"স্নেহের বাঁধনও কর্ত্তব্যের জন্য নির্ম্মম হয়ে ছিঁড়তে হয় দিদি ! যিনি তোমায় অমন করে' ধরে' আছেন—জান কি তাঁরা অম্লানমুখে কতবড় আত্মত্যাগ করছেন ? ঐ দেবতাদের 'দেবত্রকে' আমরা আমাদের আশাতৃষ্ণা নিয়ে ভোগ করব ? তার মালিক সাজব ? ছি, তার চেয়ে মৃত্যুও কি ভাল নয় ? জোর ধর ! যাঁরা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের

সর্ব্বস্ব—তাঁরা কি জীবন নিয়েছেন দেখ দেখি! আর আমরা পারব না? যাদের ছোট ছোট ভাইগুলি অনাহারে মরেছে—যাদের বাপ আত্মহত্যা করে' দুঃখের জ্বালা এড়িয়েছেন—তাদের ছেলে-মেয়ের এত সুখতৃষ্ণা থাকতে নেই। করুণা—চলে এস আমার কাছে।"

"আমি যে—আমি যে পারছি না মীরার জোরে দাদা—ছাড়িয়ে নাও আমায়—"

সজোরে করুণাকে জড়াইয়া রাখিয়া মীরা মুখ তুলিয়া অরুণের পানে চাহিল,—মুখ রক্তবর্ণ অথচ আয়ত চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে,—তীব্র স্বরে বলিল, "বলুন, আর কত বল্তে চান? অমনি করে' আরও দু'চার কথা বল্লেই আমার কোলের মধ্যেই এটা মরে যাবে, সকল দিক পরিষ্কার হবে। এখনি অর্দ্ধেক শেষ হ'য়ে এল বোধ হচ্চে! —ইলুদি, করু যে মরে' যায়—ধর। কিন্তু তবুও শুনুন অরুণ-বাবু, কিছুতেই আমি করুণার সেই দেহটিও আপনাকে দেব না।—তাই-ই আমি ঘাড়ে করে' নিয়ে গিয়ে জেঠিমার কোলে ফেল দেব'। দাদুর 'দেবত্র' দান সার্থক এই রকমেই হবে! আপনি যে রকমে করতে চাচ্চেন তার চেয়ে এই

ভাল! তবু করুণার দেহটা জেঠিমার কোল পাবে। দাদা—"

মীরার বাক্য অসমাপ্ত রাখিয়া সনৎ চেঁচাইয়া উঠিল, "উঃ, অসহ্য মীরা, আর না! বল্ আমি কি কর্‌ব? করুণাকে বিয়ে কর্‌তে বলিস্ তো? তাই কর্‌ব—তাই হবে—চুপ্ কর তুই।"

"না—না—না—" ঠিক্ যেন অস্ত্রাহত কণ্ঠের আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিত হইল, আর করুণার একেবারে হতজ্ঞান দেহভার লইয়া মীরা পড়িতে পড়িতে কোন রকমে বসিয়া পড়িল। ইলা উভয়কেই ধরিয়াছিল. তাই দুইজনে একেবারে ধরাশায়ী হইল না।

মূর্চ্ছিতার শুশ্রূষা করিতে করিতে ইলা বাষ্পাচ্ছন্নকণ্ঠে বলিল, "কেন যে আপনারা এত কাণ্ড কর্‌ছেন আমি তো বুঝ্‌ছিনা! মীরা যা কর্‌তে চাচ্চে তা-ই বা এত অসম্ভব কিসের? করুণার বিয়ে নাই বা হ'ল! এত কাণ্ডের পর অন্যত্রে বিয়ে দিতে চাওয়াও আপনাদের অন্যায়। এই যে মীরা বিয়ে কর্‌বে না, শুধু পড়বে বল্‌ছে, এতে কেউ কিছু কর্‌তে পার্‌বেন কি? করুণাও তেমনি ভাবে কিম্বা পিসিমার

কোলে আরও সুন্দরভাবে জীবন কাটাবে। বড় পিসিমাও তো অরুণবাবুকে বলেছেন, 'আমি করুণার বিয়ে আর দেব' না, তাকে মাত্র আমার কোলে এনে দাও!' অরুণ-বাবু সনৎদাদার জন্যই করুণার ওপর এই অন্যায় করতে যাচ্ছেন। কিন্তু কি দরকার এর? ছোট ছোট বিধবা মেয়েরা যে ভাবে জীবন কাটায় কুমারীরাই বা তা পারবে না কেন? তাদের বিয়ে দেওয়াই জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা কেন মনে করবেন এখনো? সেই বিয়েয় যত অন্যায় যত বিপদই সংসারে আসুক না কেন, তবু এ বিয়ে দিতেই হবে?—কেন? করুণাকে নিয়ে মুস্কিল এই—তার বিয়ে হয়ে গেছে এই কথা রটনা করতে হয়েছে! এ না ক'রেও তাঁদের উপায় ছিল না, কেননা সনৎদা তাকে যে ভাবে নিয়ে আসেন, আর যতদিন সে সেখানে অনুপস্থিত থাকে, এতে সমাজের কাছে একটা জবাবদিহি যাঁরা সমাজে বাস করেন তাঁদের দিতেই হবে। মীরা যা করছে এ পরামর্শ সঙ্গতই, এটা তার জন্য ব্যবহার করতে হবে। বিধবা না সাজিয়ে সধবা সাজিয়ে রাখাই ভাল। এইটুকু মিথ্যার আড়ালে করুণার বাকি জীবনটা যদি শান্তিতে কাটে

কাটুকনা। সনৎদা—অরুণবাবু – আপনারা আর আমাদের দায়ে নিজেদের জীবনকে বিব্রত করবেন না! যান্ আপন আপন কাজে যান্, আমরা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে' নিচ্ছি। মেয়েটাকে মেরে ফেল্লেন যে সকলে মিলে!"

সনৎ যেন এতক্ষণে একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কিন্তু আমাদের যে বাড়ী যেতে হবে! মাকে বলে' এসেছি সকলে মিলে নবান্ন করব।"

"বেশ তো, করুণা আজ একটু সুস্থ হোক্, কাল সকলেই যাবেন।"

"আপনিও—তুমিও যাবে তো?"

"বলেছি ত আমি এবারটা নয়, আপনারাই যান্ এখন।"

অরুণ ইলার পানে চাহিয়া বলিল, "সে হবে না ইলা দেবী, করুণার জন্য এবারটাও আপনাকে যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। এ মিথ্যার অংশ আপনাকেও নিতে হবে। বল্লেন যে আমাদের কোন কিচ্ছু ভাবতে হবে না আপনাদের জন্য, তবে কেন পাশ্ কাটাচ্ছেন?"

ইলা বিষণ্ণস্বরে উত্তর দিল, "এর জন্যই পাশ্ কাটাচ্ছি মনে করবেন না। করুণার জন্য চেষ্টা করা হচ্চে সেটা মিথ্যা বলে ওদের যখন ধারণা নয়, তখন আমিই বা কেন তাকে মিথ্যা বল্‌ব? বরং আপনার আর মীরার জন্যই সেখানে গিয়ে আমাদের কষ্ট পেতে হবে। মীরার মা চোখের জল ফেল্‌তে থাক্‌বেন, জেঠিমা যা হবেন তা চোখের জল ফেলার বাড়া। মীরা তা গ্রাহ্য কর্‌বে না—কিন্তু অন্যের কি তা সম্ভব? মীরার ওপরেই খানিকটা রাগ এসে যাবে হয় ত। আর আপনি এই যে আপন কর্ত্তব্যে অবহেলা করে' খেয়ালে দিন কাটাচ্ছেন এতেও কষ্ট বোধ হয়। কি দরকার আপনার ন্যায়বাগীশ হ'য়ে? নিজেদের জীবনের যে কাহিনীর আভাস আপনি দিলেন সেই জীবনের শেষ পরিণতি কি একজন অধ্যাপক মাত্র হওয়া?—কিম্বা আপনার জীবন-দেবতা মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে' সেইরকম কাজে জীবন উৎসর্গ করা? আর কি আপনাদের মত অবস্থায় কেউ পড়্‌ছে না? আপনাদের দাদামশায় তাঁর 'দেবত্রে' কি আদেশ করে' গেছেন আপনাকে? তাঁর দেশের, তাঁর গ্রামের নানা দুরবস্থা সাধ্যমত দূর কর্‌বার জন্যই

কি তাঁর আপনার ওপর এই ভার দেওয়া নয়? আর আপনি কিনা নিজের ব্যক্তিত্বটাই মনে রেখে তার লজ্জা, দুঃখ আর বেদনার ভারে এত বড় কর্ত্তব্য ভুলে বসে আছেন! সনৎ-দা জেলে কষ্ট পাচ্ছিলেন, মীরা এখানে কষ্ট করছে, কিন্তু আপনি তো জানেন তারা কেউ অগৌরবের মধ্যে নেই। তবে কেন আপনিই সব চেয়ে বিসদৃশ কাজ করছেন অরুণ-বাবু?"

ইলার সতেজ উক্তিতে অরুণের মুখ ম্লান হইয়া উঠিতে-ছিল, সে একবার যেন নিজের অনিচ্ছাতেও বলিয়া ফেলিল, "সনতের কথা নয়, কিন্তু—"

"কিন্তু মীরা—এই কথা তো আপনার? লেখাপড়া শেখার জন্য সে যদি কষ্টই করে তাতেই বা আপনি নিজের কর্ত্তব্য ভুলবেন কেন? মীরার কষ্টের কি কিছু লাঘব করতে পারছেন এতে? যা আপনার উত্তর তা আপনি না বল্‌লেও বুঝ্‌ছি অরুণবাবু, তবু মীরার জন্য আপনার 'দেবত্রের' কাজে অবহেলা করবার ক্ষমতা নেই। আপনি—"

"বড়মা করছেন—বড়মা যা করছেন—"

"অসম্পূর্ণ থাক্‌ছে অনেক কাজ। একা স্ত্রীলোক তিনি, আপনি তাঁর সাহায্য করলে—ডানহাতের মত থাক্‌লে—এতদিন গ্রামের কত উন্নতি করতে পার্‌তেন ভাবুন দেখি! সনৎদাকেও বলি—এও দেশেরই কাজ, কিছুদিন ঘরকে গ'ড়ে তুল্‌তে নিজের গ্রামে গিয়ে বাস করুন না কেন? দেখুন গে তাঁদের গ্রামে কত জঙ্গল, কত পচা পুকুর, কত আবর্জ্জনার স্তূপ, কত দুঃখ দৈন্য অভাব রোগ শোক। কিছুদিন গিয়ে এদেরই সংস্কারে হাত লাগান অরুণদাদার সঙ্গে! আমি আপনাদের গ্রামে ক'বারই গিয়ে দেখেছি—"

"আমি যে খদ্দর প্রতিষ্ঠানে যাব—পি, সি, রায়ের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমায় নেবেন বলেছেন।"

"বেশ, তাই যাবেন, তবু যে ক'দিন মায়ের কোলে থাকবেন তাঁর কাজ এগিয়ে দেন গে, তবে মীরা—"

"আর সে অমন বাঁদরামি করতে পাবে না। তার পড়ার ভালমত ব্যবস্থা করে' দিচ্চি।"—সনৎ উত্তর দিল।

"আমার জন্য কেন ভাব দাদা, আমি তো বেশ আছি। মেজ মামিমা আমায় বেশ ভালবাসেন, আমার জন্যে মিছে কেন তোমরা এত কাণ্ড করছ?"

"থাম্ থাম্, আর বাহাদুরি করতে হবে না, যা শরীর হয়েছে, মরে যাবেন কোন দিন।"

"ইস্, নিজে তুমি ভারি মোটা হয়েছ কিনা—তবে কথার তেজ বেড়েছে বটে। আচ্ছা দাদা, কি করে' আমার সুখের ব্যবস্থা করবে শুনি? নিজে তো যাবে খদ্দর প্রচারিণী সমিতিতে।"

"কেন, কাকারও কি কিছু টাকা নেই ব্যাঙ্কে? কাকি-মার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়েছিস্ শুনলাম—"

"বটে! আমার বিধবা মার সম্বলটুকু ঘুচাতে তোমাকে দেব বৈকি!"

"বাঁদরি, তোর সব কথায় কথার দরকার কি? আমার এখন তোর সঙ্গে বকবার সময় নেই।"

"বুঝেছি, জেঠামণির যে ক' হাজার টাকা তোমার নামে ব্যাঙ্কে আছে তারই বড়াই হচ্ছে। তা দিয়ে করুণার বিয়ে দেবে, আমায় পড়াবে, তোমার ব্যাং-এর আধুলিতে আর কি কি করবে শুনি?"

"সবার আগে তোর বিয়ে দেব, তবেই তুই জব্দ হবি। তোর মেজ মামিমার ভাই ক'হাজার টাকা চায় শুন্‌ছি!

হাজার পাঁচেক পেলেই সে এখনি তোকে বিয়ে করে' বিলেত যাবে, তার পরের জন্যও না হয় ঐ আন্দাজ টাকা ঠিক করা যাবে। মেজ মামিমাকে বলে' ঠিক করে' যাচ্চি এখনি সব।"

মীরা একটুখানি স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "আমায় বুঝি পড়তে হবে না ?—কেমন ?"

"কেন পড়্‌বি না ?—তুইও এম্‌নি পড়্‌বি।"

মীরা এইবার হাসিয়া বলিল, "এই সর্ত্ত রেখে তবে সব ঠিক করবে তো ?"

"নিশ্চয়।"

"মনে থাকে যেন।—চল, এইবার সবাই বাড়ী যাওয়া যাক, ওবেলার গাড়ীতেই চল। অরুণবাবু, ইলাদি, কেউ যাবে না বল্লে চল্‌বে না। আজ দাদা বাড়ী এসেছেন—এবারের 'নবান্নে' যিনি যোগ না দেবেন তাঁর সঙ্গে—তাঁকে—"

"কি ? জন্মের মত আড়ি—নাকি ?"

"তুমি আমায় বেশী বেশী আর রাগিও না ত দাদা, যিনি না যাবেন বুঝতেই পারবেন তিনি।"

"কি বুঝবেন শুনি ? ছ'মাস ধরে' ফাঁসি, না তারও বেশী কিছু ?"—ইলা হাসিয়া মীরার পানে চাহিল।

"চির জীবন ধরে' এমন বল্‌তে থাক্‌ব, যে ফাঁসিরও বাড়া হবে—বুঝলে ?"

করুণা ইলার পানেই এতক্ষণ প্রত্যাশাপন্ন নেত্রে চাহিয়া ছিল, মীরার জোরে এখন তাহাকেও নরম হইতে দেখিয়া কোলে মুখ গুঁজিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমায় সেইখানে রেখে এস দিদি। সেই যমুনাদের কাছে। আমায় বাড়ী নিয়ে যেও না আর।"

অস্ফুট ভাষায় বলিলেও কথাগুলা সকলেরই কানে গিয়া আবার সকলকে নির্ব্বাক করিয়া দিল এবং করুণা যে তাহার স্নেহপূর্ণ বেদনা ও ব্যগ্রতার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া এখনো সনৎ ও অন্যান্য সকলের তাহাকে লইয়া বিব্রতের কথাই মাত্র ভাবিতেছে ইহাতে মীরার ক্ষুণ্ণতার সঙ্গে অভিমানের দুঃখও সঞ্চিত হইয়া উঠিল। ইলা করুণার মাথার উপরে স্নেহকোমল হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "সকলকে আর দুঃখ দিও না করুণা, তোমার জেঠিমার কাছেই চল। আমার বিশ্বাস তিনিই সকলের সব অস্বস্তি, অশান্তি দূর করার উপায় করে' দেবেন। সব মীমাংসা তাঁর কাছেই হয়ে যাবে। মীরাকে আর দুঃখ দিও না তোমরা।"

আর বাড্ নিষ্পত্তি না করিয়া সকলে যথাসময়ে গৃহাভিমুখে রওনা হইল। মীরা সমস্ত পথ কাহারো সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিল না। তাহাকে চিন্তিত ও অন্যমনা দেখিয়া সনৎও তাহাকে বেশী উত্যক্ত করিতে চেষ্টা করিল না। আপন আপন চিন্তার ভারে সকলেই যেন কিছু ক্লিষ্ট। যে আনন্দের আশায় উৎফুল্ল হইয়া সনৎ সকলকে একত্রিত করিবার চেষ্টায় চারিদিকে ছুটিয়াছিল সে আনন্দস্রোত যেন কোথায় বাধা পাইয়া তাহার গতি সঙ্কুচিত করিয়া লইয়াছিল। সনৎ ইলার যুক্তিতে আপাততঃ স্থির হইলেও অন্তরে কি-একটা অশান্তির ছায়া তাহাকে যেন অনুসরণ করিয়াই ফিরিতেছিল।

অরুন্ধতী স্থির সংযতভাবেই সকলকে গ্রহণ করিলেন। অরুণ করুণা বা মীরাকে একবারও কোন অনুযোগ করিয়া নিজের কোন অভিমান কি বেদনার কথা বলিলেন না। কেবল করুণার বিষয়ে মীরার মাতার প্রচারিত কথার দিকে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া করুণার যে এখনো বিবাহ হয় নাই একথা সকলের সাক্ষাতেই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন। গ্রামে মহা আন্দোলন বাধিয়া গেল। কোন কোন বর্ষীয়সী

তাঁহার কৈফিয়ৎ নিতে অগ্রসর হইলে অম্লানমুখে নিজের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তুলিয়া লইয়া অরুন্ধতী উত্তর দিলেন, "এতবড় মেয়ে অথচ বিয়ে দিতে পারা যায়নি সেই লজ্জাতেই বিয়ে হয়েছে বলা হয়েছিল। বাবা ওকে চিরকুমারী রেখেই দেবতার দাসী করে' দিয়ে গেছেন। তাঁর ছেলে-মেয়েরা সব দেবতার কাজ করবে, সংসারী হবে না—এই-ই তাঁর আদেশ।"

তবুও সহজে গোলমাল থামিল না। দুইটি এত বড় বড় অবিবাহিতা কন্যা যে গৃহে সে গৃহে কিরূপে অন্নপান গ্রহণ করা যায় ইহার মীমাংসায় গ্রামের মাতব্বররা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গ্রামে ঘন ঘন বৈঠক বসিতে লাগিল, এবং অরুণ ও সনতের সেখানে যাইবার জন্য আহ্বান আসিতে লাগিল। তাহাদের কাহাকেও সে দিকে ভিড়িতে না দিয়া অরুন্ধতী মাতব্বরদের বলিয়া পাঠাইলেন, যাহা বলিবার আছে তাঁহারা যেন তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া বলিয়া যান। অগত্যা তাঁহারা দুই একবার ভট্টাচার্য্য গৃহেও সমবেত হইলেন। কিন্তু অরুন্ধতীর নিকট সেই এক জবাবই পাইলেন—"ইহাদের বিবাহ ভগবান যদি দিতে দেন তবেই হইবে। এখন এর

জন্য আপনারা আমাকে যদি সাজা দিতে চান্ সে সাজা আমি মাথায় করিয়া লইব।"

"মা, তুমি এ গ্রামের লক্ষ্মী, তুমি অন্নপূর্ণা, তোমায় কি সাজা দেব? কিন্তু মা, সমাজকে এমন করে' অবহেলা করলে জানই তো মা, গীতাতেই ভগবান বলেছেন—"উৎসীদেয়ুরিমে লোকা—" ইত্যাদি।

"বাবা, আমি সমাজকে মাথায় ধরি। আপনারা তো বেশীর ভাগই রাঢ়ী-বারেন্দ্র। বলুন, কৌলিন্য আর উচ্চ কুলের জন্য আপনাদের ঘরেও চিরদিন অবিবাহিতা আর বড় মেয়ে কি থাকে না? স্বর্গগত ঠাকুর তাঁর সর্ব্বস্ব তাঁর গ্রামের জন্য—আপনাদের জন্যই—দেবত্র করে' দিয়ে গেছেন—তাঁর ছেলে-মেয়ে আর আমি আপনাদেরই আশ্রিত দাস-দাসী, আমাদের আপনারা উৎপীড়ন না করে' সেই স্বর্গগত মহাত্মার ব্যবস্থা মতই চল্‌তে দেন—এতে সকলেরই মঙ্গল হবে। আমায় আপনারা তো যথেষ্ট দয়া করেন, এটুকু দয়াও আপাততঃ করুন, পরে দেখবেন আপনারা আপনাদের হিতৈষী স্বর্গস্থ মহৎ ব্যক্তির সম্মানই রেখেছেন।"

অরুন্ধতীর মিষ্ট বাক্যে, বিশেষ তাঁহাকে কোন মতেই

টলাইতে না পারিয়া, অগত্যা গ্রামের প্রধানরা "আচ্ছা আচ্ছা মা, তোমার বিবেচনার উপরই নির্ভর করে' আমরা আরও কিছুদিন চুপ করে' থাক্‌লাম" বলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জাতিচ্যুতির ভয়ে তাঁহাকে দমাইতে পারা যাইবে না তাহা তাঁহারা অরুন্ধতীর "সাজা আমি মাথায় করিয়া লইব" কথাতেই বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সাহায্যে গ্রামের লোক সর্ব্বদা উপকৃত। সম্মুখের এই নবান্ন, লক্ষ্মীপূজা, মাঘমাসব্যাপী নিত্য ভোজন,—এসব এখন ত্যাগ করারও ক্ষতি সামান্য কথা নয়। আর ঐ ছেলে দু'টি উহারাও যে ভাবে গ্রামের পিছনে লাগিয়াছে, সকলেরই বাড়ীর পাশের আঁস্তাকুড়, খানা ডোবার ময়লা, পুকুরের পাঁক ও পানা শেওলা আর গ্রামের ভীষণ জঙ্গল, বিনাব্যয়েই পরিষ্কার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন উহাদের বেশী ঘাঁটাইয়া কাজ নাই। ওদের ঘরে আইবড় মেয়ে আছে– তারা পড়াশুনা করে, তা কার কি ক্ষতি? আমরা তো সে মেয়েদের ঘরে আনিতে যাইতেছি না! বরং মেয়েগুলো পাড়ার ছোট ছেলে-মেয়েদের যে একটু পড়াশুনা বিনা পয়সায় শিখাইতে চাহিতেছে সেও

বা মন্দ কি ? যে দিন-কাল, একটু লেখাপড়া মেয়েগুলারও এখন জানা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। আর বেশী টানাটানি না করিয়া মানে মানে চুপ করাই ভাল। বিশেষ বড় বৌমা, আহা. তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা—তাঁর অনুরোধ আমাদের না মানলে অপরাধ হবে। ইতিমধ্যে সকলেই ক্রমে চুপ করিয়া গেলেন। শক্তি এবং সাধনা দুয়ের কাছে অজ্ঞকেও ক্রমে মাথা নামাইতে হইবে।

২৪

সম্মুখে কয়েকমাস পরেই তাহার পরীক্ষা, তবু মীরা পড়ায় মন দিতে পারিতেছিল না, তাহার দাদা তাহার বিবাহ দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া মেজ মামিমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা যে ঠিক করিয়াই ফেলিয়াছে তাহা মেজ মামিমার বাপের বাড়ীর "ছানাপোনা খুদে পিঁপড়ে" হইতে হোম্‌রা-চোম্‌রাদের পর্য্যন্ত বহুবার দেখা তাহাকে নূতন করিয়া দেখিতে আসার ধূমে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল। মা-জেঠিমাকে বহুবার মীরা সগর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার দাদা আসিয়া তাহার যে ব্যবস্থা করিবে তাহাই সে মাথা পাতিয়া লইবে, এখন সেই দাদারই এই কাণ্ড দেখিয়া তাহার

মাথা গরম হইয়া উঠিতেছিল। এ সবও এতদিন সে এক রকমে সহিয়াছিল, কিন্তু ভাবী বর যেদিন ময়ূরছাড়া কার্ত্তিকের বেশে সাজিয়া-গুজিয়া তাহাকে দেখিতে আসিল সেই দিনই সে ইলাকে জানাইল যে, বাড়ীতে থাকিলে তাহার এবার পাশ হইবার আশা নাই, সে ইলার নিকট বোর্ডিংয়েই যাইবে।

ইলা মৃদু হাসিয়া বলিল—"সে বুঝি শুনিস্‌নি? এই ডিসেম্বরে বোর্ডিংয়ের বাস উঠিয়ে আমায় বাড়ী আসতে হবে, বাবা এই আদেশ দিয়েছেন। বাড়ী থেকেই আমার কলেজ করা সম্ভব হবে এখন, আমি এই বড়দিনের বন্ধের সঙ্গেই তল্পিতল্পা নিয়ে বাড়ী আস্‌ছি যে।"

"হঠাৎ এ হুকুম কেন বাবার? এর কারণ?"—মীরা ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ইলার পানে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিল।

"তোমারও যে কারণে বাড়ী ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, আমারও সেই কারণে বাড়ী আসতে হচ্ছে।"

"বিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার আবার কোথায় যোগার হচ্চে?"

"নতুন মা'র এক বোন্‌পোর সঙ্গে, তাঁদের নাকি আমায় খুব পছন্দ।"

"এই বোন্‌পো আর ভাইপোরা তো বড় জ্বালালে! তুমি সেই পছন্দের প্রত্যাশায়ই বাড়ী আসতে রাজী হলে' ?"

ইলা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "বাবার মত, পড়ার সুবিধা আরও নানারকম সুবিধা পেয়ে সেখানে ছিলাম, এখন বাবা যখন বাড়ী থেকেই পড়তে বল্‌ছেন, তাই করতে হবে।"

"তারপরে ?—মায়ের বোন্‌পো ?"

"সে পরের কথা। আমার তো তোর মত ভাই দশ-বারো হাজার টাকা জুগিয়ে দিচ্চে না। তাতে এই ধেড়ে কনে' ; আশা করি, বোন্‌পো বেশী দূর আর এগুবেন না।"

"তা কি ঠিক বলা যায় ভাই! ধর যদি সে মেজ মামিমাদের বাপের বাড়ীর মত টাকার প্রত্যাশী না হয় ?"

"সে পরের কথা পরে বোঝা যাবে ; এখন তোর কি বক্তব্য তাই আগে বল্‌তো শুনি।"

"আমার বক্তব্য আমি তা হ'লে বাড়ী পালাই। পড়াটাও ঠিক করা হবে, আর—"

"মা-জেঠিমার সঙ্গে কোঁদল করাও হবে—না ?"

"ঠিক আন্দাজ করেছিস্ ভাই! দাদা এত টাকার জোগাড় কি করে' করলো তাই ভাবছি। সেদিন আমাকে কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে তাড়াতাড়ি ব্যাগটা বন্ধ করে' ফেল্‌লে। আমার ঠিক যেন মনে হ'ল জেঠিমার গলার হার-চুড়ি এই সব তার মধ্যে রয়েছে। দাদা আমার মা-জেঠিমার যা স্ত্রীধন আর জেঠামণির যে টাকা ব্যাঙ্কে তার নামে ছিল সবগুলি নষ্ট কর্‌বার ফন্দিতে আছে।—আচ্ছা, এমনি ক'রেও কি এই মেয়ের বিয়ে তাঁদের দিতেই হবে? আমাদের জন্য অন্য চিন্তা করা যেন পাপ! আমাদের মাত্র এই এক পথ, কেমন?"

ইলা মৃদু হাসিল মাত্র—উত্তর দিল না।

মীরা আরও চটিয়া বলিল, "কি তুমি হাস ইলাদি,—রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্চে। যাচ্চি আমি তাঁদের কাছে। তাঁদের কারও বিয়ের দরকার নেই, কেবল দরকার আমাদের বেলা? দাদা বিয়ে করুক আগে, অরুণবাবু করুণার বিয়ে দিন্, তবে আমায় সে কথা বল্‌তে পাবেন তাঁরা।"

"শুনেছিস্, সনৎ-দা আর অরুণবাবু সেখানে খুব কাজ

আরম্ভ করে' দিয়েছেন। অরুণবাবু তাঁর ন্যায়শাস্ত্র ছেড়ে দিয়ে নিজ হাতে দা নিয়ে নাকি বন কেটে বেড়াচ্ছেন, কোদাল পাড়ছেন! মেয়ে ইস্কুল করে' করুণাকে নাকি তাদের মাষ্টার করবার ঠিক করছেন. জেঠিমার যে সব কাজ বাকি ছিল সে সব তাঁরা আরম্ভ করে' দিয়েছেন,—গ্রামের স্কুল, আরও কি কি—"

"শুনেছি লো শুনেছি।"—মীরা ঠোঁটটি ফুলাইয়া বলিল, "আপনারই চোখ্ ফুটিয়ে দেওয়ায় এ বুদ্ধি এসেছে তাঁদের। কেবল আমার পড়াটির যাতে দফা-রফা হয় সেই ফিকিরে দাদাকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

ইলা ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, "নারে, তোর পড়া নষ্ট হবে না। তোর একজামিনের পরে সেই বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠেই তারা রাজী। চাই কি তুই যদি আরও পড়িস্ তাও হয়ত তারা বাধা দেবে না শুনেছি।"

"বলিস্ কি? এযে একেবারে অতিভক্তির কথা! এতেই যে বেশী অবিশ্বাস হচ্চে। যাক্, আমি চলে যাচ্ছি ভাই দাদার সঙ্গে, নৈলে এখানে থাকলে এই জ্বালাতনে পড়াতো মোটেই হবে না।"

ইলা হাসিয়া বলিল, "আর সেখানে সকলকে জ্বালাতন করেও যে বেশী-কিছু করতে পারবে তাও আমার মনে হয় না। তবু—যেতে চাস্ যা।" মীরাও একটু হাসিয়া ফেলিল।

বাড়ী আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত একটা ঘরে নিজেকে প্রায় আবদ্ধ করিয়াই মীরা একজামিনের পড়ায় মন দিল। মা জেঠিমা দাদা এমন কি করুণার সঙ্গেও দু'টা কথা কহিবার তাহার অবসর দেখা গেল না। তাহার প্রয়োজনগুলি জেঠিমাই নিঃশব্দে সম্পাদন করিয়া দিতেন, তাঁহার তো নিষ্প্রয়োজনে কথা কহা স্বভাবই নয়। মীরার মা মেয়ের ভাব দেখিয়া সংসারের কাজের অছিলায় দূরেই রহিলেন।

দিন চারি-পাঁচেই মীরার বিরক্তি ধরিয়া গেল। সে একদিন মুখভার করিয়া জেঠিমাকে বলিল—"দাদা কোথায় ?"

অরুন্ধতী উত্তর দিলেন, "সে তো তার খদ্দরের কাজে চ'লে গেছে।"

"বেশ ছেলে ত! আমায় এরই জন্য বুঝি বাড়ী নিয়ে আশা হয়েছে?" বলার সঙ্গে সঙ্গেই মীরার মনে হইল এবারে তাহাকে তো কেহ বাড়ী আসিতে সাধে নাই। জেঠিমাও হয়ত তাহা জানেন। তিনি নিশ্চয়ই হাসিতেছেন

—ভাবিয়া মীরা অপ্রস্তুত ও উদ্ধতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তিনি সমান প্রশান্ত মুখেই উত্তর দিতেছেন —"কাজ পড়েছিল তাই গেছে।"

"ভারি তাঁর কাজ! কেন, এখানেও তো তাঁরা কত কাজ ফেঁদেছেন শুন্‌ছি, ঘরের কাজ বুঝি কাজ নয়?"

"যা যার ভাল লাগে।"

তিনি কর্ম্মান্তরে চলিয়া গেলে মীরা নিজ কার্য্যে মন দিতে চেষ্টা পাইল, মন বসিল না। উঠিয়া একেবারে করুণার সন্ধানে তাহার জেঠিমার ঘরের সম্মুখের দালানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, করুণা সম্মুখে একটা চরকা রাখিয়া খানিকটা তূলা লইয়া পিঁজিতেছে ও তাহার কৈবর্ত্ত-পিসির ভাইঝি নাত্‌নি ও আত্মীয়কন্যায় গুটি পাঁচ-ছয় মেয়ে প্রথম ভাগ হাতে করিয়া তাহার নিকট হইতে বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা করিতেছে। একটু দূরে বাড়ীর পুরোহিত-কন্যা টেঁপি গম্ভীরমুখে একখানি দ্বিতীয় ভাগে মনোনিবেশ করিয়া নিজ পদমর্য্যাদার উপযুক্ত স্বরে 'বর্ক্ক, বিক্রয়, ক্রূর, ক্রোধ', প্রভৃতি দুরূহ বানানের অক্ষর বিশ্লেষণ করিতেছিল। মীরা তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিতেই করুণা

মুখ তুলিয়া মীরাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে চাহিল। মীরা তেমনি হাসিমুখেই ভ্রূকুটি করিয়া করুণাকে বলিল, "বক্রের পরের অবস্থায় যে ক্রূর ও ক্রোধ তা বেশ বোঝা যাচ্চে, কিন্তু 'বিক্রয়'টা এর মধ্যে কেন এল বল দেখি পণ্ডিতানি ?"

করুণা মূঢ়ের মতই চাহিয়া রহিল দেখিয়া মীরা তখন তাহার নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "বল্‌ছি এই যে যাঁর নাম সাক্ষাৎ করুণা তিনিও আমার ওপরে বক্র হয়েছেন কেন ? আমার অপরাধ কি এতই গুরুতর ?"—তবুও করুণা সেই ভাবেই চাহিয়া রহিল।

এইবার মীরা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "কি যে বোকার মত চেয়ে থাকিস্! আমাকে তোরা একঘরে করেছিস্ কেন ? কি করেছি আমি, দিনান্তে একবারও কেউ আমার কাছে যাস্ না যে।"

করুণা এতক্ষণে পথ খুঁজিয়া পাইয়া স্বস্তির একটু নিশ্বাস ফেলিয়া লইল। তার পরে আনন্দের হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করিয়া উত্তর দিল, "তুমি যে পাশের পড়া পড়্‌ছ, ভাই! অন্যমনা করলে যে তোমার ক্ষতি হবে! জেঠিমা আমাদের

চরকাই ওদিকের ঘর হ'তে নিজের ঘরের সাম্‌নে আনিয়ে দিয়েছেন, পাছে শব্দেও তোমার কিছু অসুবিধা হয়।"

"তাই বলে' দিনরাত মানুষ অন্ধকূপে বসে' থাক্‌বে নাকি? দেখিতো তোর চর্‌কা—" বলিয়া মীরা চর্‌কার হাতল্‌টা ধরিয়া জোরে জোরে ঘুরাইতে আরম্ভ করিল, আর করুণা প্রফুল্লমুখে মীরার কাজ দেখিতে লাগিল। মীরার এই স্ফূর্ত্তির দরুণ উল্টা-পাল্টা পাকে, কাটা সূতার না-জড়ানো অংশটুকুতে বেশ জট্ পাকাইতে লাগিল, তবু করুণা ক্ষুণ্ণ হইল না। কলিকাতায় সে মীরার স্নেহব্যগ্র হৃদয়ের বিরুদ্ধে চলিয়া তাহার জেদটুকুর যে সম্মান রাখিতে পারে নাই সেজন্য করুণা মীরার নিকটে কুণ্ঠিতই ছিল। মীরাও সেইটুকু মনে রাখিয়াই গতবারে বোধ হয় তাহার সঙ্গে বাড়ী আসিয়া আর বেশী মেলামেশা করে নাই। এবারেও পড়ার অছিলায় মীরা গৃহমধ্যেই আবদ্ধ রহিল দেখিয়া করুণা তাহার নিকটে অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। আজ মীরাকে স্বেচ্ছায় তাহার নিকটে আসিতে দেখিয়া আনন্দে করুণার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বুঝিল, মীরা তাহার দোষ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে অথবা ক্ষমাই করিয়াছে।

নিজের আনমনা ভাবটা কাটিয়া গেলে মীরা দেখিল, মেয়েগুলা পড়া বন্ধ করিয়া অবাক্ ভাবে তাহাকেই কিম্বা তাহার কাজটাই দেখিতেছে। "কি হাঁ করে' দেখ্‌ছিস্ সব,—পড়না ?"—বলিয়া তাড়া দিয়া উঠিতেই সকলে থতমত খাইয়া নিজ নিজ কার্য্যে মন দিল। টেঁপি নিজের মুলতুবী বানান্‌টি আবার ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল—"কয়ে র ফলা ওকার—আর্ ধ—ক্রোধ।"

করুণা একটু হাসিয়া মীরাকে বলিল, "আমিও জিজ্ঞাসা করি, আমার ওপরেও ঐ জিনিষটা নেই তো আর ভাই ?"

মীরা একটু চকিতভাবে বলিল, "আমায় বল্‌ছিস্ ?"

"হ্যাঁ !"

"কেন, আমার ক্রোধের কি কারণ হবে ?"

করুণা আর কিছু বলিতে সাহস করিল না, যদিও মীরা সে-কথা ভুলিয়াই থাকে, কেন আর নূতন করিয়া তাহাকে জাগাইবে।

"আচ্ছা করুদি, এমন সুন্দর সুতো কাট্‌তে কবে শিখ্‌লি?" অন্যমনস্কভাবে মীরা প্রশ্ন করিল।

করুণা উত্তর দিল, "তাঁদেরই কাছে। যমুনা যে কি সুন্দর আর কত শীগ্‌গির কাটে যদি দেখতে তো বুঝ্‌তে।"

"ভারি সময়ের জন্য দেখা তাই তার সুতো কাটাও দেখ্‌তে যাব! আবার যখন দেখা হবে দেখে নেব না হয়, তোর সুতো ভাল কি তোর যমুনার ভাল! কিন্তু আদার ব্যাপারী আমি—আমি কি তোদের সুতোর ধার ধারি যে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ চিন্‌তে পার্‌ব? হুঁ! যারে তোরা বাড়ী যা, আজ আমি একটু গল্প কর্‌ব।"

মেয়ে ক'টি একটু খুসি হইয়াই তাহাদের "পাত্‌তাড়ি" গুটাইয়া বাড়ী চলিল।

মীরা সহসা প্রশ্ন করিল—"যমুনা তোকে চিঠি লেখে না?"

করুণা মুখ নামাইল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। মীরার পুনঃ প্রশ্নে শেষে অগত্যা উত্তর দিল, "একখানা লিখেছিল, উত্তর না পেয়ে আর লেখেনি!"

"কেন, শ্রীমতী করুণা কি ধান ভেনে আর সুতো কেটে 'দাদু'র শেখানো বিদ্যেটুকুও সেই সঙ্গে এম্নি কেটে-কুটে ফেলেছেন যে, একখানা চিঠির উত্তরও দিতে পারেন নি ?"

করুণা উত্তর দিল না। তাহার উত্তরোত্তর পাংশু মুখের দিকে চাহিয়াও মীরা ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "অকৃতজ্ঞ ! কি ভালই বাসতেন তাঁরা তোমায়, তা এরই মধ্যে ভুলে গেছ ?"

তবুও করুণা উত্তর দিল না।

তখন মীরা বলিল, "দেখি তার চিঠি, কি লিখেছিল সে ?"

"ছিঁড়ে ফেলেছি" করুণার ক্ষীণ কণ্ঠ অতি কষ্টে এইটুকু যেন উচ্চারণ করিল।

"কেন ?"—উত্তর নাই। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মীরা বলিল, "তাঁদের যেদিনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছিলাম যদিও তা ভাগ্যে ঘটলো না, তবু একবার তাঁদের এখানে আনালে কি ক্ষতি ? আমি—"

"না মীরা—না—" সত্রাসে পাণ্ডুমুখী করুণা যেন চীৎকার

করিয়াই উঠিল—"না না, তাঁদের এসে কাজ নেই ভাই, জেঠিমাকে আর কারুকে—"

"কেন—তাতে কি দোষ?"

"না—না ভাই, তোর পায়ে পড়ি।"

অধীরভাবে করুণা সত্যই মীরার পায়ে হাত দিবার জন্য তাহার কাছে সরিয়া যাইতেছিল। মীরা একটু ধাক্কা দিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত করিল, তার পরে একটু তীক্ষ্ণ হাসির সহিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন, তোদের যে কোন বিকারই নেই, শান্ত সহিষ্ণু তোরা, তোদের আবার দুঃখ কিসের?"

করুণা উত্তর দিল না, কেবল তাহার চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া খানিকটা জল ঝরিয়া গেল।

মীরা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিল, "তারা বুঝি মনে করে' আছে যে, এখানে এসেই দাদার সঙ্গে তোর বিয়ে হ'য়ে গেছে? তাই তাদের কাছে এত লজ্জা, না?"

সরস্বতী আসিয়া মীরাকে ডাকিলে করুণা যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মীরাও মায়ের ডাকে ব্যস্ত হইয়া

উঠিয়া দাঁড়াইতেই সরস্বতী বলিলেন, "মেজবৌ যে বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়্ছে মীরা, তুই এই সময়ে বাড়ী এলি ?"

"মেজ মামি কি জন্য ব্যস্ত হয়েছেন মা ?"

"তার বড় ভাই ভাজ দেশে এসেছে, তোকে দেখ্তে চায়! তা চল্‌না আমিও একবার যাব মনে করেছি কল্‌কাতায়। অরুণকে বলেছি, সে আমাদের কালই রেখে আস্‌তে পারে।"

মীরা বেশী কিছু কথা কহিল না, নিঃশব্দে একটুক্ষণ মায়ের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে "জেঠিমা কোথায় ?" এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল। শুনিল, তিনি অরুণের সঙ্গে 'দেবত্রের' আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাইতেছেন। মীরা একেবারে তাঁহার নিকটে গিয়া ডাকিল, "জেঠিমা !"

অরুন্ধতী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। "তোমার সব ছেলে-মেয়েরই নিজের সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছে, আমার নেই কেন ?"

মেয়ের আক্রমণের ধারা শুনিয়া অরুন্ধতী নিঃশব্দপ্রশ্নে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, অরুণ আস্তে-ব্যস্তে খাতাপত্র গুটাইতে লাগিল।

মীরা বলিয়া চলিল, "আমি সেখানের গোলমালে পড়া হচ্ছিল না বলে' বাড়ী এসেছি, তুমি আমায় আবার এখনি সেখানে যেতে বলেছ ?"

"তোমার মার ইচ্ছা মীরা !"

"মার ইচ্ছা – তোমার ইচ্ছা তো নয় ?"

"আমাদের ইচ্ছার কথা থাক্—তোরই কি ইচ্ছাটা স্পষ্ট করে' বল দেখি !"

মীরা মুখটা একটু নত করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "আমি এখন পড়াশোনা করব—অন্য কোন কথা আমায় যেন কেউ না বলে।"

"বেশ, এখানে যতদিন তুমি থাক্‌বে কেউ কোন কথা বল্‌বে না, কিন্তু এখান থেকে যখন অন্যত্র যাবে তখনকার দায়ী কে হবে বলত ?"

মীরা উত্যক্তভাবে বলিল, "আমি যাবই না ওরকম কর্‌লে এখান থেকে, এবার না হয় পরীক্ষাই দেব না। কিন্তু অন্যত্র থাকার সময়ের কথা যা বল্‌ছ, তারও দায়ী আমার সেই দাদামণিটি, যিনি আমার জেঠামণির আর বাবার যেখানে যা ছিল জড় করে' মায় তোমার গয়না পর্য্যন্ত হাতিয়ে

এইসব ক্যাঙলাদের ডেকে এনেছেন। তুমি কি জন্য গায়ের গয়নাগুলো পর্য্যন্ত দাদাকে দিয়েছ বল দেখি, এখন যে বড় দায়ী নও বল্‌ছ?"

অরুন্ধতী মীরার কথার উত্তর না দিয়া সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তাদের লিখে দে ছোটবৌ, তারা এ রকম তাড়াহুড়ো যেন না করে। ওর পরীক্ষা হয়ে যাক্—পরে যা হয় হবে, এ সময়ে ওকে বারে বারে এমন বিরক্ত করলে চল্‌বে কেন?"

"কিন্তু দিদি, তা হ'লে তারা—"

"কি করবে তারা শুনি? এমন যদি করতো আমি আর যাবই না তোমাদের কলকাতায়! জেঠিমা, সকলের বেলায় তোমার কোন দৌরাত্মি নেই, কেবল আমার বেলায়ই তুমি যদি এই রকম পক্ষপাত কর তা হ'লে—কেন তুমি দাদাকে অত টাকা দিয়েছ বল দেখি? তাই সে যা-খুসি করছে যার পরামর্শে ভুলে! আমি—"

অরুন্ধতী মীরাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "একটু ঠাণ্ডা হ তুই, আর তোর অমতে কিছু হবে না,—চুপ কর,

আমায় হিসাব শুনতে দে।—ওকি. অরুণ কখন উঠে গেছে ?"

সরস্বতী বিরক্তভাবে বলিলেন, "আর কখন ? মেয়ের রণমূর্ত্তি দেখে তখনি ! দিদি তুমিও ওর আব্দার শুনে—"

বাধা দিয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "তাই শুন্তে হবে এখন ছোটবৌ—এখন বিরক্ত হলে' চলবে না ত ! তুই কেন ব্যস্ত হচ্ছিস্ ?—সাফ কথা লিখে দে, কিচ্ছু অন্যায় হবে না তাতে।"

"সনৎ কবে বাড়ী আস্‌বে ? সে এলে যে বাঁচি।"—বলিতে বলিতে অসন্তুষ্টভাবে সরস্বতী অগত্যা নিরস্ত হইলেন।

তাঁহার অধীর প্রতীক্ষা সফল হইল না, সনৎ ত আসিলই না, কেবল তাহার এক পত্র আসিল। সে ও তাহার বন্ধু প্রমথ পি, সি, রায়ের কাছে না গিয়া গ্রামে গ্রামে 'পিকেটিং' করিয়া খদ্দর প্রচারের জন্য ঘুরিতেছিল, পুলিশ প্রভু তাহাদের এবম্বিধ স্বাধীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া এমন কতকগুলি কারণ ঘটাইয়াছেন যাহাতে তাহাদের কিছুকালের জন্য হাজতে বাস অনিবার্য্যই হইল, ইহার পরে

শ্রীঘরে না পাঠাইয়াই যে তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইবেন এমন আশা করাই অন্যায়। অতএব সে এরই মধ্যে আবার তাহাদের সকলের নিকট হইতে কিছুদিনের মত বিদায় লইতেছে। মা তো তাহার উপরে কোন প্রত্যাশাই রাখেন নাই, কেবল কাকিমারই ভাবনা সে যে সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারিল না এই তার একটু দুঃখ! তবে মাও যখন ইহাতে সংশ্লিষ্ট আছেন তখন সে আশা করে যে তাহার জন্য ইহাতেও এমন কিছু আটকাইবে না। সনতের কৃত্য অরুণকে দিয়াই মা শেষ করাইতে পারিবেন। মাকে কাকিমাকে প্রণাম, বোনটিকে ভালবাসা, করুণার জন্য আশীর্ব্বাদ এবং অরুণদার জন্য খানিকটা শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া সে এখন কিছুদিনের মত সকলের কাছে বিদায় হইল।

এই সংবাদ প্রথমবারের অপেক্ষাও এবারে সকলের পক্ষে যেন সাংঘাতিক হইয়া দেখা দিল। সরস্বতী তো গৃহতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অরুণের সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া গেল, সনৎ মাত্র কয়দিন গ্রামে থাকিয়া তাহাকে যে নূতন কার্য্যক্ষেত্রে - নূতন জীবনে নামাইয়া দিয়াছিল!

সনৎ আবার জেলে যাইতেছে এ সংবাদে অরুণ একেবারে জড়ের মত হইয়া গেল। মীরা নির্ব্বাক নিস্তব্ধ—যেন প্রস্তরের প্রতিমা। কেবল অরুন্ধতী যথাসাধ্য সকল দিকের তত্ত্বাবধান করিতে করিতে একবার সকলকে যেন প্রবোধ দিবার জন্যই বলিলেন, "আমি জানি সে বাবার এ সংসারের জন্য তৈরী হয়নি, তাই এ রকম ব্যবস্থাও হয়েছে। একবার একথা ভুলে যাওয়ায় করুণাকে শুদ্ধ তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি, আমার সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করুকে দিয়ে হচ্চে। আমি জানি সে আমাদের জন্যে হয়নি।"

সরস্বতী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জায়ের কথার পোষকতাস্বরূপ বলিলেন, "এই ছেলের কি বিয়ে দিয়ে একটা পরের মেয়ের প্রাণবধ করতে আছে? ওর যে বিয়ে দেবে না বলেছ দিদি, সে ঠিকই করেছ।"

"প্রাণবধ যার হবার তার বিধিলিপি কি কেউ খণ্ডন করতে পারে ছোটবৌ?"—বলিয়া অরুন্ধতী অরুণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অরুণ সেবারের মত বৃথা চেষ্টায় আর ছুটোছুটি করতে যেও না, সে এ ঘরে আর থাকবে না,—যেখানে তাদের ঘর চিনেছে সেইখানেই তারা এখন

বারে বারে ছুটে যাবে, বৃথা কষ্ট পেও না। সে ত সর্ব্ব-সাধারণের যা গতি তা ছাড়া অন্য সুবিধাও নেবে না, এটা সেবারেই দেখছ ত। ঠাকুর তাকে তাঁর সংসারের কর্ত্তব্য থেকে খালাসই করে' ত দিয়ে গেছেন। যাদের বেঁধে রেখে গেছেন—তারা যেন তাঁর কাজ আর না ভোলে।"

দিন দুই-তিন পরে অরুণ যখন শুষ্ক মুখে "দেবত্রের" কার্য্যে নিযুক্ত ছিল মীরা আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইল। এমন অসম্ভব ব্যাপারে একটু চকিতভাবে অরুণ তাহার দিকে চাহিতেই বুঝিল, কোন একটা বিষয়ে স্থির প্রতিজ্ঞা লইয়াই মীরা আজ এ'ভাবে তাহার নিকটে আসিয়াছে! তাহার সেই প্রতিভা ও দৃঢ়সঙ্কল্পউদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিতে অরুণের আজ কিছুমাত্র কুণ্ঠা আসিল না। অরুণ তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে বুঝিয়া মীরাও কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। অকুণ্ঠস্বরে বলিল, "অরুণবাবু, আপনি কি করবেন মনে করেছেন?"

মীরার প্রশ্ন বুঝিতে অরুণের একটুও বাধিল না—সে মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "ঠিক করতে পারছি না।"

"ঠিক করতে পারছেন না? এতবড় অন্যায়ের পরে কি-

করতে হবে এও কি ঠিক করতে দেরী হবার কথা? নিশ্চয়ই আপনি ভেবেছেন তা।"

অরুণ নতনেত্রে বলিল, "আপনি বলুন—"

"বেশ, আমি বল্‌ছি। যে জন্য আমার দাদাকে, আমার দাদুর বংশের তিলককে, এমন অত্যাচার সহ্য করতে হচ্চে, আমরা সপরিবারে সেই কাজই করব। আমাদের গ্রামের লোককে সেই কাজ করতে শেখাব—দেশের সকলকেই সেই দলভুক্ত করব, বুঝেছেন?"

অরুণ সশ্রদ্ধ গভীর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নীরবে তাহার কথার অনুমোদন করিল।

মীরা অরুণের এই নিঃশব্দ সহানুভূতি পাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহের ভাবে কহিল, "তবে আর ভেবে সময় নষ্ট করবেন না, আজ থেকেই কাজ আরম্ভ করুন। গ্রামে 'দেবত্রের' যে সব ভাল ভাল জমি আছে তাতে ভাল তুলো যাতে হয় তারই চেষ্টা করুন। সেই তুলোতে সুতো কাটা হোক্। তাঁতি এনে তাঁত বসান, খদ্দর বোনা হোক, আর সেই খদ্দর গ্রামে গ্রামে বিকানোর ব্যবস্থা করুন।"

অরুণ নতমস্তকে বলিল, "তাই হবে।"

"একদিনও দেরী করতে পারবেন না, আজই আরম্ভ করুন।"

মীরার উত্তেজিত দেহ পশ্চাৎ হইতে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া অরুন্ধতী সস্নেহে বলিলেন, "পাগলী, ভাল কাপাসের বীজ আনতে হবে, জমি ভালরূপে চাষ করাতে হবে, তারপরে এই কাজ চালাবার মত স্থিরপ্রতিজ্ঞ উৎসাহী কাজের লোক জনকতক যোগাড় করতে হবে, নৈলে—"

"কেন, অরুণবাবু আছেন—তুমি আছ—"

অরুন্ধতী মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে ক্ষোভসূচক হাসিমুখে আবার কিছু বলিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়াই মীরা এবার দ্বিগুণ অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, "আমি করব। আজ থেকে আমি আর পড়ব না। কি হবে ওতে তাদের যাদের জীবন এত বিড়ম্বনাভরা—যাদের ইচ্ছামত একটু কিছু করবারও সামর্থ্য নেই, বিদ্যে তাদের সব আগের দরকারী জিনিষ নয়! অরুণদাদা, তুলো তৈরী করে' দিন্, তাঁতের ব্যবস্থা করিয়ে দিন্, আমি আর করুণা চরকা কাটব আর চরকা কাটার মানুষ এই গ্রাম থেকেই তৈরী করব। এর জন্যে আজ থেকেই আমি অন্য সব ছাড়লাম।"

অরুন্ধতী আবার তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "আজ থেকে বাবার 'দেবত্র' সার্থক হ'তে চল্‌লো মীরা, আশীর্ব্বাদ করছেন আজ বাবা তোকে।"

মীরার চক্ষু হইতে এতক্ষণে আগুনের মত খানিকটা জল গড়াইয়া পড়িল, সে নত হইয়া জেঠিমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

অরুণের পানে চাহিয়া জেঠিমা বলিলেন, "তুমিই যেন মীরার এই নির্ভর, এই সম্মান রাখ্‌তে পার অরুণ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।"

অরুণও তাঁহার পায়ের গোড়ায় মাথাটি নামাইয়া দিল।

২৫

অরুণ তাহার ছোট তল্পিটি বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, মীরা কখন তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার অকুণ্ঠিত দৃষ্টিপাতের সম্মুখে অরুণ ঈষৎ কুণ্ঠিত হইয়া দৃষ্টি নামাইতেই মীরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, "কোথায় যাচ্ছেন? উপাধি পরীক্ষা দিতে?"

অরুণ মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "হাঁ!"

"ন্যায়বাগীশ না হ'লে বুঝি আপনার চল্‌বেই না?"

এবার আর কোন উত্তর না পাইয়া মীরা ঈষৎ উত্তপ্ত স্বরে বলিল, "আপনার না-হয় মাস খানেকেই খেয়াল মিটে গেল; কিন্তু এই যে তূলোর চাষ আর তাঁতের উদ্যোগে কত

হাঙ্গাম আর চেষ্টা করা যাচ্চে, এর একটা গতি করারও কি দরকার নেই ?"

অরুণ মাথা না তুলিয়াই উত্তর দিল, "বড়মা ছোটমা রয়েছেন, হারাণ আছে, আপনার যা দরকার তখনি তা করাতে পার্‌বেন—"

"অর্থাৎ আপনার আর এতে দরকার নেই—এই তো ? —কিন্তু যে দিন আমি আপনাকে সঙ্গী করে' দাদার এই কাজে নেমেছিলাম সেদিন কেন একথা জানান্ নি ?"

অরুণ একটু নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, "পড়ে' রাখা জিনিষটা কাজে লাগানই ভাল। আপনাকেও তো একজামিন্ দিতে যেতে হবে ?"

"আমাকে ? কে বল্‌লে এ কথা আপনাকে ?"

অরুণ আবার নিঃশব্দে নিজ কার্য্যে মন দিল দেখিয়া মীরা উত্যক্তভাবে বলিল, "আমি যে বুঝিনি একথা মনে করবেন না। আমাকে একজামিন দিতে পাঠাবার এও একটা ষড়যন্ত্র, এ আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি। কিন্তু আপনাকে একটি কথা বল্‌তে চাই আজ, আপনার এমন ব্যক্তিত্বহীন প্রকৃতি কেন ? যে যখন আপনাকে যা উচিত ব'লে বুঝিয়ে

দিচ্চে আপনি তখনি তাতেই সায় দিয়ে তাই করে' যাচ্ছেন! এ আপনার কি রকম স্বভাব? নিজের অস্তিত্ব ব'লে নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ব'লে একটা জিনিষ আপনার মধ্যে নেই কেন?"

মীরার এই সতেজ সরল আক্রমণে অরুণ একদিকে যেমন একটু বিব্রত বোধ করিল, অন্য দিকে তেমনি বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "যার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্ব বিধাতাই বিধান করেন নি, তার তা কেমন করে' থাক্‌বে মীরা দেবী?—"

অরুণ আরও কিছু যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মীরা তাহার কথায় বাধা দিয়া সতেজে বলিয়া উঠিল, "রেখে দিন্ আপনার ঐ এক মন্তব্য আর এক ধারণা! বিধাতা আপনাকে কি মানুষই করেন নি নাকি? অবস্থার গতিকে না হয় পরের সাহায্যে আপনাকে বড় হ'তে হয়েছে, কিন্তু তাতে নিজের মনুষ্যত্বকে কেন ছোট করছেন? মানুষকে মানুষের সাহায্যেই তো প্রথম জীবনটা কাটাতে হয়, প্রত্যেক শিশুজীবনের কাছে মনুষ্য সমাজই এর জন্য দায়ী। যার বাপ-মা না থাকে বা অবস্থার সুযোগ না থাকে, তাকে

সমাজের সমর্থ মানুষরা আশ্রয় দিয়ে তার মনুষ্যত্ব বিকাশ কর্‌বার সাহায্য দিতে কি দায়ী নয়? কিন্তু এই সাহায্যের উপকারের ভারে সে যদি নিজের ব্যক্তিত্বই না লাভ কর্‌তে পার্‌লে, তবে সে মানুষ হ'লো কিসে? যাদের হাত দিয়ে সে সাহায্য এসেছিল তাদের উপরে একটা অযথা কৃতজ্ঞতার আধিক্যে যদি সেই সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি চিরজীবন তাদেরই দাসত্ব ছাড়া মনুষ্যত্বের বিকাশের আর কোন বিষয়ে স্বাধীনতা নিতে না পার্‌লে তা হ'লে উপকারের চেয়ে তার অনুপকারই তো করা হয়েছে বল্‌তে হবে?"

অরুণ মীরার এই উত্তেজনাভরা সতেজ উক্তিতে ক্রমশঃ যেন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল। কথা শেষ করিয়া মীরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিতে তাঁহার আত্মচৈতন্য ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। অরুণ ধীরে ধীরে উত্তর দিল, "যদি তাঁদের প্রয়োজনে নিজের জীবনের কোন কিছুই ত্যাগ কর্‌বার তার ক্ষমতা না হ'য়ে থাকে তা হ'লে কি তাতেও সে মানুষ বলে' প্রতিপন্ন হ'তে পার্‌বে মীরা দেবী?"

"এই কোন-কিছুর তো একটা মাপ আছে অরুণবাবু!

আপনি দেশের কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনার কৃতজ্ঞতার বাড়াবাড়িতে এতবড় জিনিষটাকেও এই কোন-কিছুরই মধ্যে ফেলে দিচ্চেন।—জিজ্ঞাসা করছি এইটাই কি মনুষ্যত্বের লক্ষণ ?”

“আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে এ মিথ্যা উচ্চ ধারণা রাখতে দিতে চাই না। আমি স্বীকার করছি আমার এ দেশ-ভক্তি নয়। আমার জীবনে এই একটি মাত্র বস্তু আছে তাকে আপনি যে-নাম ইচ্ছা দিতে প্পারেন।”

“তাই যদি হবে তবে কেন আপনি জেঠিমার একান্ত ইচ্ছা জেনেও করুণাকে এনে দেন নি ? জেঠিমা আর মার কাছে যখন কেউ ছিল না, আমিও যখন মামার বাড়ী থেকে গেলাম তখন কেন আপনি এই কৃতজ্ঞতাকে ভুলে নিজের স্বাধীন মতে আর বাড়ী এলেন না ? আমাদের চেয়েও বেশী কষ্ট স্বীকার করে’ কেন বছরের পর বছর কাটালেন ? তখনো কি এঁদের আপনাকে দরকার ছিল না ?”

অরুণ একটুখানি নিরুত্তরভাবে অধোমুখে থাকিয়া শেষে বলিল, “সেও আমি আমার জীবনের এই সত্তার বিরোধী কাজ করেছি বলে’ত মনে করি না।”

মীরা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "তাই? সেও আপনার স্বাভাবিক ইচ্ছার বশে নয়? এই কৃতজ্ঞতারই নামান্তর মাত্র তাও? তা হ'লে আর আপনাকে বল্‌বার কিছুই নেই বটে। কিন্তু তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—সেজন্য মাপ্ করবেন। যাদের সঙ্গে আপনার এই কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে এক অবস্থা নেবার জন্য তাদের অধিক কষ্ট আপনি স্বীকার কর্‌তে পেরেছিলেন, কিন্তু আজ তাদের জীবনের এই সকলের বাড়া কাজে আপনি এই যে অনাস্থা দিচ্চেন, এতে আপনার সেই কৃতজ্ঞতা শাস্ত্রেতেও কিছু ত্রুটি পড়ছে না কি?"

অরুণ আবার ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া সহসা মীরার মুখের পানে দুই চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল। একটু অস্বাভাবিক দৃঢ়স্বরে বলিল, "না মীরা দেবী, তা পড়ছে না। তাঁদের কাজের সামান্য সাহায্যের জন্য তাঁদের জীবনের পথে কোন আবর্জ্জনা সৃষ্টির সম্ভাবনা যেন আমা হতে না ঘটে। সেস্থলে শত হস্ত দূরে যাওয়াই আমার সে শাস্ত্রের বিধি। আপনি 'কৃতজ্ঞতা' নামে যাকে উল্লেখ করছেন, জানি না, তার নাম ঠিক এই কিনা, তবে করুণা আর তার

ভাইয়ের শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত যে ৺মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের এইমাত্র এ জগতে তাদের জান্‌বার আর অনুভব কর্‌বার আছে। করুণা পার্‌লে না, কিন্তু বলুন আপনি আমি যেন পারি। আমি যেন—"

"করুণা পারলে না? আপনি বলেন কি অরুণবাবু! সে যা পেরেছে আপনি তার কি জানেন?"

"জানি। সে ছেলেমানুষ। তার জন্যে আপনারা কতটা মনোকষ্ট পাচ্চেন তাও জানি।"

"আপনি বল্‌তে চাচ্চেন যে, করুণার কোন ন'কড়ি ভট্টাচার্য্য বা আঠারকড়ি চক্রবর্ত্তীকে বিয়ে করাই উচিত ছিল আমাদেরই নিশ্চিন্তি করবার জন্যে, এই না?—যেমন আপনি দেশের কাজ করবার ইচ্ছাও মনে চেপে নিয়ে মার হুকুমে সেটাকে উচ্ছন্ন দেবার ফিকিরে ন্যায়বাগীশ হ'তে চলেছেন? কেমন কিনা?"

"আমি না থাকলে আপনার কাজ একেবারে উচ্ছন্ন যাবে এতটা কেউ-ই মনে করতে পারেন না। তবে আপাততঃ এ কাজের দরকার তেমন বেশী মাত্রায়

না থাকায় আপনিও আপনার তৈরী পড়াটা শেষ কর্‌তে যাবেন, এইটুকুও সকলে আশা করছেন মাত্র।”

“আমিও আপনার দেখাদেখি পরীক্ষা দিতে ছুটব? আপনাকেই এতটা অনুকরণ কর্‌বার সখ্‌ আমার কবে থেকে জন্মেছে, তা আমি জানি না. কিন্তু আর সকলেই ত জানেন দেখছি। তা হ’লে আপনি ন্যায়াধীশ হ’তে যেতে আর দেরী কর্‌বেন না অরুণবাবু। পারেন তো অমনি একটা অধ্যাপকের পদ খালি পেলে সেই চাকরীতে বসে’ যাবেন। আমার দাদা আসুক, তাকে নিয়েই আমি আবার কাজ চালাতে পারি কিনা দেখ্‌ব! সে যতদিন না ফিরবে আমি প্রতীক্ষা করব। যার এই পরীক্ষা দেওয়ার চাল্‌ আর সেই দশহাজারী মনসব্‌দারদের খিদমতে আমি কিছুতেই পড়ছি না, তাঁকে এ কথা জানাবেন। ইলাদি’কেও আমি লিখেছি। বড় মামা মারা যাওয়ায় সেও এবার তো পরীক্ষা দেবেই না, বিয়ে করতেও তাকে আর কেউ বাধ্য কর্‌তে পারবে না। তাতে আমাতে, করুণাতেই আমাদের কাজ চালাব। যান আপনি, আপনার সাহায্য

আর আমি চাইনে। আপনাদের বাদ দিয়ে আমরাই কিছু করতে পারি কিনা দেখব।"

"আপনার কথা ভগবান প্রত্যেকটিই সফল করুন। কখনো এসে আপনাদের এই সাফল্য দেখে যেন কৃতার্থ হতে পারি। দাদামশায়ের 'দেবত্র' এমনি করে' সফল হোক্।"

"আপনি তা হ'লে সত্যই আবার এখান থেকে চলেছেন? আমার একটি সন্দেহ ভঞ্জন করে যাবেন? আমার জেঠিমা কখনই স্বেচ্ছায় এ ব্যবস্থা করেন নি, মার দায়েই তাঁকে বাধ্য হয়ে এ সব কর্‌তে হচ্চে, নয় কি?"

অরুণ উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে রহিল দেখিয়া মীরা আবার একটু বেগের সঙ্গে বলিল, "মা আমার এমনিই বটেন! দাদা যেই তাঁকে সেই দশহাজারীর সন্ধান দিয়েছে অমনি তিনি আবারও রুচি বদ্‌লে ফেলেছেন দেখছি। যাক্ এ কথা। জেঠিমা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তো কথাই নেই, কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দিন দিন যে রকম হয়ে আস্‌ছে, তিনি যে বেশী দিন আর বাঁচবেন এমন আমার

মনে হয় না, অরুণবাবু! দাদা ফিরে এলে এবার তাকে তার কাজের জন্য আর বাইরে যেতে না হয়, ঘরেই তার কাজ নিয়ে সে যাতে জেঠিমার কাছে থাকে, সে উপায়ই আমরা করে' রাখছি। আপনি এখন পরীক্ষা দিতে যাচ্চেন যান্। কিন্তু তখনকার কথা একটু ভাবছেন কি? জেঠিমা অবর্ত্তমানে তখন আপনিই তো দেবত্রের মালিক হবেন। করুণার বিষয়ে আমি ভাবি না, কিন্তু আপনার কৃতজ্ঞতার যে রকম বাড়াবাড়ি, তখন আবার আমার জীবনের পথের জঞ্জাল মুক্ত করবার জন্য আমাকে এখান হতে তাড়িয়ে দেবেন না তো? দিলেও অবশ্য আমার নিজের মত কাজ থেকে আমায় আর কেউই টলাতে পারবেন না—তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হচ্চে তখন কি করবেন আপনি? আপনার 'দেবত্র' হতে দেশের কাজও চল্‌তে পার্‌বে তো? আপনার কৃতজ্ঞতার কোন খানে এর জন্য বাধা উপস্থিত হবে না ত?"

অরুণ তবুও উত্তর দিতে চাহিতেছে না দেখিয়া মীরা তীক্ষ্ণনেত্রে, তাহার আনত মুখের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "আচ্ছা, আপনি তবে আসুন।"

"একটি মাত্র প্রার্থনা আপনার কাছে—" কথার সঙ্গে অরুণ মুখ তুলিতেই মীরা দেখিল তাহার মুখ একেবারে মরার মত সাদা হইয়া গিয়াছে। যে হাতটা দিয়া অরুণ তাহার ছোট পুঁট্‌লিটা ধরিয়াছিল সে হাতটা স্পষ্টই কাঁপিতেছে। অরুণ আবার চুপ করিতেই মীরা উত্তর দিল, "কি বলুন!"

তবুও অরুণ কিছুক্ষণ উত্তর দিল না। তারপরে এক সময়ে বেগের সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "সনৎ ঘরে এসে পৌঁছোলে —আর জেঠিমা যদি সত্যই চলে যান্‌ তখন একবার—না— তাই বা কি করে' সম্ভব হবে?"

মীরা সহসা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনার মতলবটা কি বলুন তো? আপনি নিরুদ্দেশ যাত্রা কর্‌ছেন নাকি, যে আপনার কাছে কোন খবরও আমাদের আর পৌঁছুবে না? জেঠিমা তাঁর শরীরের এরকম অবস্থায় আপনাকে যেতে দিচ্ছেন, আপনিও চলে যাচ্ছেন—এ ব্যাপার কি আপনাদের? আপনি যে একেবারে এখান থেকে চলে যাবার মতলব কর্‌ছেন এও কি তিনি জানেন?"

অরুণ কি একটু উত্তর দিতে গেল; কিন্তু কথাগুলা কণ্ঠ

হইতে বাহির হইতে চাহিল না। মীরার মুখে কি এক রকমের একটু হাসি দেখা দিল, বলিল, "অস্বীকার কর্‌বার চেষ্টা মিছে। মিথ্যে কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরুলো কই? আমি আপনাকে বাধা দেব মনে করবেন না,— কেবল সত্য কথাটা মাত্র আপনার কাছে শুন্‌তে চাই। আপনি কি একেবারেই যাচ্চেন?"

"হ্যাঁ।"

"জেঠিমার কথা আপনি ভাব্‌ছেন না? ভয় কর্‌ছে না আপনার?"

"সনৎ আজ-কালই বাড়ী আস্‌ছে খবর পেয়েছি।"

"দাদা আস্‌ছে? তবু তাঁর সঙ্গে দেখা না করেই আপনি চলে যাবেন?"

"সে এসে পড়লে তো যাবার পথটা আমার বেশী সুগম হবে না, মীরা দেবী!"

"আপনাকে বুঝি যেতেই হবে?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের খবরও আপনাকে পাঠাবার উপায় আপনি রাখ্‌বেন না বুঝ্‌ছি।—জেঠিমা যদি শীগ্‌গির চলে যান?"

"তিনি সে কথা মনে করেই আমায় আশীর্ব্বাদ করে' বিদায় দিয়েছেন।"—অতিকষ্টে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া অরুণ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "সময় যাচ্চে, আমি—"

"দাঁড়ান আর একটু! জান্‌বেন মা যার জন্য জেঠিমার মত গুরুজনকে, তাঁর এই সময়ে, আর আপনাকে, এই কষ্ট দেবার উদ্যোগ করেছেন তা মিথ্যে হবে। তিনি দাদুর কাছে যে অপরাধ করেছেন এতদিন তার কিছুই প্রায়শ্চিত্ত হয়নি, কিন্তু এবার আর নিস্তার পাবেন না। আমায় সেই বিয়েয় কিছুতেই রাজী কর্‌তে পার্‌বেন না। আপনি যদি চিরদিনই আর এ দেবত্র অধিকার কর্‌তে না আসেন—আপনার এই ত্যাগশক্তিকে আদর্শ করে' আপনার কর্ত্তব্য আমিই করে' যাব। আপনি আমায় ভার দেন্‌নি—তবু এ ভার আমিই স্বেচ্ছায় তুলে নিচ্চি, জেনে যান্‌। আপনার কৃতজ্ঞতার সার্থকতা আপনি যেখানেই যাননা কেন, জগৎ আপনাকে নিশ্চয়ই দেবে, এ না দিলে তার সকল নিয়মই উল্টে যাবে। কিন্তু আমি যেন আপনার কাজ কর্‌ছি জেনেই নিজের সার্থকতা পাই, এই আশীর্ব্বাদ করে' যান্‌!"

মীরা অরুণের পায়ের গোড়ায় প্রণাম করিয়াই ধীরপদে কয়েক পা চলিয়া গিয়া পেছন্ ফিরিয়া দেখিল, শ্বেত প্রস্তর প্রতিমার মত অরুণ নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। চক্ষে পলক নাই, শরীরে কোন স্পন্দন নাই। মীরা ফিরিয়া আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল,—"অসুখ বোধ কর্‌ছেন কি? একটু সাম্‌লে দু'এক ঘণ্টা পরে বেরুলেও আপনি এত বেশী অকৃতজ্ঞ হ'য়ে যাবেন না। খানিকটা বিশ্রাম করুন, আমি যাই জেঠিমার কাছে, তাঁর জ্বরটা আজ বেশীই হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে।"

"যান্—আর আজ শেষ দিনে আর একটুও জেনে যান্ তবে,—যা কখনো আপনাকে বা জগতের কারুকেই জান্‌তে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল না! যাকে আপনি কৃতজ্ঞতা বলে বারে বারে উল্লেখ কর্‌ছেন—যাকে এখনি ত্যাগ-শক্তি বলেও উল্লেখ করলেন—আজ আপনি স্বেচ্ছায় ভার নিয়ে যার কর্ত্তব্য মাথায় নিলেন বলে' জানিয়ে তাকে কি বুঝ্‌তে দিলেন তা কি আপনিও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন? জগতের কারুকে যে কথা সে জানতে দেবে না বলে' প্রাণপণে যুদ্ধ করে' চলেছিল—আজ আপনার মাত্র এই কথায়ই যে সে বাঁধ

মুক্ত হয়ে যাচ্চে, সে যে জানাতে চাচ্চে আপনাকে কৃতজ্ঞতা নয় তার নাম শুধু,—শুধু ঐ বলে' তাকে জানবেন না—"

"জান্‌তে চাই না—শুন্‌তে চাই না আপনার কথা, যান আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন—যান্—কে বলেছে আপনাকে একথা বল্‌তে—একটুও বিশ্বাস করি না আপনার কোন কথা!"

"ঠিক, ঠিক, মীরা, আমিও একটুও বিশ্বাস করি না!" বলিতে বলিতে সনৎ আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল, পশ্চাতে হাস্যমুখী ইলা!

"দাদা!" বলিয়া মীরা ইলারই হাত টানিয়া লইয়া তাহার স্কন্ধে মুখ লুকাইল। সনৎ অরুণের পানে চাহিয়া বলিয়া চলিল, "ইলার কাছে সব শুন্‌লাম। এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েও তোমার সেই পুরোনো পচা কৃতজ্ঞতার খেয়াল্ গেল না, অরুণ-দা, ছিঃ! সেই খেয়ালে কত বড় অকর্ত্তব্য কর্‌তে যাচ্চ? আর সমস্ত বিরোধী স্বভাব যে দুঃখের প্রবল উৎপীড়নে এক জায়গায় এসে মিলেছে সেই মিলনকে অস্বীকার করতে যাচ্চ? কি ভাগ্যে ঠিক্ সময়ে

এসে পড়েছি, নৈলে তোমরা তো আবার এক কাণ্ড করে' বস্‌ছিলে।"

"সনৎ, আজই তুমি এসে পৌঁছুবে এতো জানতাম না।"

"না জেনে ভালই হয়েছে, ইলার মুখে শুন্‌লাম মার বড় অসুখ, চল তাঁর কাছে যাই।"

২৬

অরুন্ধতী তাঁহার শয্যায় মুখ ঢাকিয়া শুইয়া ছিলেন। মুখের কাছে করুণা বসিয়া মাথায় বাতাস দিতেছিল। "মা!" বলিয়া ডাকিয়া সনৎ তাঁহার পায়ের কাছে বসিতেই তিনি একটা হাত তাঁহার দিকে বাড়াইয়া দিলেন মাত্র, একটি কথাও কহিতে পারিতেছিলেন না। হাতটা নিজের মাথায় ও মুখের উপর বুলাইতে বুলাইতে সনৎ বলিল, "এবার আর হয়ত তোমায় ছেড়ে শীগ্‌গীর দূরে যাবার দরকার হবে না মা, মীরা আর অরুণদা শুন্‌ছি আমাদের কাজে লেগেছে।"

"অরুণ যে আমায় ছেড়ে গেছে সন্ট্,—মীরার জন্য

সে—তুই সব আগে তোর কাকিমার যা সাধ তাই আগে মিটিয়ে দে,—সে অন্ধ—অন্ধ—”

বলিতে বলিতে অর্দ্ধপথে থামিয়া অরুন্ধতী হাঁপাইতে লাগিলেন।

সনৎ মায়ের অপর পার্শ্বে মুখের নিকটে গিয়া বলিল, “অরুণ কোথায় যাবে? যাক্ দেখি তার কত বড় সাধ্যি! ঐ দ্যাখ, সে তোমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।—কাকিমা কই করুণা? ডাক্ দেখি তাঁকে! আমি এসেছি তাও তাঁর দেখা নেই যে?”

কক্ষান্তর হইতে ম্লানমুখে সরস্বতী আসিয়া দাঁড়াইতেই সনৎ উঠিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। তারপরে অভিমানস্ফুরিত মুখে বলিল, “বেশ যা হোক্, মা বটে। কতক্ষণ এসেছি তবু সাড়াই নেই।”

“সন্টু আমি বুঝ্‌তে না পেরে—”

“সে যা হয়েছে হয়েছে, এখন সে কথা ছেড়ে দাও। তোমার ঐ মেয়েটিকে বুঝ্‌তে পারা তোমার সেই চক্রবর্ত্তী বাবার সাধ্যিতেও কুলোবে না—এতে তোমারই বা দোষ কি! এবার আমরা ভাল করে’ কাজে লাগ্‌ব, তার আগে

শীগ্‌গীর মীরার বিয়েটা দিয়ে নিতে হবে। এবার আর তুমি সে দশ হাজারী জামাই পাবে না বাপু। একে পরের হাতে দিলে আমার কাজও চল্‌বে না। ওকে—"

"সন্টু—না—না—আমার অরুণকে অত অনাদরে আমি বিলিয়ে দিতে দেব না। ওকে যেতে দাও, অরুণ যাক এখন এখান থেকে। তুমি তোমার কাকিমা যাকে পছন্দ করেছেন সেই বর এনে আগে মীরার বিয়ে দাও—"

সরস্বতী অরুন্ধতীর শয্যার নিকটে নতজানু হইয়া বসিয়া বলিলেন, "দিদি, চিরদিনই সব দোষ মাপ করে' এসেছ—আজও কর! আমি যে বুঝ্‌তে পারিনি। মেজবৌ মীরাকে পরীক্ষা দিতে পাঠাতে পার্‌লেই সব ঠিক 'করে' নেবেন একথা লিখেছেন তোমায় বল্‌তেই তুমি যে অরুণকে"—

উত্তেজিত ভাবে অরুন্ধতী তাঁহার রোগশয্যা হইতে মাথা তুলিয়া সরস্বতীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সরিয়ে দেব না? এমন অন্ধ যে তাকে কেন আমার অরুণকে দেব? চিরদিন এই-ই দেখে আস্‌ছি তোমার—আজ নিজের মেয়ের বিষয়েও ঠিক তেমনিই অন্ধত্ব!"

"মেয়ের বিষয়ে কি বল্‌ছ দিদি—আমি কি অরুণকে চাই নি? জিজ্ঞাসা কর তোমার মেয়েকে! ও মেয়ের দায়ে আমার কি অরুণকে পাবার আশা কর্‌বার উপায় ছিল? ও যে—"

"ওটা অমনি বটে—কাকিমার দোষ নেই মা সত্যি। ইলা ওকে নিয়ে এসতো, ওদের কাজ দেখে বুঝ্‌তে পার্‌ছি জায়গাবিশেষে পাত্রবিশেষে দু'জন হ'লেই অনেক কাজ ভাল চলে। মীরাও তা নিশ্চয় এখন বেশ বুঝেছে তবু সহজে চিরদিনের স্বভাব তো ছাড়তে পারছে না। ওর দুষ্টুমি আমি ঘুচিয়ে দিচ্চি।—আর অরুণদা, তোমারও মাথা ঠিক করবার সময় এসেছে! বারে বারে ছেলেমানুষী চলে না। আমাদের ঢের কাজ আছে।"

অরুণের হাতের উপর মীরার হাতটি তুলিয়া দিয়া সনৎ বলিল, "মা, উঠে বসে' আশীর্ব্বাদ কর, আর ভাল হয়ে ওঠো! তুমি না ভাল হলে' তোমার ছেলে-মেয়েরা কিছুই করে' উঠ্‌তে পার্‌বে না যে। কাকিমা—এদিকে এসো, মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।"

"সণ্টু, আগে আমি তো মীরা অরুণকে আশীর্ব্বাদ করব না—আগে আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করতে চাই! তোরই একটা অন্যায় কাজের জন্য দিদি এমন অকালে বিছানায় শুয়েছেন। ওঁকে যদি বিছানা থেকে তুলতে চাস্, আরও একটা কাজ তোকে করতে হবে! বাবার ইচ্ছাই যে শেষে সকলের ওপর জিত্‌ছে তাকি দেখ্‌ছিস না? কেন আর মেয়েটাকে এমন জ্যান্তে মরা করে' রাখিস্? নে, তুইও করুণাকে ধর সনৎ,—আমাদের চিরকালের আঁধার ঘর আবার আলো হয়ে উঠুক।"

মীরা ও অরুণের হাত ছাড়িয়া দিয়া সহসা স্তব্ধভাবে সনৎ দাঁড়াইল। মুখ হইতে অস্ফুট বাহির হইল, "কাকিমা!"—কাকিমার হাতে তখন করুণার হাত; তাহাকে একরকম জোর করিয়াই তিনি সনতের দিকে টানিয়া আনিতেছিলেন। সনতের এই অস্ফুট বাক্য যেন একটা বিপন্নের কণ্ঠস্বরের মতই শুনাইল, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে করুণার কম্পিত দেহ যেন কাঠের মত হইয়া নিজের গতিকে বাধা দিবার জন্যই দেয়ালের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। অরুন্ধতী তাঁহার জ্বরতপ্ত ক্লান্ত দেহকে মুহূর্ত্তে

টানিয়া তুলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কি করলি ছোটবৌ, আবার হতভাগিটাকে একেবারে মেরে ফেললি ? কে তোকে এ কাজ করতে বললে ? আমি কি ওর হাতে আমার করুকে দিতে পারি ? ও যে মা বোন্ স্ত্রীর জন্য জন্মায় নি। কেন আবার মেয়েটাকে এ দুঃখ দিলি ? আমার কোলে দে ওকে"—বলিয়া টলিতে টলিতে অরুন্ধতী শয্যা হইতে উঠিতেছিলেন ; মীরা তাঁহাকে চাপিয়া ধরিয়া সরোদনে বলিল, "তুমি উঠো না জেঠিমা, এনে দিচ্চি তোমার করুকে।—দাদা, বিয়ে করলেই কি আর জগতের কোন বড় কাজ করা যায় না ? তুমিই না বললে জায়গাবিশেষে দু'জন হলেই কাজ আরও ভাল হয় ! তোমার জীবনেই কি তা এত অসম্ভব ? এই-ই যদি তোমার প্রধান মত তবে কেন—কেন তবে—"

সনৎ ধীরকণ্ঠে বলিল, "তবে কেন তোর বিয়ে দিলাম এই বলছিস্ তো ? তার উত্তর তুই আর অরুণদা দু'জনে দু'জনার কাছ থেকেই পাবি, কিন্তু আমার জীবনতো তোরা দেখ্‌ছিস্ ? মার এত অসুখ ইলার মুখে শুনেই বাড়ী এসেছি। সত্যাগ্রহের ডাক ঠেলে রেখে পাছে

ঠাকুরদাদার মতন মাকেও না দেখতে পাই এই ভয়ে এসেছি,—ইলাও তোমার সেবা করতে এসেছে মা।”

অরুন্ধতী পুত্রের পানে প্রশান্তদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “কেন তা এসেছ সণ্টু ?—আমি তো তার জন্য একটুও দুঃখিত হতাম না! আমি তো জানি তুমি ‘দেবত্রের’ কাজ কর্‌ছ—তোমার মাকে তোমার ঠাকুর্দ্দা যে ভার দিয়ে গিয়েছেন সেই কাজের বড় দিক্‌টাতেই আমার সর্ব্বস্ব যে তুমি তোমাকেই আমি দিয়েছি।”

সরস্বতী জায়ের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “তাই বলে’ মাকে ও একবার চোখের দেখা দেখ্‌বে না—এমন দেবতার কাজ দেবতাদেরই থাকুক; মানুষকে মানুষের কাজ করতেই হবে। আমিই একদিন করুর সঙ্গে সণ্টুর বিয়ের কথায় রাগ করেছি দিদি, কিন্তু এখন সেই আমিই বল্‌ছি—এ তোমাদের অকর্ত্তব্য।—তোর জীবন দেখ্‌তে কি বল্‌ছিস সণ্টু, তোদের জীবনতো গৌরবের—কিন্তু কি অগৌরবের মধ্যে দুঃখের মধ্যেই না এই মেয়েটিকে ফেলেছিস্ তুই!”

সনৎ উত্তর দিতে না পারিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। অরুন্ধতী করুণার নিস্পন্দ ক্ষীণ দেহটিকে বুকে জড়াইয়া

ধরিয়া প্রতিমার মতন নিশ্চল! ইলার শুভ্র মুখ যেন আরও সাদা হইয়া উঠিতেছিল। মীরা নিঃশব্দে একদৃষ্টে করুণার পানেই চাহিয়া ছিল। এতক্ষণ পরে অরুণ কথা কহিল, "কেন কাকিমা, আপনি এমন কথা বল্‌ছেন? করুণা কোনো অগৌরবের মধ্যে তো নেই। সনতের জন্যে তার একটি কেন এমন দু'চারটে জীবনও যদি সে উৎসর্গ কর্‌তে পারে তাতেও যে তার গৌরব! আপনাদের স্নেহের আঁচলে— তার জগদ্ধাত্রী মার বুকে সে স্থান পেয়েছে, তার কিসের দুঃখ?"

সনৎ অরুণের পানে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া বলিল, "দাদা, তুমিই আমার কর্ত্তব্য আমায় বুঝিয়ে দাও! ঠাকুরদাদা তাঁর যে কাজের জন্য তোমাদের নিযুক্ত করে' গেছেন মীরার সঙ্গে তুমি সে কাজে বেশী সাফল্য লাভ কর্‌বে—তাই সেই অভিমানী মীরা আজ স্বইচ্ছায় দেবত্রের কাজে নিজেকে নিযুক্ত কর্‌লে! কিন্তু আমায় তিনি স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন, আমিতো আমার এ জীবন—"

বাধা দিয়া অরুণ বলিল, "ভাই, ভুল কর্‌ছ! তুমিই না একদিন বলেছিলে, তিনি তোমায় কি দিয়ে গেছেন

তা তুমি অনুভব কর্‌ছ! আমাদের তিনি কাজের ছোট অংশ এই গ্রামটির কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করে' গেছেন, আর তোমার মাকে যে প্রধান আদেশ দিয়ে গেছেন তার ভার তুমিই নিয়েছ যে! এ দেশের মত দুঃখী আর কে আছে? ভগবানের আর মানুষের দেওয়া দুঃখ নির্ব্বিচারে কে মাথায় করেছে এমন? সেই দেবতার কাজে তুমি আপনাকে দিয়ে তোমার মার আর স্বর্গগত পিতামহের আত্মারই তৃপ্তি সাধন কর্‌ছ ভাই! তোমার এ স্বাধীনতা তিনি হয়ত এইজন্যই দিয়ে গেছেন।"

মীরা আবার কথা কহিল। রুদ্ধস্বরে বলিল, "আরও একজন মানুষের অকারণ দেওয়া দুঃখ নির্ব্বাচারে সহ্য কর্‌ছে—সে আমাদের করুণা। দাদা, তুমি মনে কর্‌ছ তুমিতো এমনি করেই দিন কাটাবে—তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ তার পক্ষে কেবল দুঃখেরই হবে, না? কিন্তু দুঃখের ভার কি সেটুকু না দিয়েই কমাতে পার্‌বে? বরং বেশী হবে দাদা—বেশী—"

এতক্ষণ ইলা নির্ব্বাক স্তব্ধভাবেই ছিল, এইবার একটু যেন নড়িয়া চড়িয়া সনতের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া

বলিল, "সত্যি সনৎ-দা অন্যায় হতে অন্যায় ক্রমশঃ বেশীই হ'য়ে যাচ্ছে। আর অন্য মত ক'রো না!"

"তুমিও এই কথা বল্‌ছ ইলা? তুমিই না কালই বলেছিলে তুমিও আমাদের কাজে যোগ দেবে, তোমার জীবন এখন স্বাধীন? তুমিই আজ অন্যমত কর্‌ছ? আমার এ জীবনের সঙ্গে করুণাকে গেঁথে দিয়ে কি সুখ দেবে তোমরা মনে কর্‌ছ?"

"না সনৎদা—দুঃখ, কিন্তু সেই দুঃখের অধিকারই তাকে দাও—এইটুকু মাত্র সকলে তোমার কাছে চাচ্চে! আর তুমি দ্বিধা কোরো না!"

সনৎ মাতার পানে চাহিয়া বলিল, "মা, একি তোমারো আদেশ? আমি জানি, আমিই করুণার সকল দুঃখের মূল, আমার জন্যই তার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে—কিন্তু এখন এমন করে' তাকে নিলে তাও কি সে সইতে পারবে? আমার দেওয়া সকল দুঃখই তো নিরাপত্তে সে মাথায় নিয়েছে, কিন্তু এ ভারও কি সে সইতে পার্‌বে? আমার কর্ত্তব্য তুমিই বলে দাও। কারও কথায় আমার আজ আর নির্ভর নেই,—কেবল তুমি বল।"

ধীরে ধীরে অরুন্ধতী উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, করুণাকে তুমিও তোমার সকল ভার নির্ব্বিচারে চাপাতে পারবে বলেই সে জন্মেছে! তাকে তুমি সেই অধিকার মাত্র দাও—তারপরে—"

"আর কিছু বল্‌তে হবে না মা, দাও তবে তুমিই তোমার করুণাকে আমার ভার তুলে। বল তাকে সে যেন কাতর না হয়—সে যেন পারে—সে যেন—"

"পার্‌বে সনৎ, চিরদিনই কি সে পার্‌ছে না?"

"হ্যাঁ, আরও পার্‌তে হবে—আরও—"

"তাও পার্‌বে।"

ইলাকে এতক্ষণ অরুন্ধতী দেখেন নাই, এইবার সে আসিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইতেই অরুন্ধতী তাহার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আমায়ও দেখা দিতে এসেছ মা? যদিই যাই, তুমি এ ক্ষোভটুকু কি আমায় দিতে পার?"

"আপনি কোথায় যাবেন? আপনাদের দেবত্রের কাজের এই তো মাত্র আরম্ভ! আপনি গেলে যে কিছুই হবে না। তবু আপনার ছেলে-মেয়েরা সবাই নিজের নিজের

সার্থকতা বুঝ্‌তে পেরেছে; যাঁরা অরুণদা আপনার ডান হাত বাঁ হাত হয়ে কাজ কর্‌বে; করুণা আপনার গৃহের প্রতিষ্ঠা-লক্ষ্মী হয়ে সনৎদাকে তাঁর নিজের সার্থকতায় উজ্জ্বল করে' তুল্‌বে, কিন্তু আমি এখনো কোন কিছুই শিখিনি যে মা! আমায় শেখাও, কি কর্‌তে হবে, কোন পথে যেতে হবে!—আমার আপনার লোক আজ আর কেউ নেই—কেউ আমায় আজ চায় না, আমি তোমারই সেবা কর্‌তে এসেছি পিসিমা!"

ইলাকে বুকে টানিয়া লইয়া অরুন্ধতী বলিলেন, "আত্মপর নেই—জগতের সকলের সেবা কর মা তুমি! তোমাদের মত জীবনই জগতের সব চেয়ে কাজে লাগে যে মা? কে তোমায় চায় না? সকলেই আগে তোমায় চাইবে; সবাই তোমার আপনার হবে! শ্রান্তি ক্লান্তির দিনে দুঃখের দিনে তুমি সেবালক্ষ্মী হয়েই তবে জগতের প্রাণ জুড়ে থাক। নিজের কিছু যদি তোমার আর দরকার না থাকে—অনেকের অনেক দরকারেই তোমার জীবন ভরে' উঠুক!"

শেষ

দেবত্র

শ্রীনিরুপমা দেবী

বরদা এজেন্সী
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

দাম তিন টাকা